দায়ূদের গীত।

—◯:০:◯—

প্রথম হইতে ৭৫ গীত পর্য্যন্ত।

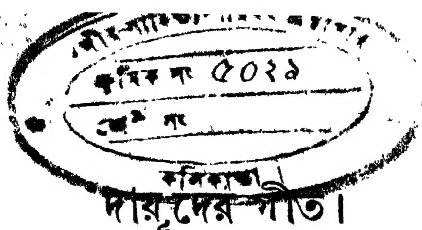
শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
পদ্যীকৃত।



কলিকাতা;

চৌরঙ্গী ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

১৮৭৫।



দায়ূদের গীত।

১ গীত।

১ দুষ্টদের মন্ত্রণাতে না চলে যে জন,
পাপিদের পথোপরি করে না গমন,
নিন্দকের সভামাঝে যেই নাহি বসে,
২ বিভুশাস্ত্র করে পাঠ মনের হরষে,
দিবানিশি শাস্ত্র ধ্যানে আছে যার মন,
ধন্য ধন্য বলি তারে, ধন্য সেই জন।
৩ রোপিত তটিনীতটে তরু মনোহর,
অম্লান পর্ণেতে পূর্ণ অতি শোভাকর,
স্ব-সময়ে যেই তরু হয় ফলবান,
সেই নরবর হেন তরুর সমান।
যেই কোন কর্ম্ম করে সেই সাধুজন,
সেই কর্ম্মে সফলতা লভে অনুক্ষণ।
৪ দুষ্টদের হেন গতি কখন ত নয়,
বাতাহত তুষ যথা বিচলিত হয়।
৫ বিচারের স্থলে, আর ধার্ম্মিকসভাতে,
একারণ দুষ্ট, পাপী, নারিবে দাঁড়াতে।
৬ জানেন সাধুর পথ প্রভু দয়াময়,
বিনষ্ট দুষ্টের পথ হইবে নিশ্চয়।

২ গীত।

১ কি হেতু কলহ করে বিজাতীয়গণ ?
বৃথা চিন্তা কেন লোকে করে মনে মনে ?

২ প্রভু আর তাঁর অভি-ষিক্ত বিপরীতে,
দাঁড়ায় ভূপতিগণ পাপ পৃথিবীতে,
এক সঙ্গে পরামর্শ করে রাজগণ ;
৩ "এস, মোরা ছেদি সবে ওদের বন্ধন,
কাছ হতে করি রজ্জু দূরে প্রক্ষেপণ।"
৪ হাসিবেন হেরি ইহা স্বর্গে যাঁর বাস,
করিবেন তাহাদিগে প্রভু উপহাস।
৫ কহিবেন ক্রোধে কথা তাহাদের সনে,
ব্যাকুলিত করি কোপে সেই সব জনে।
৬ "আমি ত আপন পূত সিয়োন অচলে,
করেছি স্থাপন নিজ রাজা, মহাবলে।"
৭ বিধির বৃত্তান্ত আমি করিব প্রকাশ,
বলেছেন পরমেশ আমার সকাশ,
"তুমি মম প্রিয়তম প্রাণের কুমার,
অদ্যই দিলাম আমি জনম তোমার।
৮ প্রার্থনা করহ তুমি আমার গোচরে,
বিজাতীয়গণে দিব অধিকারতরে ;
নিবসে যে সব লোক পৃথিবীসীমায়,
তব রাজ্যতরে আমি দানিব তোমায়।
৯ লৌহ দণ্ড দিয়া তুমি আঘাত করিবে।
কুম্ভকার পাত্র সম সবারে চূর্ণিবে।"
১০ এখন সুবোধ হও, ওহে রাজগণ,
বিচারক সবে গ্রাহ্য করহ শাসন।
১১ সভয় হইয়া সবে সেব সে ঈশ্বরে,
জয়ধ্বনি কর তাঁর কম্পিত অন্তরে।
১২ কর কর কর সবে পুত্রেরে চুম্বন,
পাছে তিনি তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন ;
পথেতে বিনষ্ট হও তোমরা সকল,

কেননা জ্বলিবে ত্বরা তাঁর ক্রোধানল।
তাঁহার শরণাগত যেই সব জনে,
ধন্য ধন্য হয় তারা, ধন্য ত্রিভুবনে।

---

৩ গীত।

১ কত যে অরি, হে প্রভো, আমার,
করিছে অনেকে বিপক্ষাচার।
২ ঈশ হতে তব প্রাণের তরে
নাহি ত্রাণ, বলে অনেক নরে।
৩ ওহে প্রভো, তুমি ঢাল আমার,
শিরোন্নতকারী, গৌরবাধার।
৪ নিজরবে তাঁরে ডাকিলে পর,
শুদ্ধ শৈল হতে দেন উত্তর।
৫ জাগিয়া উঠি করিয়া শয়ন,
ঈশ্বর মোরে করেন রক্ষণ।
৬ আমার বিরুদ্ধে অযুত নর
সুসজ্জ হলেও, হবে না ডর।
৭ উঠ, হে প্রভো, করহ উত্থান,
হে ঈশ্বর, কর আমার ত্রাণ;
অরিদল যত আছে আমার,
সবারে কর গণ্ডেতে প্রহার;
হে ঈশ্বর, তুমি দুষ্টের দাঁত
ভাঙ্গিয়া থাক, করিয়া আঘাত।
৮ আছে পরিত্রাণ ঈশগোচরে,
আশীর্ব্বাদ নিজ লোকের তরে।

---

৪ গীত।

১ ওহে মম ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর,
আহ্বান করিলে প্রদান উত্তর।
সঙ্কটে পড়িলে করহ উদ্ধার,
কৃপা করি শুন প্রার্থনা আমার।
২ কতকাল আর বীরপুত্রগণ
আমার সম্মান করিবে হেলন ?
অনর্থ বিষয় বাসিবে হে ভাল,
মিথ্যা চেষ্টা করি কাটাইবে কাল ?
৩ জানহ সকলে ঈশ নিজতরে,
পসন্দ করেন সাধু নরবরে ;
তাঁর কাছে আমি করিলে প্রার্থন,
পরমেশ তাহা করেন শ্রবণ।
৪ না করিও পাপ হয়ে ক্রোধভর,
নীরবে শয্যাতে মনে ধ্যান কর।
৫ ধর্ম্ম বলিদান কর সমাদরে,
রাখহ বিশ্বাস পরমেশোপরে।
৬ কে করাবে সবে মঙ্গল দর্শন ?
অনেকেই বলে এরূপ বচন ;
ওহে প্রভো, তুমি মোদের সকাশ,
শ্রীমুখের দীপ্তি করহ প্রকাশ।
৭ বহুল হইলে শস্য দ্রাক্ষারস,
তাদের যেরূপ মনের হরষ,
তাহতে অধিক, ওহে দয়াময়,
করেছ এ মনে আনন্দ উদয়।
৮ শান্তিতে শুইয়া সুখে নিদ্রা যাই,
নির্ভয়েতে তুমি রাখহ সদাই।

৫ গীত।

১ ওহে প্রভো, শুন আমার বচন,
আমার কাকুক্তি করহ শ্রবণ।
২ আমার রাজন্, আমার ঈশ্বর,
ক্রন্দনের রব শুন দয়াকর ;
তোমার নিকটে করিব প্রার্থন,
শুন, নাথ, শুন, আমার বচন।
৩ প্রভাতে রহিব একদৃষ্টি হয়ে,
তোমারি উদ্দেশে নৈবিদ্য সাজায়ে,
প্রাতঃকালে তুমি এ দাসের রব,
জানি, পরমেশ, শুনিবে হে সব।
৪ পাপে হৃষ্ট নয় তোমার হৃদয়,
তব কাছে দুষ্ট না পায় আশ্রয়।
৫ অহঙ্কারিগণ তোমার সাক্ষাতে,
জানি হে, কখন পারে না দাঁড়াতে ;
পাপাচারী ঘৃণ্য তোমার সকাশ,
৬ মিথ্যাবাদী জনে করিবে বিনাশ ;
রক্তপাতি, আর ছলপ্রিয় নর,
ঘৃণিত সদাই তোমার গোচর।
৭ তোমার প্রচুর অনুগ্রহ বরে,
আমি যাব তব গৃহের ভিতরে ;
মর্ম্মধামদিকে সম্মুখ হইব,
সভয়ে তোমার ভজনা করিব।
৮ আছি, ঈশ, বৈরি প্রযুক্ত সভয়ে,
তব ধর্ম্মপথে যাও মোরে লয়ে ;
আমার সম্মুখে স্বপথ তোমার,
কর হে সরল, মিনতি আমার।

৯ তাহাদের মুখে স্থির কিছু নাই,
অন্তরেতে দুষ্ট তাহারা সবাই ;
গলানলী খোলা কবর মতন,
রসনায় বলে স্তুতির বচন।
১০ তাহাদিগে, ঈশ, তুমি দোষী কর,
পরামর্শভ্রষ্ট হোক্, হে ঈশ্বর ;
তাহাদের দোষ প্রচুর দেখিয়া,
তাদিগে, ঈশ্বর, দেহ তাড়াইয়া ;
কেননা, হে প্রভো, সেই সব জন
করেছে তোমার বিরুদ্ধাচরণ।
১১ তাহাতে শরণাগত লোক সবে
মনোমাঝে অতি আনন্দিত হবে,
গাবে তারা সদা আনন্দের গান,
রক্ষিবে তাদিগে তুমি দয়াবান ;
তব নামপ্রতি প্রেম করে যারা,
তোমাতে উল্লাস করিবে তাহারা।
১২ ধার্ম্মিকেরে, ঈশ, আশীর্ব্বাদ দিবে,
অনুগ্রহ ঢালে আবৃত করিবে।

---

৬ গীত।

১ অনুযোগ ক্রোধভরে,করো না, হে প্রভো,মোরে,
কোপে শাস্তি দিও না আমায়।
২ কর, প্রভো, কৃপাদান, হইয়াছি আমি ম্লান,
অস্থি কাঁপে, সুস্থ কর কায়।
৩ প্রাণ মম, দয়াময়, ব্যাকুলিত অতিশয়,
কত দেরি করিবে ঈশ্বর ?
৪ এস ফিরে মম স্থান, কর প্রাণে মুক্তিদান,
দয়াগুণে মোরে, ত্রাণাকর।

৫ মরণ আসিবে যবে, স্মরণ না তব হবে,
প্রশংসিবে কেবা পরলোকে ?
৬ কোঁকাইয়া হই শ্রান্ত, কে বা করে মোরে শান্ত,
সারানিশি অশ্রু ঝরে চোখে।
অশ্রুপাতে একি দায়, শয্যা মম ভেসে যায়,
খাট ভিজে নয়নের জলে,
৭ মনস্তাপে চক্ষুক্ষীণ, হইয়াছে তেজোহীন,
তেজোহীন করে অরিদলে।
৮ পাপাচারী সব তরে, কাছ হতে যাও সরে,
ঈশ মম শুনিলা রোদন ;
৯ শুনিলা আমার রব, শুনিলা প্রার্থনা সব,
শুনিলেন বিনয় বচন।
১০ যারা মম শত্রুচয়, লজ্জা পাবে অতিশয়,
মনে অতি হবে ব্যাকুলিত,
পরাঙ্মুখ হয়ে সবে, বদন ফিরায়ে রবে,
অকস্মাৎ হইবে লজ্জিত।

---

৭ গীত।

১ হে প্রভো, শরণাগত আমি হে তোমার ;
তাড়ক হইতে রক্ষা—করহ উদ্ধার।
২ নহে, অরক্ষক মম প্রাণ দেখি অরি,
সিংহ সম বিদরিবে, ছিন্নভিন্ন করি।
৩ যদি কোরে থাকি আমি সে কর্ম্ম কখন,
করে যদি কোরে থাকে অন্যায়াচরণ ;
৪ পেয়েছি যাহার কাছে বহু উপকার,
কভু যদি কোরে থাকি অপকার তার ;
অকারণে হইয়াছে বৈরি যেই জন,
কোরে যদি থাকি তার সামগ্রী লুণ্ঠন ;

৫ তবে, প্রভো, মোরে বধ করিতে চাহিয়া,
ধরুক আমাকে শত্রু, পশ্চাতে ধাইয়া ;
আমার জীবনে ভূমে করুক দলিত,
ধূলায় করুক মোর স্ত্রীকে নিপাতিত।
৬ ক্রোধভরে উঠ, তুমি, উঠ হে ঈশ্বর,
বৈরিদের কোপভরে গাত্রোত্থান কর ;
মমতরে জাগ, প্রভো, ত্যজি নিদ্রাবেশ ;
বিচারাজ্ঞা দিয়াছ হে তুমি পরমেশ।
৭ লোকের সংহতি তোমা করিবে বেষ্টন,
তাহার উপরে উচ্চে করিও গমন।
৮ সবার বিচারকর্ত্তা ; ঈশ হে, আমার
ধর্ম্ম, যথার্থতা, ধরি করহ বিচার।
৯ দুষ্টের দুষ্টতা নাশ, করি হে বিনয়,
ধার্ম্মিকেরে কর তুমি সুস্থিরহৃদয় ;
ধর্ম্মময় ঈশ, জান সবার অন্তর,
সর্ব্বমর্ম্মপরীক্ষক তুমি হে ঈশ্বর।
১০ ঈশ্বর আছেন ঢাল-স্বরূপ আমার,
সরলহৃদয় জনে করেন নিস্তার।
১১ ধর্ম্মময় বিচারক হয়েন ঈশ্বর,
প্রতিদিন ক্রোধ তাঁর পাপির উপর।
১২ সে যদি না ফিরে, শাণ দিবেন খড়্গেতে,
প্রস্তুত করিবা ধনু, চাড়া দিয়া তাতে।
১৩ সংহারক অস্ত্র তবে প্রস্তুত হইবে,
তাহার নিমিত্ত বাণ আগুনে জ্বলিবে।
১৪ অধর্ম্মেতে গর্ভ সেই করয়ে ধারণ,
উপদ্রবে পূর্ণগর্ভ হয় সেই জন,
প্রসব করয়ে পরে অলীক বচন।
১৫ গভীর করিয়া কূপ করেছে খনন,

নিজকৃত খাতে কিন্তু হইল পতন।
১৬ নিজ প্রতি কুসন্ধান তাহাতে ফলিবে,
দৌরাত্ম্য তাহার নিজ মস্তকে বর্ত্তিবে।
১৭ আমি ঈশ্বরের ন্যায় স্বভাবের তরে,
প্রশংসা করিব তাঁর সমস্ত অন্তরে;
আছেন সবারোপরি যিনি বিদ্যমান,
করিব সে ঈশ্বরের নামে স্তবগান।

---

৮ গীত।

১ ওহে পরমেশ, সব পৃথিবী ভিতর
তোমার নামের, প্রভো, কেমন আদর!
গগণের ঊর্দ্ধেতে ও, জানি হে নিশ্চিত,
তোমার প্রতাপ, ঈশ, হয়েছে স্থাপিত।
২ নিজ বৈরি—শত্রু আর হিংসাকারিগণ—
এই সব লোকে তুমি করিতে দমন,
বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুমুখ হতে
করিতেছ জয়ধ্বনি প্রকাশ জগতে।
৩ অঙ্গুলীতে যে আকাশ করেছ নির্ম্মিত,
চন্দ্র তারাগণ যাহা তোমার স্থাপিত,
বলি, এই সবে আমি করি নিরীক্ষণ,
৪ মর্ত্ত্য কে, যে কর তুমি তাহাকে স্মরণ?
মনুষ্যসন্তানই বা কোন্ ছার জন,
কর যে তাহার তুমি তত্ত্বাবধারণ?
৫ দূত হতে তারে ন্যূন করেছ কিঞ্চিৎ,
গৌরব আদর রূপ মুকুটে ভূষিত।
৬ তব হস্তকৃত সব বস্তুর উপর
তাহাকে কর্ত্তৃত্বদান করেছ ঈশ্বর।
৭ গোমেষাদি সব, আর বন্য পশুগণ,

৮ আকাশ-বিহারকারী পক্ষী অগণন,
সাগরের মীন; জল-নিবাসী সকলে,
রেখেছ, হে ঈশ, তুমি তার পদতলে।
৯ ওহে পরমেশ, সব পৃথিবী ভিতর
তোমার নামের, প্রভো, কেমন আদর!

---

৯ গীত।

১ সর্ব্বমনে, ঈশ, তব প্রশংসা করিব,
তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলি বর্ণিব।
২ তোমাতে হইবে হৃষ্ট, উল্লাসিত মন,
সঙ্গীতে তোমার নাম করিব কীর্ত্তন।
৩ বিমুখ হইয়া শত্রু, হয়ে পরাজিত,
তোমার সাক্ষাতে হয় বিনষ্ট, পতিত।
৪ নিষ্পত্তি করিলে দ্বন্দ্ব, বিচার আমার,
সিংহাসনে বসি কর যথার্থ বিচার।
৫ বিজাতীয়গণে তুমি করিলে ভর্ৎসন,
দুষ্ট জন সকলেরে করিলে নিধন,
করিলে তাদের নাম চির-বিলোপন।
৬ সম্পূর্ণ ভাবেতে লুপ্ত হয়ে শত্রুদলে
সদাকাল তরে নষ্ট হয়েছে সকলে;
উচ্ছিন্ন করিলে সব তাদের নগর,
নাম ও তাদের নষ্ট হলো অতঃপর।
৭ থাকিবেন সদাকাল প্রভু সর্ব্বাধার;
স্থাপিলেন সিংহাসন করিতে বিচার।
৮ জগতবিচার ধর্ম্মে করিবা সে জন,
ন্যায়ভাবে করিবেন লোকের শাসন।
৯ ক্লিষ্টলোকদুর্গসম প্রভু দয়াময়,
তাহার দুর্গের মত বিপদ সময়।

১০ যারা তব নাম, প্রভো, আছে অবগত,
বিশ্বাস তোমাতে তারা করিবে সতত;
কেননা যাহারা তব করে অন্বেষণ,
তাহাদিগে ত্যাগ তুমি করনি কখন।
১১ সিয়োননিবাসী ঈশনামে গান কর,
বল তাঁর ক্রিয়া সব লোকের গোচর।
১২ সন্ধান শোণিত পাত করেন যে জন,
করিবেন হতদিগে তিনিই স্মরণ;
দুঃখির ক্রন্দন নাহি হন বিস্মরণ।
১৩ মম প্রতি কৃপা তুমি কর পরমেশ,
দেখ, বৈরিগণ হতে আমার যে ক্লেশ।
মৃত্যু পুরদ্বার হতে তুমি হে আমায়
উত্তোলন করে থাক আপন কৃপায়।
১৪ সিয়োনের দ্বারে গুণ সমস্ত বর্ণিব,
তবকৃত পরিত্রাণে উল্লাস করিব।
১৫ করেছিল আপনারা যে খাত খোদন,
বিজাতীয় তাতে নিজে হয়েছে মগন;
করেছিল গোপনে যে জাল বিস্তারণ,
হইয়াছে তাহাতেই আবদ্ধ চরণ।
১৬ দিয়াছেন পরিচয় প্রভু আপনার;
করেছেন পরমেশ সাধন বিচার;
নিজ হস্তকৃত ক্রিয়া-পাশেতে দুর্জ্জন
হইয়াছে বদ্ধ সবে, একি বিড়ম্বন।
১৭ ঈশ্বর-বিস্মৃত বিজাতীয় সর্ব্বজন,
দুষ্ট লোক সবে, হবে নরকে পতন।
১৮ দীন জন সদা নাহি বিস্মৃত থাকিবে,
নম্রের আশাও চির নষ্ট না হইবে।
১৯ উঠ উঠ, পরমেশ, উঠ হে সত্বর,

মর্ত্ত্যকে প্রবল হতে দিও না ঈশ্বর ;
বিজাতীজনের, ঈশ, সাক্ষাতে তোমার,
বিচার নিষ্পন্ন হোক মিনতি আমার।
২০ তাদের মনেতে ভয় কর হে উদয়,
মর্ত্ত্যমাত্র ভিন্নজাতি যেন জ্ঞাত হয়।

—০—

১০ গীত।

১ ওহে ঈশ, কেন থাক দূরে দাঁড়াইয়া ?
সঙ্কট সময়ে কেন নয়ন মুদিয়া ?
২ দুষ্ট-দর্প তরে দগ্ধ দুঃখী সমুদয়,
তাদের কল্পিত ছলে তারা ধৃত হয়।
৩ মনোরথ বিষয়েতে দুষ্ট দর্প করে,
ধন্যবাদ করি লোভী ঘৃণয়ে ঈশ্বরে।
৪ দুষ্ট লোক বলে, করি নাসা উত্তোলন,
করিবে না, করিবে না, কেহ অন্বেষণ ;
নাহিক ঈশ্বর বলে, এত অহঙ্কার,
নাহিক ঈশ্বর, সার তাহার চিন্তার।
৫ সর্ব্বদা তাহার পথ অতি সুশোভিত ;
তোমার শাসন তার দৃষ্টির অতীত।
ধরণী মাঝারে বৈরি আছে যত তার,
সকলের প্রতি সে যে করয়ে ফুৎকার।
৬ মনে মনে বলে, নাহি বিচলিত হব,
পুরুষানুক্রমে আমি নিরাপদে রব।
৭ কাপট্যে বদন পূর্ণ, শাপে, শঠতায় ;
জিহ্বার নীচেতে থাকে দৌরাত্ম্য অন্যায়
৮ গ্রামের নিভৃত স্থানে থাকে সেই জন,
নির্জ্জনেতে নির্দ্দোষীকে করয়ে নিধন ;
দুঃখগ্রস্ত মানবেরে ধরিবার তরে,

সদাই তাহার চক্ষু নিরীক্ষণ করে।
৯ অন্তরালে অপেক্ষাতে থাকে সেই জন,
আপন গহ্বরে থাকে কেশরী যেমন;
দুঃখিকে ধরিতে সেই প্রতীক্ষণ করে,
আপন জালেতে টানি দুঃখী জনে ধরে।
১০ বিদীর্ণ হইয়া পড়ে তাহাতে সে জন,
এরূপে বলীর হস্তে দুঃখির পতন।
১১ হয়েছেন পরমেশ সকলি বিস্মৃত,
করেছেন আপনার মুখ আচ্ছাদিত,
নাহি দেখিবেন তিনি এ সব কখন,
মনে মনে বলে তারা এরূপ বচন।
১২ উঠ ঈশ, কর নিজ হস্ত উত্তোলিত;
দরিদ্র জনেরে নাহি হইও বিস্মৃত।
১৩ অবজ্ঞা ঈশ্বরে কেন করয়ে দুর্জ্জনে?
দেখিবে না তুমি, কেন বলে মনে মনে?
১৪ কিন্তু তুমি সব, ঈশ, কর তো দর্শন,
করিবারে প্রতিশোধ স্বহস্তে অর্পণ,
দৌরাত্ম্যের প্রতি, আর ধৃষ্টতা উপর,
করিতেছ দৃষ্টিপাত তুমি, নিরন্তর;
দীন করে তবোপরে ভার সমর্পণ,
পিতৃহীনউপকারী তুমি সনাতন।
১৫ দুরন্ত, দুষ্টের তুমি বাহু ভঙ্গ কর,
তাহার দুষ্টতা সব দেখ, হে ঈশ্বর।
১৬ ঈশ্বর আছেন রাজা যুগানুক্রমেতে,
হয়েছে বিজাতি লুপ্ত তাঁর দেশ হতে।
১৭ শুনে থাক তুমি, ঈশ, দুঃখির প্রার্থন;
করিবে সুস্থির তুমি তাহাদের মন,
১৮ পিতৃহীন ক্লিষ্টদের করিতে বিচার,

করিবে হে কর্ণপাত তুমি আপনার ;
পৃথিবীস্থ মর্ত্ত্যজন যেন পুনর্ব্বার,
বিক্রমের ভরে নাহি করে অত্যাচার ।

---

১১ গীত ।

১ পরমেশ কাছে আমি লয়েছি শরণ ;
আমার প্রাণেরে তবে বল কি কারণ,
'পক্ষী সম উড়ে যাও পর্ব্বতে আপন ?'
২ সরল হৃদয় যেই সব লোক ধরে,
তাহাদিগে অন্ধকারে বধিবার তরে,
আপন ধনুকে চাড়া দিয়া দুষ্টগণ
করিয়াছে দেখ বাণ গুণেতে যোজন ।
৩ হইতেছে মূল বস্তু সব উৎপাটন,
কি করিতে পারে বল ধার্ম্মিক সুজন ?
৪ আপন পবিত্রাবাসে আছেন ঈশ্বর,
সিংহাসন আছে তাঁর স্বর্গের উপর ;
তাঁর নেত্রযুগ সদা করে নিরীক্ষণ,
পরীক্ষা মনুষ্যসুতে করিছে নয়ন ।
৫ পরীক্ষা করেন ঈশ ধার্ম্মিকগণেরে,
দৌরাত্ম্যপ্রেমিকে, ঘৃণা করেন দুষ্টেরে ।
৬ দুষ্ট লোকদের প্রতি সেই মহাজন,
করিবেন পাশ, অগ্নি, গন্ধক বর্ষণ ;
হইবেক তাহাদের উগ্র সমীরণ
পান পাত্রস্থিত পেয় দ্রব্যের মতন ।
৭ ধর্ম্মময় ঈশ, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রেমকারী ;
দেখিবে সরল জনে শ্রীমুখ তাঁহারি ।

---

১২ গীত।

১ হে পরমেশ্বর, উপকার কর,
সাধুজন লোপ হয় ;
মনুষ্য মাঝারে, শেষ এ সংসারে
হইল বিশ্বাসীচয়।
২ এবে সর্ব্বজনে, প্রতিবাসীসনে,
অলীক বচন বলে ;
সবে ওষ্ঠাধরে, স্তুতিবাদ করে,
কথা কহে তারা ছলে।
৩ পরম ঈশ্বর, সব ওষ্ঠাধর,
স্তুতিবাদ যাহা করে ;
রসনা যে সব, প্রকাশে গরব,
ছেদিবেন নিজ করে।
৪ ‘আমরা সকল, হইব প্রবল,
নিজ নিজ জিহ্বা দ্বারা ;
ওষ্ঠই সহায়, কর্ত্তা বলি কায় ?’
এই কথা বলে তারা।
৫ ‘দীন বিনাশনে, দুঃখির ক্রন্দনে,
এখনি উঠিব আমি ;
ত্রাণাকাঙ্ক্ষী জন, পাবে ত্রাণ ধন,’
বলেন জগতস্বামী।
৬ বচন নির্ম্মল, প্রভুর সকল ;
গলিত রজত মত ;
মাটীতে নির্ম্মিত, মুচিতে গলিত,
সাতবার পরিষ্কৃত।
৭ তাদিগে রক্ষণ, সদা সর্ব্বক্ষণ,
করিবে, হে জগদীশ ;

লোক বর্ত্তমান, হতে মুক্তিদান;
করিবে সর্ব্বদা, ঈশ।
৮ দুষ্ট দুরাচার, করিছে বিহার,
বেড়ায় ঘুরিয়া সবে;
উচ্চপদান্বিত, হয় সম্মানিত,
অধম যাহারা ভবে।

---

১৩ গীত।

১ বিস্মৃত থাকিবে, ঈশ, মোরে কতকাল?
ভুলিয়া রহিবে মোরে কি হে চিরকাল?
কতকাল আর, প্রভো, তোমার বদন
আমার নিকট হতে করিবে গোপন?
২ কতকাল মনোমাঝে বিষাদ, চিন্তায়,
দিন দিন দিব স্থান বল হে আমায়?
কতকাল আর মম শত্রু ভয়ঙ্কর
করিবে দরপ বল আমার উপর?
৩ মম প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈশ্বর,
আমার বচনে, প্রভো, প্রদান উত্তর;
সতেজ করহ, ঈশ, আমার নয়ন,
পাছে কালনিদ্রা মোরে করে অচেতন।
৪ নতুবা আমার শত্রু, ওহে দয়াময়,
বলিবে, 'তাহাকে আমি করিলাম জয়;'
যদি আমি, পরমেশ, হই বিচলিত,
মম বৈরিগণ তবে হবে উল্লাসিত।
৫ কিন্তু তব অনুগ্রহে রাখি আমি আশ;
তবকৃত পরিত্রাণে মনের উল্লাস।
৬ পরমেশ করেছেন মম উপকার,
তাই ত করিব গান উদ্দেশে তাঁহার।

১৪ গীত।

১ "ঈশ নাই," মনে২ বলে মূঢ় জন।
তারা নষ্ট, ঘৃণ্য কর্ম্মে ব্যস্ত অনুক্ষণ;
সৎকর্ম্ম কেহ নাহি করয়ে কখন।
২ জ্ঞানী, আর ঈশতত্ত্ব যারা চেষ্টা করে,
আছে কি না হেন লোক জানিবার তরে,
স্বর্গ হতে পরমেশ করেন দর্শন,
মনুষ্যসন্তান প্রতি ফিরান নয়ন।
৩ সকলে বিকারপ্রাপ্ত, বিপথেতে যায়;
কেহ নাহি সৎকর্ম্ম করে এ ধরায়।
৪ এ সব অধর্ম্মাচারি এত কি অজ্ঞান?
নাহিক কি ইহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান?
মম লোকে করে গ্রাস অন্নের মতন,
প্রভুরে ডাকিয়া কভু না করে প্রার্থন।
৫ ওই স্থানে ভয় তারা পাইল বিস্তর,
ধার্ম্মিক বংশের মধ্যে আছেন ঈশ্বর।
৬ দুঃখীজন-মন্ত্রণা কি তুচ্ছ বোধ হয়?
আছেন ঈশ্বর কিন্তু তাহার আশ্রয়।
৭ সিয়োন হইতে হোক ইস্রেলের ত্রাণ;
প্রজারে দাসত্ব হতে দিলে মুক্তিদান,
যাকোবের বংশ সবে হবে উল্লাসিত,
ইস্রেলের বংশ হবে অতি হৃষ্টচিত।

---

১৫ গীত।

১ কে তব আবাসে, প্রভো, করিবে প্রবাস?
তোমার পবিত্রাচলে করিবে কে বাস?
২ করে যেই ধর্ম্ম কর্ম্ম, যথার্থাচরণ,
মনের সহিত সত্য বলে যেই জন;

৩ জিহ্বাতে কাহারো যেই নাহি করে গ্লানি ;
পড়সীর পরীবাদ, মিত্রজনহানি ;
৪ দুষ্ট লোকে যেই জন করে তুচ্ছ জ্ঞান,
প্রভু ভীত জনে যেই করয়ে সম্মান ;
দিব্য করি, হইলেও ক্ষতি আপনার,
যে জন করে না কভু অন্যথা তাহার ;
৫ কুসীদের লোভে ঋণ না দেয় যে জন,
নির্দ্দোষ বিরুদ্ধে ঘুষ করে না গ্রহণ ;
যে জন করিয়া থাকে হেন আচরণ,
বিচলিত নাহি হবে সে জন কখন ।

১৬ গীত ।

১ রক্ষা কর, পরমেশ, মোরে রক্ষা কর,
তোমার শরণ আমি লয়েছি, ঈশ্বর ।
২ 'তুমি প্রভু,' মন ঈশে বলে বারবার,
তোমা বিনা নাহি কিছু মঙ্গল আমার ।
৩ যে সব পবিত্র লোক থাকে ধরাতলে,
সন্তোষের পাত্র তারা, আদরি সকলে ।
৪ উপহার দেয় যারা তুচ্ছ দেবতায়,
তাদের যাতনা, আর দুঃখ বৃদ্ধি পায় ;
শোণিতনৈবিদ্য আমি নাহি উৎসর্গিব,
ওষ্ঠাধরে তাহাদের নাম না লইব ।
৫ তুমি মম পানপাত্র, দায়াংশ আমার ;
করিতেছ স্থায়ী তুমি মম অধিকার ।
৬ পড়েছে সুন্দর স্থানে রজ্জু মম তরে,
মম অধিকার আহা, কি বা শোভা ধরে !
৭ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিব আপনি,
দেছেন মন্ত্রণা মোরে সেই গুণমণি ;

প্রবোধ প্রদানে মন হইলে রজনী।
৮ ঈশ্বরে সদাই করি সম্মুখে স্থাপিত ;
আছেন ডাহিনে, তাই হব না চলিত ।
৯ তাহার লাগিয়া হৃষ্ট হলো মম মন,
উল্লাসিত শ্রী আমার হলো সে কারণ;
প্রত্যাশিত তাই মম শরীর হইবে,
আশ্বাসেতে পূর্ণ হয়ে বিশ্রাম করিবে ।
১০ করিবে না পরলোকে ত্যাগ মম প্রাণ,
দেখিতে দিবে না সাধুজনে ক্ষয় স্থান ।
১১ জীবনের পথ মোরে করাবে দর্শন,
—রয়েছে আনন্দ যেই তোমার সদন,
যে অনন্ত সুখ নিজ দক্ষিণ ভাগেতে,—
করিবে তুমি হে তৃপ্ত আমাকে তাহাতে ।

---

১৭ গীত ।

১ যথার্থ বচন, প্রভো, করহ শ্রবণ,
অবধান কর তুমি আমার ক্রন্দন ;
নিষ্কপট ওষ্ঠাগত প্রার্থনা আমার,
প্রবেশ করুক ঈশ, কর্ণেতে তোমার ।
২ বিচার হউক মম তোমার সদন,
সরলতা চক্ষু তব করুক দর্শন ।
৩ করেছ পরীক্ষা তুমি রাত্রে মম মন,
নিশিযোগে করিয়াছ হৃদি অবেক্ষণ ;
তত্ত্ব করি কোন রূপ দোষ পাও নাই.
আমাকে বিশুদ্ধ, খাঁটি করিয়াছ তাই ;
মনেতে যেরূপ ভাব থাকে সর্ব্বক্ষণ,
প্রভিন্ন তাহাতে কভু নহেক বদন ।
৪ মনুষ্যের কার্য্য আমি বুঝি সমুদায়,

তব ওষ্ঠবিনির্গত বাক্যের দ্বারায়
বিনাশ করিতে যারা সদা যত্নবান,
হয়েছি তাদের পথ হতে সাবধান।
৫ স্থির রাখ মমগতি পথেতে আপন,
বিচলিত নাহি তবে হইবে চরণ।
৬ করিনু প্রার্থনা ডাকি তোমাকে, ঈশ্বর,
কেননা আমাকে তুমি প্রদান উত্তর ;
কৃপা করি, ওহে প্রভো, পাতিয়া শ্রবণ
আমার বচন সব করহ শ্রবণ।
৭ তোমার আশ্চর্য্য দয়া করহ প্রকাশ ;
কেননা হইতে তুমি বিপক্ষ সকাশ
করিয়া করুণা, নিজ ডানি হস্ত দিয়া,
আশ্রিত জনেরে, ঈশ, থাক উদ্ধারিয়া।
৮ নয়নের তারাসম করহ রক্ষণ,
পক্ষের ছায়াতে মোরে কর সঙ্গোপন।
৯ যেই সব দুষ্টগণ মোরে নষ্ট করে,
যেই সব শত্রু প্রাণ নাশিবার তরে
আমাকে, হে পরমেশ, করয়ে বেষ্টন,
তাদের হইতে মোরে করহ মোচন।
১০ তাহারা হয়েছে স্থূল আপন মেদেতে,
গর্ব্বের বচন বলে তাহারা মুখেতে।
১১ গমনপথেতে তারা আমাদিগে ঘেরে,
ভূমিতে হইয়া হেঁট দৃষ্টিপাত করে।
১২ তারা বিদারণাকাঙ্ক্ষি সিংহের মতন,
ঘাঁটিতে বসিয়া যুব কেশরী যেমন।
১৩ উঠ উঠ, পরমেশ, উঠহ সত্বর,
কোরে তারে প্রতিরোধ, অবনত কর ;
তব খড়্গসম দুষ্ট লোকগণ হতে

বাঁচাও আমার প্রাণ, জানি ভাল মতে।
১৪ তব মুষ্টিসম, প্রভো, যেই সব জন,
তাদের হইতে মোরে করহ রক্ষণ ;
সাংসারিক তারা সবে ; জীবিত দশায়
আপন আপন অংশ তারা সবে পায়,
করিলে উদর পূর্ণ নিজ গুপ্ত ধনে,
তৃপ্ত হয় তারা সবে সন্তান দর্শনে,
তারা সব নিজ২ শিশুরি কারণ
সম্পত্তি রাখিয়া যায়, রাখে বহু ধন।
১৫ আমি ধর্ম্মে তব মুখ দর্শন পাইব,
জাগিলে হেরিয়া মূর্ত্তি সন্তুষ্ট হইব।

---

১৮ গীত।

১ ওহে মমবলস্বরূপ ঈশ্বর,
প্রেম আমি তোমা করি নিরন্তর।
২ মম শৈল, গড়, রক্ষক আমার,
আমার ঈশ্বর, শরণ-আধার ;
মম ঢাল, উচ্চ দুর্গের সমান,
মম ত্রাণশৃঙ্গ তুমি, ভগবান।
৩ ডাকিয়া প্রভুকে কীর্ত্তনীয় বলি,
পেলাম নিস্তার হতে শত্রু বলী।
৪ মৃত্যুর যন্ত্রণে আমি পরিবীত,
পাপির বন্যাতে আমি আশঙ্কিত,
৫ আমি পাতালের যন্ত্রণে বেষ্টিত,
মৃত্যুর পাশেতে ছিলাম জড়িত।
৬ এ সঙ্কটকালে করিলে প্রার্থন,
ঈশ্বর উদ্দেশে করিলে ক্রন্দন ;
মন্দিরে থাকিয়া শুনিলেন রব,

শুনিলেন মম আর্ত্তনাদ সব।
৭ টলিল পৃথিবী, হইল কম্পিত,
পর্ব্বতের মূল হয়ে কম্পান্বিত
ভূধর সকল করে টল টল,
কেননা জ্বলেছে তাঁর ক্রোধানল।
৮ নাসারন্ধ্র হতে ধূম বাহিরিল,
মুখাগত অগ্নি সকলি গ্রাসিল;
তাঁহার নিক্ষিপ্ত অঙ্গার জ্বলিল।
৯ নামিলেন তিনি পাতিয়া গগনে,
অন্ধকার পথ হইল চরণে।
১০ উড্ডীন হলেন করূবে চড়িয়া,
বায়ুপক্ষ দ্বারা এলেন উড়িয়া।
১১ নিজ অন্তরাল করি অন্ধকারে
রাখেন জলদে তিনি চারি ধারে,
ঘেরে থাকে তাঁকে ঘন ঘনগণ,
সজল তিমির হলো আবরণ।
১২ ছিল যে তেজ সম্মুখে তাঁহার,
তাহা হতে হলো মেঘের সঞ্চার,
তাহে শিলাবৃষ্টি, জ্বলন্ত অঙ্গার।
১৩ আকাশে ঈশ্বর করেন গর্জ্জন,
সবার উপরে আছেন যে জন
শুনালেন তিনি রব আপনার,
তাহে শিলাবৃষ্টি জ্বলন্ত অঙ্গার।
১৪ আপনার বাণ পরিত্যাগ করি
বিক্ষিপ্ত করেন নিজ সব অরি,
বহুবজ্র তিনি করি প্রক্ষেপণ
করেন তাদিগে চিন্তাকুল মন।
১৫ তখন, হে প্রভো, তর্জ্জনে তোমার,

প্রশ্বাস বায়ুতে তব নাসিকার,
জলধর গর্ব্ব প্রকাশ পাইল,
পৃথিবীর মূল বাহির হইল।
১৬ ঊর্দ্ধ হতে হস্ত বিস্তার করিয়া
জল হতে মোরে নিলেন তুলিয়া।
১৭ বলবান অরি হইতে সকল
হইতে আমার ঘৃণাকারি দল
করেন আমাকে উদ্ধার প্রদান,
কেননা তাহারা বেশি শক্তিমান্।
১৮ ত্রাসদিনে এল সম্মুখে আমার,
হইলেন প্রভু যষ্টি ধরিবার।
১৯ আমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া,
আমাকে ঈশ্বর উদ্ধার করিয়া
আনিলেন তিনি মোরে বাহিরেতে,
আনেন আমারে প্রশস্ত স্থানেতে।
২০ ধর্ম্ম অনুসারে উপকার কোরে
উচিতানুযায়ি ফল দেন মোরে।
২১ চলিতাম যত্নে তাঁর পথোপরে,
করি নাই পাপ ছাড়িতে ঈশ্বরে।
২ তাঁহার শাসন ছিল সম্মুখেতে,
কাছ হতে বিধি ফেলিনি দূরেতে।
২৩ আছিলাম সাধু দৃষ্টিতে তাঁহার,
নাহি করিতাম আমি পাপাচার।
২৪ ধর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর তাহাতে
প্রদানিলা ফল আপন সাক্ষাতে,
শুচিতানুযায়ী, সেই দয়াবান
করিলেন ফল আমাকে প্রদান।
২৫ দয়াবান সনে দয়ার ব্যভার,

কর সাধু সনে যাথার্থ্যাচার।
২৬ পবিত্রের সনে পবিত্রাচরণ;
চতুরতা দেখে কুটিল যে জন।
২৭ দুঃখিজনে তুমি করহ নিস্তার,
অবনত কর ঊর্দ্ধদৃষ্টি যার।
২৮ করহ উজ্জ্বল প্রদীপ আমার,
আলোকিত কর মম অন্ধকার।
২৯ তব সহায়তা যদি আমি পাই,
সৈন্যদলমধ্যে নির্ভয়ে দৌড়াই;
ঈশের সাহায্যে হয়ে আমি বীর
উল্লঙ্ঘিতে পারি সুউচ্চ প্রাচীর।
৩০ ঈশ্বরের পথ যথার্থ নিশ্চয়;
পরীক্ষিত তাঁর বাক্য সমুদয়;
তাঁহার আশ্রিত যেই সব জন,
তাহাদের তিনি ঢালের মতন।
৩১ পরমেশ বিনা কে আছে ঈশ্বর?
ঈশ্বর ব্যতীত কে বা আছে ধর?
৩২ বলরূপ কটি বন্ধন দেছেন,
আমার পথ যথার্থ করেছেন।
৩৩ মৃগীপদ সম করেন চরণ,
উচ্চস্থানে মোরে করেন স্থাপন।
৩৪ আমার হস্তকে শিখান সমর,
তাম্রের ধনুকে চাড়া দিল কর।
৩৫ নিজ ত্রাণঢাল দিয়াছ আমায়,
ধরিলে দক্ষিণ হস্তের দ্বারায়,
তোমার নম্রতা আমাকে বাড়ায়।
৩৬ মমনীচে পাদ বিক্ষেপের স্থান
প্রশস্ত করিয়া থাক, দয়াবান,

জানি, ওহে প্রভো, তাহারি কারণ
হয় না স্খলিত আমার চরণ।
৩৭ শত্রুর পশ্চাতে হইয়া ধাবিত
সকলেরে আমি ধরিব নিশ্চিত,
তাহাদের সবে না করে্য নিধন
ফিরিয়া নাহিক আসিব কখন।
৩৮ তাঁদিগে এরূপ করিব চূর্ণিত,
উঠিতে পারিবে নাহি কদাচিত,
মম পদতলে হইবে পতিত।
৩৯ দিলে বলরূপ কটির বন্ধন,
যেন আমি পারি করিবারে রণ;
মম প্রতিরোধী শত্রু আছে যত,
করিলে আমার পদতলে নত।
৪০ করিলে বিমুখ মম শত্রুদলে,
তাহাতে সংহার করিনু সকলে।
৪১ আর্ত্তনাদ তারা সবাই করিল,
কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাহি ছিল;
পরমেশে তারা করিল আহ্বান,
নাহি করিলেন উত্তর প্রদান।
৪২ তাহাতে তাদিগে করিনু চূর্ণিত,
ধূলিরাশি যথা বায়ুতে চালিত;
পথোপরে স্থিত কর্দ্দমের প্রায়,
দূরেতে ফেলিয়া দিলাম সবায়।
৪৩ প্রজাদ্রোহ হতে মোরে উদ্ধারিবে,
বিজাতির কর্ত্তা আমাকে করিবে;
যে সব জাতিরে জানি না কখন,
হইবে সেবক সেই সব জন।
৪৪ আমার বচন যেমন শুনিবে,

সবে আজ্ঞাবৰ্ত্তী আমার হইবে ;
বিজাতিরা স্তুতি স্তবন করিবে।
৪৫ মোর লাগি সব বিজাতিসন্তান
হবে চিন্তাকুল, হবে সবে ম্লান ;
কাঁপিতে২ গুপ্ত স্থান হতে
আসিবে বাহিরে, জানি ভাল মতে।
৪৬ প্রভু নিত্যজীবী, ধন্য মম ধর,
হউন উন্নত ত্রাণের ঈশ্বর।
৪৭ করিলে, হে ঈশ, বৈরনির্য্যাতন,
মম বশে জাতি-গণেরে দমন ;
৪৮ শত্রুগণ হতে মোরে উদ্ধারিলে,
অরির উপরে উচ্চপদ দিলে ;
হইতে দুর্ব্বৃত্ত, দুরাচারগণ,
কৃপা করি মোরে করিলে মোচন।
৪৯ অতএব পর-জাতির গোচর
তব স্তব গান করিব, ঈশ্বর,
তোমার নামেতে করিব হে গান।
৫০ স্বকৃত রাজাকে দিয়া মহাত্রাণ,
নিজ অভিষিক্ত ব্যক্তির উপর,
—দায়ূদ ও তার বংশপরম্পর—
করিবে হে জানি, ঈশ সর্ব্বাধার,
যুগে যুগে তুমি দয়া-ব্যবহার।

---

১৯ গীত।

১ ঈশের প্রতাপ নভঃ করয়ে বর্ণন,
তাঁর হস্তকৃত কর্ম্ম প্রকাশে গগণ।
২ দিন করে দিনকাছে বচন নিঃসৃত,
রাত্রি করে রাত্রিকাছে জ্ঞান প্রচারিত।

৩ নাহিক তাদের বাক্য, ভাষা কিছু নাই,
তাহাদের রব কভু শুনিতে না পাই।
৪ তথাপি তাদের স্বর সমস্ত ধরায়,
তাদের বক্তৃতা ব্যাপ্ত পৃথিবীসীমায়।
প্রভু পরমেশ সেই গগণমধ্যেতে
রেখেছেন তাম্বু এক সূর্য্যের জন্যেতে।
৫ বরপ্রায় ঘর হতে বেরয় তপন,
বীরসম হৃষ্ট পথে করিতে ধাবন।
৬ গগণের প্রান্ত হতে যাত্রা আরম্ভিয়া
অন্য প্রান্তাবধি সে যে আইসে ঘুরিয়া;
আপন উত্তাপে ধরা করিলে তাপিত,
তার আগে কিছু নাহি থাকে লুক্কায়িত।
৭ ঈশ্বরের শাস্ত্র সিদ্ধ, জানিত নিশ্চয়,
তাহাতে প্রাণের স্বাস্থ্য করয়ে উদয়;
বিশ্বাস্য নিতান্ত তাঁর প্রমাণ বচন,
অজ্ঞানের জ্ঞান তাহা করে উৎপাদন।
৮ যথার্থ তাঁহার বিধি, আনন্দবর্দ্ধক;
নেত্রের নির্ম্মল আজ্ঞা দীপ্তিপ্রদায়ক।
৯ পবিত্র প্রভুর ভীতি, চিরকালস্থায়ী;
সকল শাসন সত্য, ন্যায়অনুযায়ী,
১০ হইতে সুবর্ণ, বহু তাপিত কাঞ্চন,
মম পক্ষে বাঞ্ছনীয় তোমার শাসন;
মধুচক্র-স্রব আর মিষ্ট মধু হতে
অনেক সুস্বাদু তাহা আমার পক্ষেতে।
১১ তা হতে সুশিক্ষা পায় দাস এই জন;
মহাফল হয় তাহা করিলে পালন।
১২ প্রমাদের কর্ম্ম সব কে বুঝিতে পারে?
গুপ্তদোষ-শুদ্ধ তুমি করহ আমারে।

১৩ দুঃসাহস হতে জাত অপরাধ যত,
সে সব হইতে দাসে করহ বিরত;
সেই সব অপরাধে দিও না, ঈশ্বর,
করিতে কর্ত্তৃত্ব কভু আমার উপর;
তাহা হলে যাথার্থিক হব, দয়াময়,
মহা পাপ হতে শুচি হইব নিশ্চয়।
১৪ ওহে প্রভো ত্রাণকর্ত্তা, ওহে মম ধর,
মুখের বচন, চিত্ত-ধ্যান গ্রাহ্য কর।

---

২০ গীত।

১ তোমাকে সে পরমেশ প্রভু দয়াময়
করুন উত্তর দান সঙ্কটসময়,
যাকোবের ঈশ্বরের মহামান্য নাম
করুক উন্নত তোমা, মম মনস্কাম।
২ পূতস্থান হতে দিন সাহায্য পাঠিয়া,
সুস্থির রাখুন তোমা সিয়োনে থাকিয়া;
৩ তোমার নৈবেদ্য সব করুন স্মরণ,
তব হোমবলি তিনি করুন গ্রহণ।
৪ করুন বাসনা তব পূর্ণ সর্ব্বাধার,
সমস্ত মন্ত্রণা সিদ্ধ হউক তোমার।
৫ মোরা তব পরিত্রাণে উল্লাস করিব,
ঈশ্বরের নামে মোরা ধ্বজা উঠাইব;
তোমার প্রার্থনা সব, যাচ্ঞা তোমার,
করুন ঈশ্বর সিদ্ধ, বাসনা আমার।
৬ হইলাম জ্ঞাত আমি, জানিনু এখন,
অভিষিক্ত জনে ঈশ করেন তারণ;
দক্ষিণ হস্তের ত্রাণ-শক্তির দ্বারায়
পূত স্বর্গ হতে দেন উত্তর তাঁহায়।

৭ কেহ রথ-শ্লাঘা করে, কেহ বা অশ্বের,
মোরা কিন্তু করি শ্লাঘা প্রভুর নামের।
৮ অবনত হয়ে তারা হয়েছে পতিত,
আমরা দাঁড়ায়ে আছি হইয়া উত্থিত।
৯ নৃপতিরে পরিত্রাণ করুন ঈশ্বর;
যে দিনে আমরা ডাকি, দিউন উত্তর।

---

২১ গীত।

১ তব বলে, ঈশ, রাজা হন আনন্দিত,
তবকৃত পরিত্রাণে বড় উল্লাসিত।
২ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তুমি করেছ তাঁহার,
ওষ্ঠের প্রার্থনা কর নাহি অস্বীকার।
৩ তাঁহাকে করেছ দান নানা শুভ বর,
স্বর্ণের মুকুট দেছ তাঁর শিরোপর।
৪ তোমার নিকটে তিনি যাচিলেন প্রাণ;
করিলে হে দীর্ঘস্থায়ী নিত্য আয়ুঃ দান।
৫ তব কৃত ত্রাণে তাঁর পরম গৌরব;
দিয়াছ মহিমা তাঁরে, আদর, বিভব।
৬ নিত্য আশীষের পাত্র করেছ তাঁহায়,
করিয়াছ পুলকিত মুখের শোভায়।
৭ নির্ভর করেন রাজা প্রভুর উপরে,
না হবেন বিচলিত তাঁর কৃপাবরে।
৮ তব হস্ত তব সব শত্রুকে ধরিবে,
বৈরিগণে ডানি হস্ত ধরিয়া লইবে।
৯ তুমি নিজ দৃক্পাত করিবে যখন,
অগ্নিচুল্লি সম তারা হইবে তখন;
ক্রোধে প্রভু তাহাদিগে করিবেন গ্রাস,
করিবেক তাহাদিগে ভক্ষণ হুতাশ।

১০ পৃথিবী হইতে ফল তাদের নাশিবে,
তাহাদের বংশ তুমি উচ্ছিন্ন করিবে।
১১ তাহারা হিংসার লক্ষ্য তোমাকে করিল ;
কুমন্ত্রণা করে্য কৃত-কার্য্য না হইল।
১২ বিমুখ করিবে তুমি সেই সব জনে,
করিবে সন্ধান শর তাদের বদনে।
১৩ নিজ বলে প্রতিষ্ঠিত হও, সনাতন ;
সঙ্গীতে তোমার শক্তি করিব কীর্ত্তন।

---

২২ গীত।

১ মম ঈশ, মম ঈশ, বল কি কারণ
করিয়াছ পরিত্যাগ আমাকে এখন ?
হইতে আমার রক্ষা, মম আর্ত্তস্বর,
কেন থাক দূরে বল, বল হে ঈশ্বর ?
২ উত্তর না পাই দিনে করিয়া আহ্বান,
রাত্রিতেও ডাকি, তবু ব্যাকুলিত প্রাণ।
৩ তথাপি পবিত্র তুমি, জানে মম মন,
ইস্রেলের স্তবগান তব সিংহাসন।
৪ করিতেন পিতৃলোক বিশ্বাস তোমাতে ;
উদ্ধার করিতে তুমি তাঁদিগে তাহাতে।
৫ কাঁদিয়া তোমার কাছে হতেন রক্ষিত,
তোমাতে বিশ্বাসি নাহি হতেন লজ্জিত।
৬ নরমধ্যে গণ্য নহি, আমি কীট মাত্র ;
লোক-নিন্দাস্পদ, প্রজা-অবজ্ঞার পাত্র।
৭ বিদ্রূপ করয়ে লোকে আমাকে দেখিয়া,
কহে ওষ্ঠ বক্র করি, মস্তক নাড়িয়া,
৮ প্রভুতে রাখুক সেই আপনার ভার,
তাহাতে তাহাকে তিনি করুন উদ্ধার ;

তাহাতে আছেন প্রীত তিনি সর্ব্বক্ষণ,
অতএব তাকে তিনি করুন রক্ষণ।
৯ উদ্ধারিলে মাতৃগর্ভে ছিনু যে সময়;
মাতৃস্তন পান কালে হইলে আশ্রয়।
১০ যবে থেকে হইয়াছি গর্ভ-নিঃসরিত,
তবে থেকে তোমাতেই আমি সমর্পিত;
যদবধি ধরে মোরে জননী-জঠর,
তদবধি আছ তুমি আমার ঈশ্বর।
১১ হয়ো না দূরস্থ, থাক আমার নিকট;
নাহিক সহায় কেহ, আসন্নসঙ্কট।
১২ আমাকে অনেক বৃষে করয়ে বেষ্টন,
ঘেরে মোরে বাশনের বলী বৃষগণ।
১৩ মম প্রতি করে তারা বদন ব্যাদান,
গর্জ্জিতেছে বিদারক সিংহের সমান।
১৪ পতিত হয়েছি আমি ঠিক যেন জল,
বিচ্ছিন্ন হয়েছে অস্থি আমার সকল;
মোমের সদৃশ হয়ে আমার হৃদয়
হইয়াছে অন্ত্র মধ্যে দেখ দ্রবময়।
১৫ বল হইয়াছে শুষ্ক খোলার মতন,
তালু-লগ্ন মম জিহ্বা হয়েছে এখন,
মৃত্যুর ধুলিতে কর মোরে নিপাতন।
১৬ কুক্কুরেরা ঘেরে, বেড়ে আমাকে দুর্জ্জনে;
বেঁধে মম হস্ত পাদ সেই সব জনে।
১৭ পারি আমি অস্থি সব করিতে গণন;
মম প্রতি চাহি ওরা করে দরশন।
১৮ সেই সব লোকে মম বস্ত্র ভাগ করে,
গুলিবাঁট করে মম উত্তরীয় তরে।
১৯ অতএব দূরে তুমি থেক না, ঈশ্বর;

সাহায্য করিতে, মম বল, ত্বরা কর।
২০ খড়্গা হতে মম প্রাণ রক্ষহে ত্বরায়,
কুক্কুর হইতে রক্ষ অনাথ আত্মায়।
২১ সিংহমুখ হতে কর নিস্তার আমারে,
গবয়ের শৃঙ্গ হতে উত্তরিলা মোরে।
২২ ভ্রাতৃগণ কাছে তব নাম প্রচারিব,
সমাজের মধ্যে তব প্রশংসা করিব।
২৩ প্রভুর প্রশংসা কর, ভয়কারি নর;
যাকোবের বংশ, কর তাঁর সমাদর;
সমস্ত ইস্রেল বংশ, হয়ে ভক্তিমান,
করহ সম্ভ্রম তাঁর, করহ সম্মান।
২৪ কেননা দুঃখির দুঃখ, সেই সর্ব্বাধার
করেন না তুচ্ছনীয়, উপেক্ষা, ন্যক্কার;
তাহা হতে তিনি নাহি ঢাকেন বদন,
তাঁহাকে ডাকিলে তিনি করেন শ্রবণ।
২৫ মহা সমাজের মাঝে তুমিই আমার
প্রশংসার ভূমি হবে, ঈশ সর্ব্বাধার;
আমি তব ভয়কারি-লোকের গোচর
করিব মানত পূর্ণ সকলি, ঈশ্বর।
২৬ নম্রলোকে তৃপ্ত হবে করিয়া ভোজন,
প্রশংসিবে যারা করে প্রভু-অন্বেষণ;
হউক অনন্তজীবী তোমাদের মন।
২৭ ধরাপ্রান্তস্থিত সবে স্মরণ করিয়া
পরমেশ প্রতি পুনঃ আসিবে ফিরিয়া;
বিজাতীয় গোষ্ঠী সবে তোমার সদন
করিবে হে প্রণিপাত, করিবে ভজন।
২৮ রাজত্ব প্রভুর, রাজ্য তাঁহার নিশ্চয়;
বিজাতি-শাসনকর্ত্তা সেই দয়াময়।

২৯ পৃথিবীস্থ পুষ্ট লোক করিয়া আহার
করিবেক প্রণিপাত সাক্ষাতে তাঁহার ;
উদ্যত যে সব লোক ধূলিতে নামিতে,
অসমর্থ নিজ২ প্রাণ বাঁচাইতে,
যেই সব জনে পর-মেশের সাক্ষাত,
ভক্তিভাবে করিবেক সবে জানুপাত।
৩০ এক বংশ ঈশ্বরের শুশ্রূষা করিবে,
প্রভুর বলিয়া সদা গণিত হইবে।
৩১ সেই সব লোকে হেথা করি আগমন
ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা করিবে জ্ঞাপন,
ভাবি লোকে কবে, কার্য্য হয়েছে সাধন।

---

২৩ গীত।

১ ঈশ্বর আমার পালক সদাই,
কিছু অসুসার হবেনাক তাই।
২ তৃণ বিভূষিত চরাণী উপর
আমাকে শয়ন করান ঈশ্বর,
মন্দ২বাহি জল-ধারে২
দয়া করি ঈশ চালান আমারে।
৩ ফিরান সে জন আমার এ প্রাণ,
নিজনামগুণে সেই দয়াবান
ধর্ম্মমার্গে মোরে গমন করান।
৪ যবে মৃত্যুচ্ছায়া-উপত্যকা দিয়া
আমি, ওহে ঈশ, যাইব চলিয়া,
অমঙ্গল নাহি আশঙ্কা করিব,
কেননা তোমাকে সঙ্গেতে হেরিব,
তব যষ্টি আর পাঁচনী তোমার
সান্ত্বনাদায়ক হইবে আমার।

৫ তুমি মম বৈরি-গণের কাছেতে
সাজাইবে মেজ মম সম্মুখেতে ;
করিয়াছি শির স্নিগ্ধ তৈল দিয়া ;
পানপাত্র মম পড়ে উথলিয়া।
৬ মঙ্গল, করুণা, যাবত জীবন
মম অনুচর হবে সর্ব্বক্ষণ,
আমি ঈশ্বরের গৃহের ভিতরে
বসতি করিব চির দিন তরে।

---

২৪ গীত।

১ পৃথিবী প্রভুর, তার বস্তু সমুদয় ;
ভূমণ্ডল, আর তার নিবাসীনিচয়।
২ রেখেছেন তিনি তাহা সমুদ্র উপরে,
নদী' পরে রেখেছেন তাহা দৃঢ় করে।
৩ কে করিবে ঈশ্বরের শৈলে আরোহণ ?
দাঁড়াইবে তাঁর ধর্ম্ম-ধামে কোন্ জন ?
পরিষ্কার হস্ত যার, বিমল অন্তর ;
রাখে না যে অভিলাষ অলীক-উপর,
প্রবঞ্চনা-সহকারে দিব্য যেই জন
নাহিক করয়ে কভু কিছুরি কারণ ;
৫ ঈশ হতে আশীর্ব্বাদ পাবে সেই নর,
ধার্ম্মিকতা পাবে হতে ত্রাণের ঈশ্বর।
৬ এই বংশ করে সেই ঈশে অন্বেষণ,
ইহারা যাকোব, চায় দেখিতে বদন।
৭ পুরদ্বার সব, কর শির উত্তোলন ;
অনন্ত কপাট সব, উঠহ এখন ;
করিবা প্রবেশ তাতে প্রতাপ রাজন্।

৮ সেই প্রতাপের রাজা কোন্ মহাজন ?
পরাক্রান্ত প্রভু, বীর করিবারে রণ।
৯ পুরদ্বার সব, কর শির উত্তোলন ;
অনন্ত কবাট সব, উঠহ এখন ;
করিবা প্রবেশ তাতে প্রতাপ রাজন্।
১০ সেই প্রতাপের রাজা কোন্ মহাজন ?
বাহিনীগণের প্রভু, প্রতাপরাজন।

---

২৫ গীত।

১ তব প্রতি প্রাণ, প্রভো, করি উত্তোলন।
২ লয়েছি, হে মম ঈশ, তোমারি শরণ,
হইতে দিও না, প্রভো, আমারে লজ্জিত,
মমোপরে শত্রু নাহি হোক্ উল্লাসিত।
৩ তোমার অপেক্ষা করে যেই সব জন,
নাহিক লজ্জিত তারা হইবে কখন ;
অকারণে প্রবঞ্চনা যেই সবে করে,
লজ্জিত হইবে বড় সেই সব নরে।
৪ তব সব পথ, প্রভো, কর অবগত,
বুঝাইয়া দেহ মোরে তব মার্গ যত।
৫ তব সত্য পথে মোরে গমন করাও,
দয়া করি, পরমেশ, মোরে শিক্ষা দাও ;
ত্রাণকর্ত্তা ঈশ, প্রভো, তুমিই আমার,
সারাদিন করি আমি অপেক্ষা তোমার।
৬ তোমার করুণা, দয়া, করহ স্মরণ,
কেননা, হে ঈশ, তাহা আছে চিরন্তন।
৭ যৌবনাবস্থার পাপ, অধর্ম্মনিচয়,
করো না স্মরণ তুমি, ওহে দয়াময় ;

আপন মঙ্গলভাব, দয়া-অনুসারে,
করহে করহে প্রভো, স্মরণ আমারে।
৮ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ, সরল, সজ্জন,
পাপিরে গন্তব্যপথ করান দর্শন।
৯ নম্রগণে ন্যায়পথে করান গমন,
আপনার পথ শিক্ষা দেন সেই জন।
১০ তাঁহার নিয়ম আর প্রমাণ বচন
যেই সব লোক সদা করয়ে পালন,
তাহাদের পক্ষে মার্গ প্রভুর সকল
করুণা সত্যতা সম, নিতান্ত সরল।
১১ নিজ নামগুণে পাপ ক্ষম, দয়াময়,
কেননা মহত তাহা জানিত নিশ্চয়।
১২ প্রভুভয়কারি লোক কে আছে সংসারে ?
নিজ বরণীয় পথ দেখাবেন তারে।
১৩ কুশলে তাহার প্রাণ বসতি করিবে,
দেশ-অধিকারী বংশ তাহার হইবে।
১৪ প্রভুর রহস্য তাঁর ভক্ত-অধিকার,
প্রদানে তাদিগে জ্ঞান নিয়ম তাঁহার ;
১৫ প্রভমুখ চাহে সদা আমার নয়ন,
উদ্ধারিবা জাল হতে তিনিই চরণ।
১৬ মমপ্রতি ফিরি কৃপা কর, সনাতন,
অনাথ আমি, হে নাথ, দুঃখী, অভাজন।
১৭ বাড়িয়াছে মনোদুঃখ মম, সর্ব্বাধার,
মম কষ্ট হতে মোরে করহ নিস্তার।
১৮ দুঃখ, আয়াসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
মম অপরাধ সব ক্ষমহ, ঈশ্বর।
১৯ দেখ শত্রুগণে, তারা হয়েছে অনেক,
দারুণ দ্বেষেতে করে দ্বেষ অতিরেক।

২০ রক্ষ মম প্রাণ, মোরে করহ উদ্ধার,
দিও না লজ্জিত হতে মোরে কৃপাধার,
কেননা শরণ আমি লয়েছি তোমার।
২১ শুদ্ধতা, সারল্য, মোরে করুক রক্ষণ,
করিতেছি আমি, ঈশ, তব প্রতিক্ষণ।
২২ ইস্রায়েলে, নিবেদন করি হে ঈশ্বর,
সমস্ত সঙ্কট হতে মুক্তি দান কর।

---

২৬ গীত।

১ আমার বিচার তুমি করহ ঈশ্বর,
নিজ শুদ্ধতায় আমি চলি নিরন্তর;
বিশ্বাস ঈশ্বরোপরে করি প্রস্থাপিত,
না হব চঞ্চল, নাহি হব বিচলিত।
২ পরীক্ষা করিয়া কর প্রমাণ গ্রহণ,
পরিষ্কার কর মম চিত্ত আর মন।
৩ তোমার করুণা মম নয়নগোচর;
চলি আমি তব সত্য পথের উপর;
৪ নাহি থাকি থাকে যথা প্রবঞ্চকগণে,
যাতায়াত নাহি করি ছদ্মবেশিসনে।
৫ দুষ্টের সমাজ ঘৃণা করি অতিশয়,
নাহি বসি কভু যথা দুষ্টজন রয়।
৬ শুদ্ধতা-সলিলে হস্ত করি প্রক্ষালন,
তব যজ্ঞবেদি আমি করিব বেষ্টন;
৭ যত্ন পাব স্তবগান শুনাতে তোমার,
তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতে প্রচার।
৮ ভালবাসি কর তুমি যেই গৃহে বাস,
ভালবাসি আমি তব প্রতাপ নিবাস।
৯ পাপিদের সনে প্রাণ করো না সংহার,

রক্তপাতিসনে বধ জীবন আমার।
১০ কুকর্ম্ম তাদের হস্তে থাকে নিয়মিত,
তাদের দক্ষিণ হস্ত উৎকোচে পূণিত।
১১ চলিব যথার্থ্যে কিন্তু আমি নিরন্তর,
মুক্ত কর মোরে, মম প্রতি কৃপাকর।
১২ চরণ সরল স্থানে আছে দাঁড়াইয়া;
প্রশংসা করিব তব মণ্ডলীতে গিয়া।

---

২৭ গীত।

১ পরমেশ মম জ্যোতি, মম পরিত্রাণ,
কাহা হতে ভীত তবে হবে মম প্রাণ?
পরমেশ হন মম জীবনের বল,
কাহা হতে ত্রাস যুক্ত হব আমি বল?
২ দুরাচারিগণ মম নিকটে যখন
আইল আমার মাংস করিতে ভক্ষণ,
আমার বিপক্ষ আর ঘৃণাকারিদলে,
পতিত উছোট খেয়ে হইল সকলে।
৩ বিরুদ্ধে করিলে সৈন্য শিবির স্থাপিত,
তথাপিও মম মন হবে না শঙ্কিত;
আমার বিরুদ্ধে কভু হইলে সমর,
করিব সাহস তাতে, হবে নাক ডর।
৪ প্রভুকাছে এক বর করেছি প্রার্থন,
করিব তাঁহারি চেষ্টা আমি অনুক্ষণ;
তাঁর বাসে যেন থাকি যাবৎ জীবন,
হেরি তাঁর শোভা, করি গৃহে আলোচন।
৫ কেননা বিপদ কালে মোরে সে ঈশ্বর
লুকাইয়া রাখিবেন কুটীরভিতর,

তাম্বুর আড়ালে করি-বেন লুক্কায়িত ;
করিবেন শৈলোপরে মোরে প্রতিষ্ঠিত।
৬ এখনও চতুর্দ্দিগে আছে অরি যত,
তাদের অপেক্ষা মম মস্তক উন্নত ;
তাঁহার তাম্বুতে হর্ষ-বলি উৎসর্গিব,
প্রভুর উদ্দেশে গান, সঙ্গীত করিব।
৭ উচ্চ রবে ডাকি আমি, শুনহ ঈশ্বর,
কৃপা করি দাও তুমি আমারে উত্তর।
৮ "তোমরা আমার মুখ কর অন্বেষণ,"
এই কথা পুনঃ২ বলে মম মন ;
করিব হে অন্বেষণ তোমার বদন।
৯ আমা হতে মুখ নাহি করো আচ্ছাদিত,
দাসেরে করো না দূর হইয়া কুপিত ;
মম সহকারী তুমি, ত্রাণের কারণ,
ত্যজ না, ছেড় না মোরে, করো না বর্জ্জন।
১০ যদি ত্যাগ করে মোরে জনক জননী,
করিবেন গ্রাহ্য তবু সেই গুণমণি।
১১ তব পথ, প্রভো, মোরে করাও দর্শন,
বৈরিতরে সোজা পথে করাও গমন।
১২ তব কাছে তব দাস এই ভিক্ষা চায়,
করো না শত্রুর হস্তে অর্পিত তাহায় ;
কেননা দৌরাত্ম্যশ্বাসী, মিথ্যাসাক্ষিগণ,
উঠিয়াছে সবে মম বিরুদ্ধে এখন।
১৩ জীবিত লোকের আমি দেশের মধ্যেতে
প্রভুর মঙ্গল ভাব দেখিব চক্ষেতে,
এমত বিশ্বাস যদি মনে না থাকিত,
কি হতো আমার দশা, আহা কি হইত !
১৪ ঈশ্বরের অপেক্ষাতে তুমি সদা রহ ;

সবল হউক মন, সাহস করহ ;
ঈশ্বরেরি অপেক্ষাতে তুমি সদা রহ ।

২৮ গীত ।

১ তোমার উদ্দেশে করি আহ্বান, ঈশ্বর,
মম প্রতি মৌনী নাহি হয়ো, মম ধর ;
পাছে তুমি যদি মৌনী হও মমপ্রতি,
হই গর্ত্তে অবরোহি লোকেরা যেমতি ।
২ তোমার নিকটে যবে করি আর্ত্তস্বর,
তব ধর্ম্মধামদিগে উঠাই এ কর,
আমার বিনতি-রব শুনহ ঈশ্বর ।
৩ দুর্জ্জন অধর্ম্মচারি লোকের সঙ্গেতে
টানিয়া লয়ো না মোরে একই জালেতে ;
শান্তি-কথা বলে তারা প্রতিবাসিসনে,
থাকে কিন্তু হিংসাভাব তাহাদের মনে ।
৪ তাদের চরিত্র, ক্রিয়া-দুষ্টতানুসারে
প্রতিফল, পরমেশ, দাও হে সবারে ;
দাও হস্তকৃত-কর্ম্মঅনুরূপ ফল,
তাহাদের প্রতি ক্ষতি বর্ত্তাও সকল ।
৫ ঈশ্বরের ক্রিয়া সব সেই সব নরে
তাঁর হস্ত-কর্ম্ম নাহি বিবেচনা করে ;
করিবেন পরমেশ তাদিগে ভঞ্জন,
গাঁথিবেন নাহি আর সে সব কথন ।
৬ ঈশ্বর হউন ধন্য, ধন্য সে ঈশ্বর,
শুনিলেন এজনার বিনতির স্বর ।
৭ ঈশ্বর আমার বল, ফলক আমার,
নির্ভর করিয়া তাঁতে পেনু উপকার ;
এই জন্য মম মন হলো উল্লাসিত,

করিব তাঁহার স্তব গাইয়া সঙ্গীত।
৮ আপন লোকের বল প্রভু দয়াময়,
নিজ অভিষিক্তপক্ষে ত্রাণের আশ্রয়।
৯ আপন প্রজারে রক্ষা করহ, ঈশ্বর,
নিজ অধিকারিজনে আশীর্ব্বাদ কর ;
তাহাদিগে, পরমেশ, করহ পালিত,
যুগানুক্রমেতে কর উচ্চপদান্বিত।

---

২৯ গীত।

১ প্রভুর কীর্ত্তন কর শূরস্নুতগণ,
কর তাঁর পরাক্রম, প্রতাপ কীর্ত্তন।
২ তাঁহার নামের কর প্রতাপ প্রচার,
পবিত্র শোভাতে কর ভজনা তাঁহার।
৩ জলোপরে রব তাঁর ; প্রতাপঈশ্বর
করেন গর্জ্জন ; তিনি জলরাশিপর।
৪ শকতিবিশিষ্ট সেই ঈশ্বরের রব ;
মহিমাপূর্ণিত, পূর্ণ আদর, গৌরব।
৫ ভাঙ্গিছে এরস বৃক্ষ রব ভয়ঙ্কর ;
লিবানোনোপরে তাহা ভাঙ্গেন ঈশ্বর।
৬ করান তাদিগে নৃত্য গোবৎসের প্রায়,
গোবৎসসদৃশ তারা সকলে লাফায় ;
লিবানোনে শিরিয়োনে সেই মহাজন
নাচালেন গবয়ের শাবকমতন।
৭ তাঁর রব অগ্নি শিখা বিকীরণ করে।
৮ করিতেছে কম্পবান সে রব প্রান্তরে ;
কাদেশের প্রান্তরকে সে মহা ঈশ্বর
করিছেন কম্পবান, কাঁদিছে প্রান্তর।
৯ তাঁর রব হরিণীকে করায় প্রসব,

করিতেছে পত্রহীন রব বন সব ;
তাঁহার প্রাসাদে, শুনি তাঁর ঘোর রবে,
প্রতাপ প্রতাপ বলি ডাকিতেছে সবে।
১০ জলপ্লাবনেতে ঈশ ছিলেন বসিয়া ;
আছেন বসিয়া নিত্য রাজন হইয়া।
১১ করিবেন প্রজাগণে ঈশ বল দান ;
শান্তিযুক্ত আশীর্ব্বাদ সবারে প্রদান।

---

৩০ গীত।

১ করি, পরমেশ, আমি প্রশংসা তোমার,
তুলিয়া আমারে তুমি করিলে উদ্ধার,
মম শত্রুগণে তুমি আমার উপর
আনন্দ করিতে নাহি দিলে, হে ঈশ্বর।
২ করিলে তোমার কাছে আমি আর্ত্তস্বর
করিলে আমাকে সুস্থ তুমি, দয়াকর।
৩ করিলে পাতাল হতে প্রাণ উত্তোলন,
গর্ত্তে অবরোহী হতে বাঁচালে জীবন।
৪ প্রভুসাধুগণ, কর তাঁর সঙ্কীর্ত্তন,
কর স্তব পবিত্রতা করিয়া স্মরণ।
৫ কেননা তাঁহার ক্রোধ থাকে অল্পক্ষণ,
তাঁহার কৃপায় হয় সফল জীবন ;
রোদন আসয়ে দেখ সন্ধ্যার সময়,
প্রভাতে সকল পুনঃ প্রফুল্লতাময়।
৬ যখন শান্তিতে পূর্ণ ছিল মম মন,
বলেছিনু, 'বিচলিত না হব কখন।'
৭ অনুগ্রহে মম গিরি দৃঢ় করেছিলে,
বিহ্বল হইনু যবে মুখ লুকাইলে।
৮ তোমার উদ্দেশে আমি করি সম্বোধন,

প্রভুরি নিকটে আমি করি নিবেদন।
৯ যখন পড়িব আমি গহ্বরভিতর,
রক্তেতে কি লাভ তবে হবে, হে ঈশ্বর?
ধূলি কি হে স্তবগান করিবে তোমার?
তোমার সত্যতা, ঈশ, করিবে প্রচার?
১০ অবধান করি, প্রভো, মোরে কৃপা কর;
মম সহকারী তুমি হও, হে ঈশ্বর।
১১ আমার বিলাপে, ঈশ, করিলে নর্ত্তন,
খুলি চট, হর্ষে কটি করিলে বন্ধন।
১২ এই জন্য শ্রী আমার মৌনী না থাকিবে,
সঙ্গীতের দ্বারা তব কীর্ত্তন করিবে;
ওহে প্রভু পরমেশ, সবার আধার,
চিরকাল স্তবগান করিব তোমার।

---

৩১ গীত।

১ লইয়াছি, পরমেশ, তোমার শরণ,
লজ্জিত হইতে মোরে দিও না কখন;
নিজ ধর্ম্মগুণে মোরে করহ রক্ষণ।
২ মম বাক্যে কর্ণপাত করহ ঈশ্বর,
উদ্ধার করিতে মোরে হও হে সত্বর;
হও হে আশ্রয়ধর আমারে রক্ষিতে,
দুর্গরূপ গৃহ হও পরিত্রাণ দিতে।
৩ তুমিই আমার শৈল, দুর্গের মতন,
নিজ নাম তরে মোরে করাও গমন।
৪ মম তরে পেতেছে যে জাল লোকচয়,
উদ্ধার তা হতে, মম সুদৃঢ় আশ্রয়।
৫ তব হস্তে মম আত্মা করি সমর্পণ;
করেছ আমারে মুক্ত তুমি, সনাতন।

৬ অলীক, অসার, মানে যেই সব নর,
তাহাদিগে করি ঘৃণা ; ঈশ্বরে নির্ভর।
৭ তোমার কৃপায় হব অতি হৃষ্টচিত,
আনন্দ করিব আমি হয়ে উল্লাসিত ;
কেননা আমার দুঃখ করেছ দর্শন,
দুর্দ্দশাতে মম প্রাণ তত্ত্বাবধারণ।
৮ শত্রুহস্তে মোরে বদ্ধ নাহিক করিয়া
দিয়াছ প্রশস্ত ভূমে চরণ রাখিয়া।
৯ পড়েছি বিপদে, ঈশ, মোরে কৃপা কর
মনস্তাপে শীর্ণ প্রাণ, নয়ন, উদর।
শ্রান্তিতে কাটিয়া গেল আমার জীবন,
১০ দীর্ঘশ্বাসে হয় মম বয়স যাপন ;
ব্যাহত হইল শক্তি অপরাধ তরে,
মম অস্থি সব শীর্ণ হলো কলেবরে।
১১ বৈরীতরে হইয়াছি আমি নিন্দাস্পদ,
প্রতিবাসিদের বোঝা, হয়েছি আপদ ;
ভয় পায় হেরে মোরে পরিচিত নরে,
দেখে মোরে পথে লোকে পলায়ন করে।
১২ বিস্মৃত হয়েছি আমি মৃতের মতন,
নষ্টকল্প পাত্রসম হয়েছি এখন।
১৩ অনেকের মুখে শুনি আমার নিন্দন,
চারিদিকে ভ আমি করি দরশন ;
করিছে মন্ত্রণা তারা বিরুদ্ধে আমার,
করেছে সঙ্কল্প প্রাণ করিতে সংহার।
১৪ যাহা হোক, তবোপরে করি হে নির্ভর ;
কহিতেছি আমি, 'তুমি আমার ঈশ্বর।'
১৫ তব হস্তগত সব সময় আমার ;
হইতে তাড়ক, শত্রু, করহ উদ্ধার।

১৬ দাসপ্রতি হও, প্রভো, প্রসন্নবদন,
আপন কৃপায় ত্রাণ কর, সনাতন ।
১৭ আমারে লজ্জিত হতে দিও না কখন,
তোমারে ডাকিয়া আমি করিনু প্রার্থন ;
হউক লজ্জিত, প্রভো, দুরাচার সব,
পাতালে থাকুক তারা হইয়া নীরব ।
১৮ ধার্ম্মিক বিরুদ্ধে যারা করে অহঙ্কার,
তুচ্ছ জ্ঞানে দর্প কথা বলে বারবার,
ওহে ঈশ, মিথ্যাবাদি হেন ওষ্ঠাধর
সকলি হউক মূক, হউক সত্বর ।
১৯ আছয়ে সঞ্চিত যাহা ভয়কারিতরে,
ওহে ঈশ, যাহা নরসুতের গোচরে
শরণাপন্নের জন্য করেছ সাধন,
তোমার মঙ্গল সেই মহত কেমন !
২০ লোক-কুমন্ত্রণা হতে সেই সব জনে
শ্রীমুখের অন্তরালে লুকায়ে যতনে,
জিহ্বার বিরোধ হতে তুমি সে সবারে
করিবে হে সঙ্গোপন কুটীরমাঝারে ।
২১ ধন্য প্রভো, মম প্রতি সুদৃঢ় নগরে
করেন আশ্চর্য্য দয়া সবার গোচরে ।
২২ তোমার নয়ন হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছি,
মনের অধৈর্য্য আমি এ কথা বলেছি ;
করিলে উদ্দেশে তব কিন্তু আর্ত্তস্বর,
আমার মিনতি রব শুনিলে ঈশ্বর ।
২৩ ওহে ঈশ্বরের সব সাধু নরগণ,
তাঁহাকে করহ প্রেম দিয়া সর্ব্বমন ;
করেন ঈশ্বর রক্ষা বিশ্বস্ত জনেরে,
বহু প্রতিফল দেন গর্ব্বাচারি নরে ।

২৪ প্রভুর অপেক্ষাকারি মনুষ্য সকল,
করহ সাহস, মন হউক সবল।

---

৩২ গীত।

১ ধন্য সে, হয়েছে যার অধর্ম্ম মোচিত,
ধন্য সে, হয়েছে যার পাপ আচ্ছাদিত।
২ যার দোষ প্রভু নাহি করেন গণন,
প্রবঞ্চনা নাহি যাতে, ধন্য সেই জন।
৩ মৌনি ছিনু যতদিন, মম অস্থিচয়
সারাদিন আর্ত্তনাদে হতেছিল ক্ষয়।
৪ তব হস্ত মমোপরে সদা ভারী ছিল,
মম রস গ্রীষ্মতাপে বিশুষ্ক হইল।
৫ পরে তব কাছে পাপ করিনু স্বীকার,
বলিলাম দোষ গুপ্ত নাহি করে আর,
"করিব স্বীকার পাপ ঈশ্বরসদন;"
তাই পাপ, অপরাধ, করিলে মোচন।
৬ তাই সাধু যবে তব সাক্ষাৎ পাইবে,
তোমার নিকটে, ঈশ, প্রার্থনা করিবে;
রাশি২ জল যদি হয় আপ্লাবন,
তার কাছে নাহি তবু আসিবে কখন।
৭ ওহে ঈশ, অন্তরাল তুমিই আমার,
সঙ্কট হইতে মোরে করিবে উদ্ধার;
আমাকে, হে পরমেশ, করিতে রক্ষিত
আনন্দ সঙ্গীতে মোরে করিবে বেষ্টিত।
৮ দিব জ্ঞান, গম্য পথ তোমা দেখাইব,
তবোপরে দৃষ্টি রাখি পরামর্শ দিব।
৯ হয়ো না নির্ব্বোধ অশ্ব, অশ্বতর প্রায়;
বল্‌গা লাগাম ভূষা পরাইব গায়

সেই সব লোকে হয় করিতে দমন,
নতুবা তোমার কাছে থাকে না কখন।
১০ দুষ্ট লোক করে ভোগ যাতনা বিস্তর ;
কিন্তু পরমেশে যারা করয়ে নির্ভর
কৃপায় বেষ্টিত তারা হবে নিরন্তর।
১১ ঈশে হর্ষ কর সাধু, হও উল্লাসিত ;
সরলহৃদয়, কর আনন্দসঙ্গীত।

---

৩৩ গীত।

১ ঈশ্বরে আনন্দ কর, ওহে সাধুগণ ;
সরলের যোগ্য করা তাঁহার কীর্ত্তন।
২ বীণাযন্ত্রে ঈশ্বরের কর স্তবগীত,
দশতন্ত্রী নেবলেতে করহ সঙ্গীত।
৩ তাঁহার উদ্দেশে সবে নব গীত গাও,
জয়ধ্বনি করি মিষ্ট বাজনা বাজাও।
৪ কেননা প্রভুর বাক্য যথার্থ, সরল,
বিশ্বস্ততাসিদ্ধ ক্রিয়া তাঁহার সকল।
৫ সাধুতায় প্রীত ঈশ, যথার্থ বিচারে ;
রয়েছে করুণা তাঁর সমস্ত সংসারে।
৬ প্রভুর বচনে হলো নির্ম্মিত গগন,
তাঁর মুখশ্বাসে হলো তার সেনাগন।
৭ রাশি করি নিধি-জল করেন সঞ্চিত,
সমুদ্রে ভাণ্ডারে তিনি করেন স্থাপিত।
৮ করুক সমস্ত ধরা পরমেশে ভয় ;
ভীত হোক তাঁহা হতে ধরাবাসিচয়।
৯ করিলেন বাক্যমাত্রে সৃষ্টি পরমেশ,
হলো দেখ স্থিতি পেয়ে তাঁহার আদেশ।
১০ করেন ঈশ্বর ব্যর্থ বিজাতিমন্ত্রণা,

করেন বিফল জাতি-দিগের কল্পনা।
১১ চিরস্থায়ী ঈশ্বরের মন্ত্রণা সকল,
পুরুষানুক্রমে তাঁর কল্পনা অটল।
১২ ধন্য সেই জাতি, প্রভু ঈশ্বর যাহার;
করিবারে যাহাদিগে নিজ অধিকার
পসন্দ করেন ঈশ যে সব প্রজারে,
ধন্য ধন্য হয় তারা, ধন্য এ সংসারে।
১৩ স্বর্গ হতে পরমেশ করেন দর্শন,
করেন সমস্ত নরে তিনি নিরীক্ষণ॥
১৪ দেখেন ঈশ্বর হতে আপন আবাস
যেই সব লোক করে পৃথিবীতে বাস।
১৫ করেন নির্ম্মাণ তিনি তাদের হৃদয়,
জানেন তাদের ঈশ কার্য্য সমুদয়।
১৬ মহাসৈন্যদ্বারা রাজা না হয় উদ্ধার;
মহাশক্তিদ্বারা বীর না পায় নিস্তার।
১৭ ত্রাণ করিবারে অশ্ব বৃথা ও নিষ্ফল,
রক্ষিতে পারে না সে যে দিয়া মহাবল।
১৮ প্রভুরে করয়ে ভয় যেই সব জন,
থাকে যারা করি তাঁর দয়া প্রতীক্ষণ,
১৯ মৃত্যুহতে তাহাদের প্রাণ রক্ষিবারে,
বাঁচাতে দুর্ভিক্ষে, তিনি দেখেন সবারে।
২০ আমাদের প্রাণ থাকে তাঁর আকাঙ্ক্ষায়
আমাদের ঢাল তিনি, মোদের সহায়।
২১ আমাদের চিত্ত তাঁতে করিবে উল্লাস,
তাঁহার পবিত্র নামে করি যে বিশ্বাস।
২২ আমরা যেমন করি অপেক্ষা তোমার,
তেমনি প্রদান তব করুণা অপার।

---

৩৪ গীত।

১ ঈশ্বরের ধন্যবাদ সর্ব্বদা করিব ;
নিরন্তর মুখে তাঁর প্রশংসা বর্ণিব।
২ ঈশ্বরে আমার মন হইবে গর্ব্বিত ;
তাহা শুনি নম্র লোকে হবে আনন্দিত।
৩ মম সনে কর তাঁর মহিমা প্রচার ;
আইস, প্রতিষ্ঠা করি নামের তাঁহার।
৪ খুঁজিলে আমারে প্রভু দিলেন উত্তর,
করেন উদ্ধার হতে মম সর্ব্ব ডর।
৫ দেখে তাঁরে দীপ্তিমান হলো অন্য জন ;
নাহিক বিবর্ণ হলো তাদের বদন।
৬ এ দুঃখী ডাকিলে ঈশ করেন শ্রবণ,
সর্ব্বাপদ হতে তারে করেন রক্ষণ।
৭ ঈশ্বরের দূত, তাঁর ভক্তচারিধার
শিবির স্থাপন করি, করেন উদ্ধার।
৮ আস্বাদন করি বুঝ ঈশ্বর কেমন !
তাঁহার আশ্রিত ধন্য, ধন্য ভক্তজন।
৯ ওহে সাধুগণ, কর পরমেশে ভয়,
তাঁর ভয়কারিদের অভাব না হয়।
১০ যুব সিংহদের বটে হয় অনাটন,
ক্ষুধাবেগে পায় ক্লেশ কখন কখন,
ঈশ্বরের অন্বেষণ কিন্তু করে যারা,
মঙ্গলঅভাব কোন নাহি দেখে তারা।
১১ এস, মম বাক্য শুন, বৎস সমুদয়,
শিখাব সবারে আমি ঈশ্বরের ভয়।
১২ জীবনে সম্প্রীত বল হয় কোন্ নরে,
দেখিতে মঙ্গল দীর্ঘ আয়ুঃ প্রেম করে ?
১৩ মন্দ হতে আপনার জিহ্বা রক্ষা কর,

ছলনার বাক্য হতে নিজ ওষ্ঠাধর ।
১৪ মন্দ হতে দূরে যাও ; কর ধর্ম্মাচার ;
শান্তি চেষ্টা করি ধাও পশ্চাতে তাহার ।
১৫ ধার্ম্মিকের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি রয়,
তাদের ক্রন্দনে তাঁর কর্ণপাত হয় ।
১৬ দুরাচারি-প্রতিকূল প্রভুর বদন ;
ধরা হতে হবে লুপ্ত তাদের স্মরণ ।
১৭ শুনেন ঈশ্বর সাধু করিলে ক্রন্দন,
সর্ব্বাপদ হতে তারে করেন রক্ষণ ।
১৮ রন কাছে ঈশ ভগ্ন যাহার অন্তর,
চূর্ণমনা লোকদের ত্রাণের ঈশ্বর ।
১৯ ধার্ম্মিকের ঘটে বটে বিপদ বিস্তর,
করেন সকলি হতে ত্রাণ দয়াকর ।
২০ করেন ঈশ্বর রক্ষা তার অস্থিচয় ;
একটীও তার মধ্যে ভগ্ন নাহি হয় ।
২১ করিবেক হিংসাভাব সংহার দুর্জ্জনে,
দোষীকৃত হবে সাধু-ঘৃণাকারিগণে ।
২২ দাসদের প্রাণ ঈশ করেন উদ্ধার ;
দোষীকৃত নাহি হবে আশ্রিত তাঁহার ।

---

৩৫ গীত ।

১ বিবাদির সনে কর বিবাদ, ঈশ্বর,
মম প্রতিপক্ষ যোদ্ধা-সনে যুদ্ধ কর ।
২ ঢাল ও ফলক লয়ে আপনার করে
উঠ, পরমেশ, মম সাহায্যের তরে ।
৩ তাড়কের পথ রুদ্ধ কর বড়শায় ;
মম প্রাণে বল, ‘আমি তব ত্রাণোপায় ।’
৪ যাহারা আমার প্রাণ-নাশ চেষ্টা করে,

লজ্জিত, বিষণ্ণ, হোক সেই সব নরে ;
যাহারা সঙ্কল্প করে মম অমঙ্গল,
বিমুখ, হতাশ, হোক তাহারা সকল ।
৫ বাতাহত তুষ সম হোক তারা ভবে,
ঈশ্বরের দূত দিন তাড়াইয়া সবে ।
৬ হউক পিচ্ছিল পথ, হোক অন্ধকার,
পশ্চাতে প্রভুর দূত যান সবাকার ।
৭ কেননা গর্ত্তের মধ্যে সেই সব জনে
মমতরে গুপ্ত জাল পাতে অকারণে,
করিবারে তারা মম প্রাণ বিনশন
অকারণে দেখ খাত করিল খনন ।
৮ অজ্ঞাতসারেতে হোক সর্ব্বনাশ তার :
গোপনে করিয়াছিল যে জাল বিস্তার,
সেই জালে আপনি সে হইয়া গৃহীত
সর্ব্বনাশে, ওহে ঈশ, হউক পতিত ।
৯ ঈশ্বরেতে মম প্রাণ প্রফুল্ল হইবে,
তাঁর কৃত পরিত্রাণে উল্লাস করিবে ।
১০ বলিবে আমার অস্থি, ওহে জগদীশ,
কে আছে, কে আছে, বল তোমার সদৃশ ?
দুঃখিরে হইতে শত্রু বেশী বলবান
দয়া করি, পরমেশ, কর মুক্তিদান ;
যাহারা করয়ে দীন-সর্ব্বস্বাপহার,
তাহা হতে তারে তুমি করহ উদ্ধার ।
১১ দুরাচার সাক্ষিগণ উঠিয়া দাঁড়ায়,
জানি নাক যাহা, তাহা মম কাছে চায় ।
১২ উপকার পরিবর্ত্তে করে অপকার,
তাহাতে অনাথ হয় এ প্রাণ আমার ।
১৩ কিন্তু আমি তাহাদের পীড়ার সময়,

পরিধান করিতাম চট, দয়াময়,
দিতাম প্রাণেরে দুঃখ উপবাস করে ;
প্রার্থনাদি করিতাম কতই অন্তরে !
১৪ তাহাদের প্রতি বন্ধু, ভ্রাতার মতন,
করিতাম, ওহে ঈশ, আমি আচরণ ;
মাতৃশোকাপন্ন ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া
থাকিতাম অধোমুখে আমি হে বসিয়া ।
১৫ আমার স্খলনে তবু হয়ে আনন্দিত
তাহারা সকলে দেখ হয় একত্রিত ;
আমার অজ্ঞাতসারে অধমের দলে
আমার বিরুদ্ধে হয় একত্র সকলে,
করিতে বিদীর্ণ মোরে দুষ্ট সমুদয়
নাহিক কখন ক্ষান্ত হয়, দয়াময় ।
১৬ ধর্ম্মদ্বেষী, উপহাসী, পিণ্ডীশূর সনে
মম প্রতি দন্ত ঘর্ষে সেই সব জনে ।
১৭ কতকাল ইহা, প্রভো, করিবে দর্শন ?
রক্ষ মম প্রাণ হতে তাদের ধ্বংসন ;
যুব সিংহগণ হতে, হইয়া সহায়,
রক্ষা কর, পরমেশ, অনাথ আত্মায় ।
১৮ সভামধ্যে স্তবগান তোমার করিব,
বলিষ্ঠ জাতির মধ্যে তোমা প্রশংসিব ।
১৯ ওহে ঈশ, মম মিথ্যা-বাদি শত্রুচয়ে
দিও না করিতে হর্ষ আমার বিষয়ে,
যাহারা আমাকে ঘৃণা করে অকারণে,
যেন না ভ্রূকুটি করে সেই সব জনে ।
২০ কিছুই শান্তির কথা বলে নাক তারা,
কিন্তু দেশমধ্যে আছে শান্ত জন যারা
তাহাদের প্রতিকূলে সেই সব নরে

কতই ছলের কথা কল্পনা যে করে।
২১ আমার বিরুদ্ধে করি ব্যাদান বদন
বলে, "হাহা, দেখিতেছে মোদের নয়ন।"
২২ তুমিও দেখিছ, মৌনী থেক না ঈশ্বর ;
আমা হতে, ওহে প্রভো, হয়ো না অন্তর।
২৩ নিদ্রা হতে উঠে কর আমার বিচার ;
নিষ্পন্ন করহ, প্রভো, বিবাদ আমার।
২৪ ওহে পরমেশ, নিজ ধর্ম্ম অনুসারে
দয়াগুণে বিচারিত করহ আমারে ;
মম ঈশ, ওই সব দুষ্টলোকচয়ে
দিও না হইতে হৃষ্ট আমার বিষয়ে।
২৫ 'হাহা, আমাদের ছিল এই অভিলাষ,
তাহাকে আমরা দেখ করিলাম গ্রাস,'
ওহে ঈশ, সেই সব দুরাচার জনে
হেন কথা যেন নাহি বলে মনে মনে।
২৬ আমার বিপদে যারা হয় আনন্দিত,
হউক হতাশ তারা, হউক লজ্জিত ;
আমার বিরুদ্ধে যারা অহঙ্কার করে,
লজ্জিত, নিন্দিত, হোক্ সেই সব নরে।
২৭ যাহারা আমার ধর্ম্মে থাকে সদা প্রীত,
করুক আনন্দগান, হোক আহ্লাদিত ;
দাসের শান্তিতে প্রীত যিনি নিরন্তর,
বলুক, মহিমান্বিত হোন্ সে ঈশ্বর।
২৮ তব ধর্ম্মগুণ জিহ্বা বর্ণিবে আমার,
করিবে সমস্ত দিন প্রশংসা তোমার।

৩৬ গীত।

১ দুষ্টের অধর্ম্ম মম হৃদয়েতে কয়,
তার নয়নাগ্রে নাই ঈশ্বরের ভয়।
২ ঘৃণিত হইবে পাপ প্রকাশিত হয়ে,
নাহি তাহা ভাবে তারা, ভুলায়ে হৃদয়ে।
৩ অধর্ম্ম, কাপট্য, তার মুখের বচন,
বিবেচনা, সদাচার, করেছে ত্যজন।
৪ শয্যার উপরে করে সঙ্কল্প অন্যায়,
দুষ্কর্ম্মে বিরাগ নাহি, কুপথে দাঁড়ায়।
৫ স্বর্গব্যাপী দয়া তব, ঈশ সনাতন,
তব বিশ্বস্ততা স্পর্শ করয়ে গগণ।
৬ তব ধর্ম্ম ঈশ্বরীয় পর্ব্বত মতন,
মহাজলনিধিসম তোমার শাসন;
তুমি, ওহে পরমেশ, তুমি সর্ব্বাধার,
মনুষ্য, পশুরে, থাক করিয়া নিস্তার।
৭ তোমার করুণা, ঈশ, মহার্হ কেমন!
তাই লয় নরে পক্ষ-ছায়ায় শরণ;
৮ তোমার গৃহের, সেই লোকসমুদয়,
পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়;
তুমি, ওহে পরমেশ, সেই সব জনে
আনন্দ-নদীর জল পিয়াও যতনে।
৯ জীবন-উনুই আছে তোমার সদন,
তোমার দীপ্তিতে দীপ্তি করি দরশন।
১০ তোমাকে জানে, হে ঈশ, যেই সব নর,
তাহাদের প্রতি নিজ দয়া স্থায়ী কর;
সরল-হৃদয় হয় যেই সব জনে,
তব ধর্ম্মকর স্থায়ী তাদের সদনে।
১১ নিকটে না আইসুক গর্ব্বের চরণ,

নাহিক করুক দূর আমারে দুর্জ্জন।
১২ পতিত হইল, যারা করে দুষ্টাচার;
উঠিতে, পতিত হয়ে, পারিবে না আর।

---

৩৭ গীত।

১ দুষ্টের বিষয়ে তুমি হয়ো না দুঃখিত;
অন্যায়কারির প্রতি হয়ো না ঈর্ষিত।
২ ছিন্ন হবে তারা শীঘ্র ঘাসের সমান,
হরিত তৃণের মত হইবেক ম্লান।
৩ প্রভুতে নির্ভর করি সদাচার কর,
দেশে থাকি বিশ্বস্ততা-ক্ষেত্রে তুমি চর।
৪ প্রভুতে আমোদ কর, করহ উল্লাস,
পূর্ণ করিবেন সব মন-অভিলাষ।
৫ ঈশ্বরে গতির ভার কর সমর্পণ,
নির্ভর তাঁহারোপরে কর সর্ব্বক্ষণ,
করিবেন তিনি তাতে কর্ত্তব্য সাধন।
৬ প্রকাশিবা তব ধর্ম্ম তিনি জ্যোতিপ্রায়,
তোমার যাথার্থিকতা মধ্যাহ্নের ন্যায়।
৭ ঈশ্বরের নিকটেতে নীরব হইয়া
তাঁর অপেক্ষাতে তুমি থাকহ বসিয়া;
কুমন্ত্রণাকারী পথে কৃতার্থ যে হয়,
দুঃখিত হয়ো না তুমি তাহার বিষয়।
৮ কোপ ত্যাগ কর, কর ক্রোধ সম্বরণ,
হয়ো না দুঃখিত, হলে হইবে দুর্জ্জন।
৯ উচ্ছিন্ন হইবে কিন্তু সব দুরাচার,
করিবে প্রভুর ভক্ত দেশ অধিকার।
১০ ক্ষণকাল পরে দুষ্ট বিলুপ্ত হইবে;
তত্ত্ব করি তার স্থানে তারে না পাইবে।

১১ দেশ-অধিকারী কিন্তু হবে নম্র নরে,
করিবে আমোদ শান্তি বাহুল্যের তরে।
১২ ধার্ম্মিক-বিরুদ্ধে দুষ্ট করে কুমন্ত্রণ,
তার প্রতিকূলে করে দশন ঘর্ষণ।
১৩ করেন বিদ্রূপ তারে প্রভু সর্ব্বাধার,
কেননা দেখেন দিন আসিতেছে তার।
১৪ দুঃখী ও দরিদ্রজনে নিপাত করিতে,
সরল পথিনগামী লোকেরে বধিতে,
খড়গ নিষ্কোষ করে দুরাচারগণ,
নিজ নিজ ধনু সবে করে আনমন।
১৫ নিজ খড়্গ তাহাদের হৃদে প্রবেশিবে,
ভগ্ন সব তাহাদের ধনুক হইবে।
১৬ হতে দুর্জ্জনের বহু সম্পত্তিনিচয়
ধার্ম্মিকের অল্প ধন ভাল ত নিশ্চয়।
১৭ দুর্জ্জনদিগের বাহু যাইবে ভাঙ্গিয়া,
ধার্ম্মিকেরে ঈশ কিন্তু রাখেন ধরিয়া।
১৮ সাধুর সকল পথ জানেন ঈশ্বর ;
তাহাদের অধিকার রবে নিরন্তর।
১৯ বিপদের কালে তারা হবে না লজ্জিত,
দুর্ভিক্ষ সময়ে হবে পরিতৃপ্তচিত।
২০ কিন্তু দুষ্টগণ সবে হইবে নিধন,
ঈশ-অরি হবে তৃণ-ভূষার মতন ;
নিঃশেষে হইবে নষ্ট দুরাচারচয়,
নিঃশেষ হইবে তারা ধূমে হয়ে লয়।
২১ ঋণ করি শোধ নাহি করে দুষ্টজন,
কৃপাবান, দানশীল, ধার্ম্মিক সুজন।
২২ দেশ-অধিকারী হবে আশীঃপ্রাপ্তজনে,
হইবে উচ্ছিন্ন কিন্তু অভিশপ্তগণে।

২৩ সুলোকের গতি স্থির করেন ঈশ্বর,
তাহার পথেতে প্রীত তাঁহার অন্তর।
২৪ পতিত হলেও নাহি হবে সে নিপাত,
ধরিয়া রাখেন ঈশ ধরি তার হাত।
২৫ ছিলাম যুবক আমি, হলাম প্রবীণ,
কিন্তু নাহি দেখিয়াছি আমি কোন দিন,
পরিত্যক্ত হইয়াছে ধার্ম্মিক সুজন,
করিতেছে অন্ন ভিক্ষা তার বংশজন।
২৬ প্রতিদিন দয়া করি দেয় সে যে ধার,
আশীসের পাত্র হয় সব বংশ তার।
২৭ মন্দ হতে দূরে গিয়া সদাচার কর,
তাহাতে করিতে পাবে বাস নিরন্তর।
২৮ ন্যায় বিচারেতে ঈশ প্রীত মনে মনে,
করিবেন নাহি ত্যাগ নিজ সাধুগণে;
তাহারা অনন্তকাল হইবে রক্ষিত;
দুষ্টদের বংশ কিন্তু হবে বিনাশিত।
২৯ ধার্ম্মিকেরা করিবেক দেশ অধিকার,
বসতি করিবে নিত্য মধ্যেতে তাহার।
৩০ জ্ঞানের প্রসঙ্গ করে সাধুর বদন,
বিচারের কথা জিহ্বা করে উচ্চারণ।
৩১ তার ঈশ-শাস্ত্র তার হৃদয়েতে রয়,
স্খলিত তাহার পদ কখন না হয়।
৩২ দুষ্ট করে ধার্ম্মিকের ছিদ্র অন্বেষণ,
করে চেষ্টা করিবারে তাহারে নিধন।
৩৩ তাহারে দুষ্টের হস্তে করি সমর্পণ,
করিবেন নাহি ঈশ উঁহারে বর্জ্জন;
তাহার বিচার করি-বেন যে সময়,
দোষী নাহি করিবেন তারে দয়াময়।

৩৪ থাক তুমি ঈশ্বরের করি প্রতীক্ষণ,
তাঁহার সুপথ তুমি করহ দর্শন ;
করিবা উন্নত দেশ অধিকার দিতে,
দুষ্টের উচ্ছেদ তুমি পাইবে দেখিতে।
৩৫ দেখেছি দুর্জ্জনে আমি বিক্রান্ত, দুর্জ্জয়,
বিস্তারিত বৃক্ষ যথা নিজ স্থানে হয়।
৩৬ সেও গত হলো, দেখ, হলো অদর্শন ;
নাহি পাইলাম তারে করি অন্বেষণ।
৩৭ সরল লোকেরে দেখ, দেখ সাধুজনে ;
অন্তকালে পায় ফল শান্তিপ্রিয়গণে।
৩৮ একেবারে হবে নষ্ট পাপাচারিচয়,
অন্তিমে দুষ্টের ফল উচ্ছেদিত হয়।
৩৯ প্রভু হতে ধার্ম্মিকের হবে পরিত্রাণ,
সঙ্কটে তাদের তিনি দুর্গের সমান।
৪০ পরমেশ তাহাদের করি উপকার
করিবেন সেই সব-জনেরে উদ্ধার ;
দুষ্টদের হতে সবে করিয়া রক্ষণ
করিবেন ত্রাণ, তারা লয়েছে শরণ।

---

৩৮ গীত।

১ ক্রোধেতে, হে ঈশ, মোরে করো না ভর্ৎসন,
রোষেতে আমারে শাস্তি দিও না কখন।
২ আমাতে রয়েছে বিদ্ধ তব সব শর,
তব হস্ত আছে ভারী আমার উপর।
৩ তব কোপহেতু মাংসে কিছু স্বাস্থ্য নাই,
মম পাপভরে অস্থি অস্থির সদাই।
৪ পাপ সব করে মম শির উল্লঙ্ঘন,
শক্তির অপেক্ষা ভারি বোঝার মতন।

৫ অজ্ঞানতা ভরে, ঈশ, মম ক্ষত যত
হয়েছে দুর্গন্ধময়, হয়েছে গলিত।
৬ হইয়াছি অধোমুখ বিষণ্ণ হইয়া,
সারাদিন ম্লান হয়ে থাকি বেড়াইয়া।
৭ ব্যাপ্ত হইয়াছে জ্বালা কটি-উপরেতে,
কিছু মাত্র স্বাস্থ্য নাহি আমার মাংসেতে।
৮ জড়ীভূত হইয়াছি, ক্ষুণ্ণ অতিশয়,
আর্ত্তনাদ করে মম ব্যাকুল হৃদয়।
৯ মম বাঞ্ছা সব তব সম্মুখেতে রয়,
মম কাতরোক্তি তব অগোচর নয়।
১০ দুপ্ দুপ্ করে হৃদি, বল নাহি আর,
নয়নের তেজো মোরে ত্যেজেছে এবার।
১১ প্রেমকারি, বন্ধু, থাকে দূরে ব্যাধিভরে,
মম জ্ঞাতিবর্গ থাকে দাঁড়ায়ে অন্তরে।
১২ ফাঁদ পাতে, যারা প্রাণ করে অন্বেষণ;
চেষ্টা করে মম ক্ষতি যেই সব জন
ভয়ানক কথা বলে সেই সব নরে,
সমস্ত দিবস তারা ছল চিন্তা করে।
১৩ বধিরের ন্যায় আমি করি না শ্রবণ,
থাকি মুখ মুক্তাক্ষম বোবার মতন।
১৪ শুনিতে না পায় যেই, বদনে যাহার
সম্ভবে না প্রতিবাদ, হই তুল্য তার।
১৫ তোমার অপেক্ষা, প্রভো, করি নিরন্তর,
আমারে উত্তর দিবে, আমার ঈশ্বর।
১৬ কহিতেছি আমি, পাছে সেই সব নরে
আমার বিষয়ে হৃষ, আনন্দাদি করে,
যখন স্খলিত হয় আমার চরণ,
বিরুদ্ধে করয়ে দর্প সেই সব জন।

১৭ পতন-উন্মুখ হয়ে করি আমি বাস ;
আমার যন্ত্রণা নিত্য আমার সকাশ।
১৮ নিজ অপরাধ আমি করি হে স্বীকার,
মনস্তাপ পাই পাপ-প্রযুক্ত আমার।
১৯ তেজীয়ান, বলবান, মম শত্রুগণে,
অনেকে আমারে ঘৃণা করে অকারণে।
২০ ওহে পরমেশ, যেই সব দুরাচার
উপকার পরিবর্ত্তে করে অপকার,
সদ্ভাবের অনুগামী আমি, তাই বলে
মম বিপক্ষতা তারা করয়ে সকলে।
২১ ওহে পরমেশ, ত্যাগ করো না আমারে ;
আমা হতে, মম ঈশ, থেক না অন্তরে।
২২ ওহে মম ত্রাণকর্ত্তা, আমার ঈশ্বর,
সাহায্য করিতে মম হও হে সত্বর।

---

৩৯ গীত।

১ বলেছিনু, "নিজ পথে সতর্কে চলিব ;
জিহ্বা দ্বারা আমি কোন পাপ না করিব ;
আমার সাক্ষাতে থাকে যাবত দুর্জ্জনে
রাখিব বাঁধিয়া জালতি তাবত বদনে।"
২ মৌনভাবে রহিলাম, মূক থাকে যথা,
থাকিনু বিরত আমি হতে সৎ কথা,
তাহাতে হইল তীব্র আরো মোর ব্যথা।
৩ আমার অন্তরে হৃদি সন্তপ্ত হইল ;
ভাবিতে২ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ;
বলিলাম তবে আমি নিজ রসনায়
৪ ওহে পরমেশ জ্ঞাত করহ আমায়,
কত পরিমাণ হয় আমার জীবন ;

জানিতে বাসনা, আমি ক্ষণেক কেমন।
৫ কয়েক বিঘত আয়ুঃ করেছ আমার,
কিছু না জীবন মম দৃষ্টিতে তোমার ;
হইলেও স্থির নর নিতান্ত অসার।
৬ ছায়াসম যাতায়াত করে নরচয়,
নিতান্ত অসার তরে সবে ব্যস্ত হয় ;
ওই ব্যক্তি বহু ধন করিছে সঞ্চয়,
করিবে কে ভোগ কিন্তু জানে না নিশ্চয়।
৭ কিসের অপেক্ষা, ঈশ, এক্ষণেতে করি ?
প্রত্যাশা আছয়ে মম তোমার উপরি।
৮ সর্ব্ব পাপ হতে মোরে করহ নিস্তার,
মূঢ় লোক যেন মোরে করে না ধিক্কার।
৯ রহিলাম মৌনী ; নাহি খুলিব বদন,
কেননা করেছ কর্ম্ম তুমিই সাধন।
১০ তোমার আঘাত দূর কর আমা হতে,
হইলাম ক্ষীণ আমি তব করাঘাতে।
১১ অপরাধ তরে নরে করিয়া ভর্ৎসন,
ওহে পরমেশ, শাস্তি প্রদান যখন,
কীটসম কর কান্তি বিলীন তাহার ;
অসার সকল নরে, সকলে অসার।
১২ শুনহ প্রার্থনা, ঈশ, শুন আর্ত্তস্বর,
মম অশ্রুপাতে মৌনী থেক না, ঈশ্বর ;
কেননা অতিথি আমি তোমার সদনে,
প্রবাসী, ছিলেন যথা পিতৃলোকগণে।
১৩ আমা হতে, পরমেশ, ফিরাও দর্শন,
তাহাতে যাবত আমি না করি গমন,
অনুদ্দিষ্ট নাহি আমি হই যত দিন,
লভিব চিত্তের স্বাস্থ্য আমি তত দিন।

৪০ গীত।

১ ঈশ্বরের প্রতীক্ষণ ধৈর্য্যশীল হয়ে
করিতেছিলাম আমি সুধীর হৃদয়ে,
তাতে তিনি মম প্রতি পাতিয়া শ্রবণ
করিলেন আর্ত্তনাদ আমার শ্রবণ।
২ তুলিলেন মোরে হতে বিনাশ-গহ্বর,
পঙ্কিল কর্দ্দম হতে তুলেন ঈশ্বর ;
শৈলের উপরে রাখি আমার চরণ
করিলেন মম গতি দৃঢ় সনাতন।
৩ ঈশ্বরের স্তব—এক নূতন সঙ্গীত—
আমার বদনে তিনি করেন স্থাপিত ;
অনেক মনুষ্য ইহা নয়নে দেখিয়া
বিশ্বাস করিবে ঈশে ত্রাসিত হইয়া।
৪ ঈশ্বরে বিশ্বাসভূমি করে যেই জন,
দর্পী যারা, মিথ্যা পথে করয়ে ভ্রমণ,
তাহাদের প্রতি যেই কভু নাহি ফেরে,
ধন্য ধন্য সেই জন, ধন্য এ সংসারে।
৫ ওহে ঈশ, আমাদের হয়ে অনুকূল
করেছ আশ্চর্য্য ক্রিয়া, সঙ্কল্প, বহুল ;
করিতাম সেই সব বর্ণনা প্রচার,
গণনা অতীত কিন্তু, সে সব অপার।
৬ নৈবেদ্যে ও বলিদানে নাহি হয়ে প্রীত,
হে ঈশ, আমার কর্ণ করেছ ছিদ্রিত ;
হোম, আর অপরাধ তরে বলিদান
চাহিয়াছ নাহি কভু তুমি, ভগবান।
৭ বলিলাম দেখ, আমি হই উপস্থিত ;
ধর্ম্মগ্রন্থে আছে মম কর্ত্তব্য লিখিত।
৮ প্রীত আমি ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তোমার,

আছয়ে তোমার শাস্ত্র অন্তরে আমার।
৯ ওহে পরমেশ, মহা-সমাজসকাশ
ধর্ম্মের মঙ্গলবার্ত্তা করেছি প্রকাশ ;
দেখ, বদ্ধ করি নাই মম ওষ্ঠাধর,
অবগত ইহা তুমি আছত ঈশ্বর।
১০ তব ধার্ম্মিকতা নিজ হৃদয়-ভিতর
করি নাই সঙ্গোপন, ওহে দয়াকর ;
তব বিশ্বস্ততা, তব কৃত পরিত্রাণ,
করেছি প্রচার আমি লোক-সন্নিধান ;
তব দয়া, তব সত্য, ওহে সনাতন,
মহাসভা হতে নাহি করেছি গোপন।
১১ আমা হতে করো নাক রুদ্ধ অনুগ্রহ ;
রক্ষুক আমারে দয়া, সত্য অহরহ।
১২ অসংখ্য বিবাদ ঘেরে কেননা আমারে ;
ধরিয়াছে পাপ ; নাহি পাই দেখিবারে ;
অধিক হতেও তাহা মস্তকের কেশ,—
হীনচিত্ত হইলাম আমি, পরমেশ।
১৩ কৃপা করি কর মোরে উদ্ধার, ঈশ্বর ;
করিতে সাহায্য মম তুমি ত্বরা কর।
১৪ বধিতে এ প্রাণ যারা অন্বেষণ করে,
লজ্জিত, হতাশ, হোক সেই সব নরে ;
আমার বিপদে যারা আনন্দিত হয়,
বিমুখ, বিষণ্ণ, হোক্ সেই নরচয়।
১৫ ছি ছি করি উপহাস যারা মোরে করে,
হউক স্তম্ভিত তারা নিজ লজ্জা ভরে।
১৬ তব অন্বেষণকারি সকল জনাতে
আনন্দিত হোক্, হর্ষ করুক তোমাতে ;
তবকৃত পরিত্রাণ ভাল বাসে যারা,

গৌরবিত হোন ঈশ, বলুক তাহারা।
১৭ আমি তো দরিদ্র বড়, দুঃখী অতিশয়,
করেন ঈশ্বর চিন্তা আমার বিষয় ;
আমার সহায় তুমি, আমার নিস্তার ;
বিলম্ব করো না, ওহে ঈশ্বর আমার।

---

৪১ গীত।

১ যেই জন করে চিন্তা দুঃখির বিষয়,
ধরণী মাঝারে সেই জন ধন্য হয় ;
যখন হইবে কোন বিপদ তাহার,
করিবেন পরমেশ তাহারে নিস্তার।
২ রাখিবা জীবিত ঈশ বাঁচায়ে তাহারে,
হইবে সে আশীঃপ্রাপ্ত দেশের মাঝারে ;
শত্রুগণ গ্রাসেচ্ছাতে ঈশ সনাতন
করিবেন নাহি কভু তাহারে অর্পণ।
৩ ব্যাধির শয্যাতে যবে থাকিবে পড়িয়া,
রাখিবেন পরমেশ তাহারে ধরিয়া ;
তাহার সমস্ত শয্যা, পীড়ার সময়,
করিবে হে পরিবর্ত্ত তুমি দয়াময়।
৪ কহিনু, হে ঈশ, মম প্রতি কৃপা কর,
আমার প্রাণেরে সুস্থ কর, দয়াকর,
তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি বিস্তর।
৫ হিংসাতে হইয়া পূর্ণ মম শত্রুচয়ে
বলিতেছে সকলেতে আমার বিষয়ে,
"কখন্ সে জন, আহা, কখন্ মরিবে ?
কখন্ তাহার নাম বিলুপ্ত হইবে ?"
৬ সে যদি দেখিতে আসে আমারে কখন,
বলে তবে কতরূপ অলীক বচন ;
অধর্ম্ম সঞ্চয় মন তার জন্যে করে,

প্রচার করে সে তাহা বাহিরেতে পরে।
৭ আমার বিপক্ষগণ হয়ে এক ঠাঁই
কানাকানি করে মম বিরুদ্ধে সবাই ;
আমার বিপক্ষে সেই সব দুষ্ট নরে
কুমন্ত্রণা করে, কত মন্দ চিন্তা করে।
৮ "পাপিষ্ঠের গতি বাধা হতেছে তাহার,
শয্যাতে পড়িয়া আছে, উঠিবে না আর।"
৯ মম মিত্র, অন্নভোক্তা, বিশ্বাস-ভাজন,
উঠাইল সেও মম বিরুদ্ধে চরণ।
১০ দয়া করি, পরমেশ, উঠাও আমারে,
প্রতিফল দিব আমি তাহাতে সবারে।
১১ শত্রু মমোপরে নাহি জয়ধ্বনি করে,
তাই জানি প্রীত তুমি আমার উপরে।
১২ আমার সারল্যে মোরে ধারণ করিলে,
আপন সাক্ষাতে নিত্য দাঁড়ায়ে রাখিলে।
১৩ ইস্রেলের ঈশ যেন সতত হয়েন,
আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য, আমেন্, আমেন্।

---

৪২ গীত।

১ হরিণী যেমন জল-স্রোত বাঞ্ছা করে,
তেমনি আমার প্রাণ চাহিছে ঈশ্বরে।
২ জীবিত ঈশ্বর জন্য এ প্রাণ তৃষিত ;
কবে আসি ঈশ ঠাঁই হব উপস্থিত ?
৩ দিবারাত্র অশ্রু পেয় হইল আমার,
বলে লোকে সদা, কোথা ঈশ্বর তোমার ?
৪ আমি, ওহে ঈশ, ইহা স্মরণ করিব,
হৃদয়ের কথা সব ভাঙ্গিয়া বলিব,
লোকারণ্য মধ্যে আমি কেননা চলিয়া,

হর্ষ ও প্রশংসাধ্বনি বদনে করিয়া
পর্ব্বরক্ষাকারী লোক-সঙ্গে ধীরে২,
যাইতাম কতবার ঈশ্বর-মন্দিরে।
৫ কেন অবসন্ন প্রাণ? ব্যাকুল অন্তরে?
প্রভুর অপেক্ষা কর, স্মর সে ঈশ্বরে;
করিব প্রশংসা তাঁর আমি আরবার;
পরিত্রাণ করে দান শ্রীমুখ তাঁহার।
৬ অবসন্ন প্রাণ, ঈশ, হতেছে অন্তরে;
যর্দ্দনের দেশমাঝে আমি তারি তরে,
স্মরিতেছি হর্ম্মোণের পর্ব্বতমালায়,
মিস্‌হার পর্ব্বতে করি স্মরণ তোমায়।
৭ ওহে ঈশ, শব্দে তব জলপ্রণালীর,
আহ্বান গভীরে অন্য করিছে গভীর;
তোমার সকল ঊর্ম্মি, তরঙ্গ সকল,
যাইতেছে মমোপরে করি মহাবল।
৮ করিবেন দিনে ঈশ দয়ার বিধান,
রজনীযোগেতে তাঁর উদ্দেশেতে গান।
—জীবনপ্রদাতা প্রভু উদ্দেশে প্রার্থন—
রহিবে নিতান্ত জানি তোমার সদন।
৯ বলিবে আপন শৈলস্বরূপ ঈশ্বরে,
কেন হে বিস্মৃত তুমি হইলে আমারে?
দুরাচার বিপক্ষের দৌরাত্ম্যের ভয়ে
বেড়াতেছি কেন আমি শোকান্বিত হয়ে?
১০ অস্থির অন্তরে শূল করিয়া প্রহার,
করিতেছে শত্রুগণ আমারে ধিক্কার,
বলে লোকে সদা, কোথা ঈশ্বর তোমার?
১১ কেন অবসন্ন প্রাণ? ব্যাকুল অন্তরে?
প্রভুর অপেক্ষা কর, স্মর সে ঈশ্বরে;

করিব প্রশংসা তাঁর আমি আরবার ;
তিনি মুখত্রাণদাতা, ঈশ্বর আমার।

---

৪৩ গীত।

১ আমার বিচার তুমি করহ, ঈশ্বর,
অসাধু জাতির সনে দ্বন্দ্ব স্থির কর ;
ছলপ্রিয়জন হতে, হতে দুরাচার,
কর, পরমেশ, তুমি আমারে উদ্ধার।
২ তুমিই আমার, ঈশ, দুর্গের মতন ;
নিগ্রহ আমারে তবে কর কি কারণ ?
দুরাচার বিপক্ষের দৌরাত্ম্যের ভয়ে
বেড়াতেছি কেন আমি শোকান্বিত হয়ে ?
৩ তব দীপ্তি, তব সত্য, করহ প্রেরণ ;
তাহারা আমারে পথ করায়ে দর্শন,
তোমার পবিত্রাচলে লইয়া যাইবে,
উপস্থিত তব বাসে আমারে করিবে।
৪ তাতে আমি ঈশ্বরের বেদি সন্নিধানে,
যাব মহানন্দদায়ী ঈশের সদনে,
ওহে পরমেশ, ওহে ঈশ্বর আমার,
বীণাযন্ত্রে স্তব গান করিব তোমার।
৫ কেন অবসন্ন প্রাণ ? ব্যাকুল অন্তরে ?
প্রভুর অপেক্ষা কর, স্মর সে ঈশ্বরে ;
করিব প্রশংসা তাঁর আমি আরবার ;
তিনি মুখত্রাণদাতা, ঈশ্বর আমার।

---

৪৪ গীত।

১ স্বকর্ণে আমরা, ঈশ, করেছি শ্রবণ,
বলিয়াছে আমাদিগে তাহা পিতৃগণ,

পূর্ব্বকালে তুমি যেই কার্য্যসমুদয়,
সাধন করিয়াছিলে তাদের সময়।
২ স্বহস্তে বিজাতিগণে করি নিষ্কাশন,
করেছিলে তাহাদিগে তুমিই রোপণ,
জনবৃন্দগণে করি খণ্ড বিখণ্ডিত,
করেছিলে তাহাদিগে তুমি বিস্তারিত।
৩ নাহি করেছিল খড়্গে দেশ অধিকার,
করে নাহি নিজ বাহু তাদিগে নিস্তার
করে তব ডানি হস্ত, বাহু, মুখ-জ্যোতি,
ছিল তব অনুরাগ তাহাদের প্রতি।
৪ ওহে ঈশ, সেই তুমি আমার রাজন্।
যাকোবের পরিত্রাণ করহ সাধন।
৫ তোমাদ্বারা শত্রুগণে নিপাত করিব,
তব নাম বিপক্ষের পদেতে দলিব।
৬ আপন ধনুকে আমি করি না নির্ভর,
নাহি করে মম খড়্গ আমারে নিস্তার।
৭ তুমি শত্রুগণ হতে করহ রক্ষিত,
আমাদের দ্বেষ্টৃগণে করহ লজ্জিত।
৮ সারা দিন ঈশ-শ্লাঘা করিয়া বেড়াই,
কীর্ত্তন তোমার নাম করিব সদাই।
৯ আমাদিগে করিয়াছ ত্যাজ্য, লজ্জান্বিত,
নাহি যাও আমাদের সৈন্যের সহিত।
১০ করিতেছ পরাঙ্মুখ অরিদল হতে,
দ্বেষ্টৃগণে করিতেছে লুঠ স্বেচ্ছামতে।
১১ আমাদিগে কর বধ্য মেষের মতন,
বিজাতীয়দের মধ্যে কর বিকীরণ।
১২ প্রজাগণে বিনা লাভে করিছ বিক্রয়;
কর নাহি তাহাদের মূল্য অতিশয়।

১৩ তুমি আমাদের প্রতি-বাসির সদন,
করিতেছ আমাদিগে ধিক্কারভাজন,
যারা করে আমাদের চতুর্দ্দিগে বাস,
করয়ে বিদ্রূপ তারা, করে উপহাস।
১৪ করিছ বিজাতিমাঝে প্রবাদবিষয়,
জনবৃন্দগণ শির-শ্চালন করয়।
১৫ ভর্ৎসক, নিন্দকের, রবের জন্যেতে,
শত্রু, প্রতিহিংসকের দৃষ্টির ডরেতে,
১৬ সারা দিন মম অগ্রে অপমান রয়,
আমার বদন, ঈশ, লজ্জা আচ্ছাদয়।
১৭ ঘটিয়াছে এই সব মোদের উপর ;
তোমাকে বিস্মৃত তবু হইনে, ঈশ্বর ;
নিয়ম বিষয়ে তব, ঈশ সনাতন,
নাহি আমি মিথ্যাবাদী হয়েছি কখন।
১৮ পরাঙ্মুখ হয় নাই আমাদের মন,
তব মার্গ হতে ভ্রষ্ট মোদের চরণ।
১৯ নাগালয়ে চূর্ণ তবু করিছ সবায়,
করিতেছ আচ্ছাদন মৃত্যুর ছায়ায়।
২০ হয়ে থাকি যদি ঈশ নাম বিস্মরণ,
করে থাকি দেবকাছে হস্ত প্রসারণ,
২১ নাহিক কি খুঁজিবেন তাহা সর্ব্বময় ?
জানেন মনের তিনি রহস্য বিষয়।
২২ তব তরে সারাদিন মৃত্যুমুখস্থিত ;
বধ্যমেষসম মোরা হতেছি গণিত।
২৩ উঠ, প্রভো, উঠ, নাহি থেক নিদ্রাভরে ;
করো না নিগ্রহ তুমি চিরকালতরে।
২৪ করিতেছ কেন নিজ মুখ আচ্ছাদন ?
দুঃখ উপদ্রব কেন হও বিস্মরণ ?

২৫ হয়েছে মোদের প্রাণ পতিত ধূলিতে,
মোদের উদর লগ্ন হয়েছে ভূমিতে।
২৬ মোদের সাহায্যতরে উঠ, হে ঈশ্বর,
নিজ দয়াগুণে আমা-দিগে মুক্ত কর।

---

৪৫ গীত।

১ উথলিছে শুভকথা হৃদয়ভিতর;
বলিবে রচনা মম রাজার গোচর;
জিহ্বা দ্রুতলেখকের লেখনী শোসর।
২ তুমি ত সুন্দর হতে নরসুতগণ;
তব ওষ্ঠাধরে থাকে দয়া-প্রবহণ;
ইহারি নিমিত্ত ঈশ তোমার উপরে
করিলেন আশীর্ব্বাদ চিরকালতরে।
৩ কর, বীর, নিজখড়্গ ঊরুতে বন্ধন,
করহ গ্রহণ প্রভা, প্রতাপ আপন।
৪ ভাগ্যবান হও তুমি নিজ প্রতাপেতে,
ধর্ম্মযুক্ত নম্রতার, সত্যের পক্ষেতে
কর রথ আরোহণ; তব ডানি কর
ভয়ানক কার্য্য তোমা দেখাবে বিস্তর।
৫ তোমার হস্তের বাণ তীক্ষ্ণ অতিশয়,
পড়িবে তোমার নীচে তাই জাতিচয়,
বিদ্ধ হবে রাজশত্রুগণের হৃদয়।
৬ নিত্যস্থায়ী সিংহাসন তব, সর্ব্বাধার,
সারল্যের দণ্ড রাজদণ্ড হে তোমার।
৭ করিতেছ ধর্ম্মে প্রেম, দুষ্টতাকে দ্বেষ;
তোমার ঈশ্বর তাই সেই পরমেশ,
তোমাকে অধিক তব সঙ্গীগণ হতে
করেছেন অভিষিক্ত আনন্দ তৈলেতে।

৮ গন্ধরস, দারুচিনী, অগুরু সহিত
তোমার সকল বস্ত্র হয় সুবাসিত,
হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত প্রাসাদ সুন্দর
করে হৃষ্ট, প্রফুল্লিত তোমার অন্তর।
৯ যাহারা স্ত্রীরত্ন তব, তব প্রণয়িনী,
তাহাদের মাঝে আছে রাজার নন্দিনী,
তোমার দক্ষিণ দিগে রাণী দাঁড়াইয়া,
ওভীরীয় সুবর্ণেতে ভূষিতা হইয়া।
১০ শুন বৎসে, আলোচনা কর কর্ণ পাতি ;
ভুলে যাও পিতৃকুল, ভুল নিজ জাতি।
১১ তোমার সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষী হবে নৃপবর ;
তিনি তব প্রভু, তাঁরে প্রণিপাত কর।
১২ সোরের তনয়া উপঢৌকন আনিবে,
তব কাছে ধনী লোকে বিনতি করিবে।
১৩ অন্তঃপুরে রাজপুত্রী সর্ব্বতঃ শোভিত ;
তাঁর পরিচ্ছদ স্বর্ণ-সূত্রে বিনির্ম্মিত।
১৪ ভূষিতা হইয়া সূচী শিল্পিত বসনে
আনীতা হইবে সে যে রাজার সদনে,
কুমারী সঙ্গিনী যারা তাহার পশ্চাতে,
আনীতা হইবে তারা তোমার কাছেতে।
১৫ আনন্দে, উল্লাসে, তারা আনীতা হইবে,
রাজপ্রাসাদেতে পরে প্রবেশ করিবে।
১৬ পিতৃগণ গতে তব পুত্রচয় রবে ;
সমস্ত ধরার তারা অধিপতি হবে।
১৭ তোমার পবিত্র নাম, ঈশ সনাতন,
পুরুষে২ আমি করাব শ্রবণ ;
ওহে ঈশ, যুগে২ তাই জাতিগণ
করিবে অনন্তকাল তোমার স্তবন।

৪৬ গীত।

১ ঈশ্বর মোদের বল, মোদের আশ্রয় ;
স্নগম সাহায্যকারী সঙ্কট সময়।
২ অতএব ধরা যদি হয় বিচলিত,
টলিয়া পর্ব্বতগণ সমুদ্রে পতিত,
তথাপি আমরা নাহি হইব শঙ্কিত।
৩ করুক তাহার জল তর্জ্জন গর্জ্জন,
কাঁপুক তাহার গর্ব্বে মহীধরগণ।
৪ আছে এক নদী যার প্রণালীনিচয়
ঈশ্বরপুরীকে করে প্রফুল্লতাময়,
আছেন যে পরমেশ সবার উপরে,
তাঁর বাস ধর্ম্ম স্থানে আনন্দিত করে।
৫ নাহি হবে বিচলিত, ঈশ মাঝে তার ;
করিবেন প্রাতে তিনি তার উপকার।
৬ বিজাতীয় গর্জ্জে, রাজ্য হয় বিচলিত ;
শুনাইলে রব হয় ধরা বিগলিত।
৭ বাহিনীগণের প্রভু সঙ্গী নিরন্তর ;
আমাদের উচ্চ দুর্গ যাকোবঈশ্বর।
৮ এস, কর ঈশ্বরের কর্ম্ম সন্দর্শন ;
করিলেন পৃথিবীতে কিরূপ ধ্বংসন।
৯ পৃথিবীর প্রান্তাবধি সে মহা ঈশ্বর
নিবৃত্ত করেন সব প্রচণ্ড সমর,
করেন ধনুক ভগ্ন, বড়শা খণ্ডন,
হুতাসনে রথ সব করেন দাহন।
১০ ক্ষান্ত হও, জান সবে আমিই ঈশ্বর ;
উন্নত বিজাতি মাঝে হব ধরাপর।
১১ বাহিনীগণের প্রভু সঙ্গী নিরন্তর ;
আমাদের উচ্চদুর্গ যাকোবঈশ্বর।

৪৭ গীত।

১ করতালি দেহ, ওহে সর্ব্বজাতি নর ;
হর্ষরবে ঈশ্বরের জয়ধ্বনি কর।
২ পরাৎপর পরমেশ অতি ভয়ঙ্কর,
রাজ-অধিরাজ তিনি পৃথিবী উপর।
৩ করেন মোদের বশ তিনি জাতিদলে,
করেন মানববৃন্দে স্থিত পদতলে।
৪ আমাদের অধিকার করেন নির্ণয়,
তাই প্রিয় যাকোবের শ্লাঘার বিষয়।
৫ করিলেন জয়ধ্বনি করি সনাতন,
তূরীধ্বনি পুরঃসর, স্বর্গে আরোহণ।
৬ কর ঈশ সঙ্কীর্ত্তন, কর সঙ্কীর্ত্তন,
মোদের রাজার কর ; করহ কীর্ত্তন।
৭ সমুদয় পৃথিবীর অধীপ ঈশ্বর ;
প্রবোধজনক গান তাঁর নামে কর।
৮ রাজত্ব করেন ঈশ বিজাতি-উপরে
বসেন আপন পূত সিংহাসনোপরে।
৯ হয়েছে একত্র জাতিগণ কর্ত্তাচয়ে,
অব্রামের ঈশ্বরের সবে প্রজা হয়ে ;
ঈশ্বরের পৃথিবীর সমস্ত ফলক ;
অতীব উন্নত সেই জগতপালক।

---

৪৮ গীত।

১ আমাদের ঈশ্বরের নগর-অন্তর,
তাঁহার পবিত্র, শুদ্ধ, পর্ব্বত উপর,
কীর্ত্তনীয় অতি, আর মহান্ ঈশ্বর।
২ উচ্চতায় রমনীয় সিয়োন পর্ব্বত,
করে তাহা আনন্দিত সমস্ত জগত ;

তাহার উত্তরপ্রান্ত, উত্তর তাহার,
সুশোভিত রাজধানী মহান রাজার।
৩ তাহার প্রাসাদ মাঝে ঈশ সনাতন
পরিচিত হন উচ্চ-দুর্গের মতন।
৪ হয়েছিল রাজগণ সভাস্থ, মিলিত,
হয়ে গেল একেবারে তাহারা অতীত।
৫ দেখিয়া স্তম্ভিত হলো তাহারা সকল,
পলায়ন করে সবে হইয়া বিহ্বল।
৬ ওই স্থানে তারা সবে হলো কম্পান্বিত,
প্রসবকারিণীসম হইল ব্যথিত।
৭ পূর্ব্বীয় বায়ুর দ্বারা, ঈশ মহাবল,
ভেঙ্গে থাক তর্শীশের জাহাজ সকল।
৮ বাহিনীগণের মহা-প্রভুর নগরে,
আমাদের ঈশ্বরের নগর-অন্তরে,
শুনেছিনু যাহা, তাহা করিনু দর্শন ;
করিবেন ঈশ তাহা চির-সংস্থাপন।
৯ তোমার প্রাসাদ মাঝে, ঈশ সর্ব্বাধার,
করিতেছি মোরা ধ্যান করুণা তোমার।
১০ যেমন তোমার নাম, প্রশংসা তেমনি,
উল্লঙ্ঘন করে, ঈশ, সমস্ত ধরণী ;
তোমার দক্ষিণ হস্ত, ওহে দয়াময়,
পরিপূর্ণ থাকে ধর্ম্মে সকল সময়।
১১ তোমার শাসন তরে সিয়োন অচল,
হোক হৃষ্ট, যিহূদার তনয়া সকল।
১২ কর প্রদক্ষিণ, কর সিয়োনে বেষ্টন,
তাহার সকল দুর্গ করহ গণন।
১৩ তার দৃঢ় প্রাচীরেতে দেহ সবে মন,
তার অট্টালিকা সব কর সন্দর্শন,

এরূপ করিলে ভাবি-বংশের সদন
করিতে পারিবে তুমি তাহার বর্ণন।
১৪ এই ঈশ আমাদের ঈশ নিরবধি,
দেখাবেন পথ তিনি মরণ অবধি।

---

৪৯ গীত।

১ ওহে জাতি সব, ইহা করহ শ্রবণ;
কর্ণপাত কর, ওহে ধরাবাসিগণ।
২ সামান্যের কিম্বা মান্য লোকের সন্তান,
নির্ব্বিশেষে শুন দুঃখী কিম্বা ধনবান।
৩ প্রজ্ঞার বচন আমি মুখেতে বলিব,
বুদ্ধির বিষয় চিন্তা মনেতে করিব।
৪ দৃষ্টান্ত কথাতে আমি পাতিব শ্রবণ,
বীণাযন্ত্রে প্রকাশিব সুগূঢ় বচন।
৫ শঠের দুষ্টতা মোরে করিলে বেষ্টন,
এ সঙ্কটে হবে ভয় কিসেরি কারণ?
৬ যারা নিজ২ ধনে করয়ে নির্ভর,
সম্পত্তিবাহুল্যে শ্লাঘা করয়ে বিস্তর,
৭ তাহাদের মধ্যে কেহ কোনই প্রকারে
পারে না করিতে মুক্ত আপন ভ্রাতারে,
প্রায়শ্চিত্ত করণার্থ নিজেরি কারণ
নাহি দিতে পারে কিছু ঈশ্বরে কখন।
৮ তাদের প্রাণের মুক্তি দুর্মূল্য, দুষ্ক্রয়,
অনন্তকালেও তাহা সাধ্য নাহি হয়।
৯ তবে কি অনন্তজীবী সে জন হইবে?
ক্ষয়স্থান নাহি সে কি দর্শন করিবে?
১০ অবশ্য দেখিবে; মরে জ্ঞানী লোকচয়,
স্থূলবুদ্ধি, পশুসম, লোকে নষ্ট হয়,

অন্যাদের জন্যে সেই সব মূর্খজন,
রেখে যায় দেখ ধন আপনহ ।
১১ ভাবে তারা নিজ বাটী রবে চিরকাল,
পুরুষানুক্রমে রবে আবাস সকল ;
সেই লোক সকলেতে এমন অজ্ঞান,
ভূমির উপরে করে স্বনাম প্রদান ।
১২ কিন্তু ঐশ্বর্য্যেতে স্থির নাহি থাকে নর ;
পশুর সমান সব মানব নশ্বর ।
১৩ এই ত তাদের পথ, তাদের গমন,
এ হেন মূর্খতা তারা করে প্রদর্শন ।
তথাপি অন্যেরা আসি তাহাদের পরে
তাহাদের বচনের পোষকতা করে ।
১৪ পাতালে চালিত হবে তারা মেষমত,
চরাইবে তাহাদিগে মরণ সতত ;
যেই সব লোক হয় সরলঅন্তর,
করিবে কর্তৃত্ব প্রাতে তাদের উপর ;
তাহাদের রূপ সব বিনষ্ট হইবে,
পাতালেতে নির্ব্বাসিত তাহারা থাকিবে ।
১৫ পাতালের শক্তি হতে ঈশ সনাতন
করিবেন কিন্তু মম প্রাণেরে মোচন ;
কেননা আমারে তিনি করিবা গ্রহণ ।
১৬ ধনবান হলে কেহ নাহি পেয়ো ভয়,
কুলের প্রতাপ তার যদি বৃদ্ধি হয় ।
১৭ মরণ সময়ে কিছু সঙ্গে না যাইবে,
প্রতাপ না তার অনু-গমন করিবে ।
১৮ যখন আছিল সেই জীবিত দশায়,
করিত সে ধন্যবাদ আপন আত্মায় ;
যবে তুমি আপনার করিবে মঙ্গল,

করিবে তোমারো স্তব মানব সকল।
১৯ ওর প্রাণ পিতৃগণ বাসস্থানে যাবে,
যাহারা দীপ্তির কভু দর্শন না পাবে।
২০ ঐশ্বর্য্যভূষিত কিন্তু বুদ্ধিহীন নর
নশ্বর পশুর সম, পশুর শোসর।

---

৫০ গীত।

১ কহিলেন কথা ঈশ, পরম ঈশ্বর,
উদয় অচলে যথা উঠে দিবাকর
তথা হতে যথা অস্ত যাইবার স্থান
তদবধি পৃথিবীকে করিলা আহ্বান্।
২ সিয়োন অচল যেই সম্পূর্ণ সুন্দর,
তা হতে বিরাজমান হলেন ঈশ্বর।
৩ আসিছেন আমাদের ঈশ সনাতন,
থাকিবেন নাহি তিনি নীরব কখন;
করিতেছে গ্রাস তাঁর সম্মুখে অনল,
তাঁর চতুর্দ্দিগে ঝড় হতেছে প্রবল।
৪ বিচার করিতে তিনি নিজ প্রজাগণে
ডাকিছেন পৃথিবীকে, ঊর্দ্ধস্থ গগনে।
৫ মম কাছে বলিদান করি সমুচিত
করেছে নিময় যারা আমার সহিত,
তোমরা আমার সেই সাধুলোকগণে
কর, কর, একত্রিত আমার সদনে।
৬ করিতেছে স্বর্গ তাঁর ধর্ম্ম অবগত,
বিচার করিতে ঈশ আপনি উদ্যত।
৭ আমি কহি, শুন, ওহে মম প্রজাগণ;
ওহে ইস্রায়েল, তুমি করহ শ্রবণ,

তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিই নিরন্তর।
আমিই ঈশ্বর, আমি তোমার ঈশ্বর।
৮ বলিদান জন্য তোমা করি না ভর্ৎসন,
তব হোমবলি নিত্য আমার সদন।
৯ লইব না বৃষ আমি গৃহ হতে তব,
তোমার খোঁয়াড় হতে ছাগ নাহি লব।
১০ বনচারি জীবসম মম অধিকার,
পর্ব্বতীয় পশুচয় সকলি আমার।
১১ পর্ব্বতগণের সব পক্ষী আমি জানি,
মম হস্তগত, ক্ষেত্রে আছে যত প্রাণী।
১২ ক্ষুধিত হইলে নাহি বলিব তোমায়;
পৃথিবী আমার, তার বস্তু সমুদায়।
১৩ বলিষ্ঠ বৃষের মাংস আমি কি খাইব?
ছাগলের রক্ত পান আমি কি করিব?
১৪ স্তব বলিদান কর ঈশ্বরগোচর,
আপন মানত তাঁর কাছে পূর্ণ কর।
১৫ সঙ্কটে আমারে তুমি করহ আহ্বান,
উদ্ধারিব, তুমি মোরে করিবে সম্মান।
১৬ বলেন ঈশ্বর কিন্তু অধার্ম্মিক জনে,
আমার নিয়ম কথা আনিতে বদনে,
আমার ব্যবস্থা সব করিতে প্রচার,
কি বা অধিকার তব, কি বা অধিকার?
১৭ তুমি তো করহ ঘৃণা উপদেশাবলি,
ফেলে থাক মম বাক্য পশ্চাতে সকলি।
১৮ চোর দেখি হও তুমি তাতে অনুরাগী,
ব্যভিচারিদের তুমি হও সহভাগী।
১৯ হিংসারূপ ক্ষেত্রে মুখ চরিয়া বেড়ায়,
বুনিতেছ ছলরূপ জাল রসনায়।

২০ ভ্রাতার বিরুদ্ধে কথা বলহ বসিয়া,
সোদরের নিন্দা তুমি থাকহ করিয়া।
২১ আসিতেছ তুমি করি কর্ম্ম এই সব,
তথাপি রয়েছি আমি হইয়া নীরব,
আমিও তোমার মত হইব নিশ্চয়,
তাতে তব মনে হেন ভাব উপজয় ;
কিন্তু আমি অনুযোগ তোমারে করিব,
তোমার সাক্ষাতে সব সাজায়ে রাখিব।
২২ ঈশ্বর-বিস্মৃত ওহে মানবনিকর,
সাবধান হও, ইহা বিবেচনা কর ;
নতুবা করিব আমি সবে বিদারণ,
উদ্ধারিতে থাকিবেক নাহি কোন জন।
২৩ যেই জন স্তবরূপ করে বলিদান,
সেই জন কোরে থাকে আমারে সম্মান ;
সরল আপন পথ করে যেই জন,
ঈশ-কৃত ত্রাণ তারে করাব দর্শন।

---

৫১ গীত।

১ নিজ দয়া অনুসারে, হে মহা ঈশ্বর,
করহ করুণা তুমি আমার উপর ;
আপনার করুণার বাহুল্যকারণ
আমার অধর্ম্ম সব করহ মার্জ্জন।
২ নিঃশেষে করহ ধৌত কলুষ আমার,
মম পাপ হতে মোরে কর পরিষ্কার।
৩ আমার অধর্ম্ম সব আমার গোচর,
আছে মম পাপ মম কাছে নিরন্তর।
৪ তোমার বিরুদ্ধে, শুদ্ধ বিরুদ্ধে তোমার,
করিয়াছি পাপ আমি কত শতবার ;

তোমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, কদাকার,
করিয়াছি, পরমেশ, তাহা বারবার ;
অতএব নিজ বাক্যে ধার্ম্মিক রহিবে,
আপন বিচারে, ঈশ, নির্দ্দোষ হইবে।
৫ দেখ, হইয়াছে পাপে আমার জনন,
অধর্ম্মে করিলা মাতা উদরে ধারণ।
৬ আন্তরিক সত্যে প্রীত তোমার হৃদয় ;
গোপনে প্রজ্ঞার শিক্ষা দিবে, দয়াময়।
৭ এসোবে করহ শুদ্ধ, শুচিতা লভিব,
ধৌত কর, শুক্ল হিম অপেক্ষা হইব।
৮ আনন্দ, হর্ষের বাক্য মোরে শুনাইবে ;
তব কৃত চূর্ণ অস্থি প্রফুল্ল হইবে।
৯ সব পাপপ্রতি কর মুখ আচ্ছাদন,
মম অপরাধ সব করহ মার্জ্জন।
১০ বিশুদ্ধ অন্তর, ঈশ, করহ সৃজন,
অন্তরে সুস্থির আত্মা করহ নূতন।
১১ তোমার সম্মুখ হতে করো না অন্তর,
আমা হতে পবিত্রাত্মা লয়ো না, ঈশ্বর।
১২ তবকৃত ত্রাণানন্দ দেহ পুনরায়,
আমারে ধরিয়া রাখ উদার আত্মায়।
১৩ দুষ্টজনে তব পথ দিব শিখাইয়া,
পাপিরা তোমার প্রতি আসিবে ফিরিয়া।
১৪ হে ঈশ্বর, ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর আমার,
রক্তপাত-দোষ হতে করহ উদ্ধার,
তাহাতে আমার জিহ্বা, ওহে সনাতন,
করিবে তোমার ধর্ম্মে হর্ষ সঙ্কীর্ত্তন।
১৫ ওহে প্রভো, ওষ্ঠাধর খুলহ আমার,
করিবে বদন তব প্রশংসা প্রচার।

১৬ চাহ না, নতুবা বলি দিতাম নিশ্চয়,
হোমেতেও তব হর্ষ নাহি উপজয়।
১৭ ঈশ্বরের গ্রাহ্য যজ্ঞ বিভগ্ন আত্মন্;
করিবে না তুচ্ছ, ঈশ, ভগ্ন, চূর্ণ মন।
১৮ কৃপায় সিয়োনে কর মঙ্গল প্রদান,
যিরূশালেমের কর প্রাচীর নির্ম্মাণ।
১৯ ধর্ম্ম যজ্ঞে, হোমে, তবে, ঈশ সনাতন,
পূর্ণ আহুতিতে প্রীত হইবে তখন;
তবে লোকগণে তব বেদির উপর
উৎসর্গিবে বৃষগণে, হে মহা ঈশ্বর।

---

৫২ গীত।

১ ওহে বীর, হিংসাভাবে কেন শ্লাঘা কর?
ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকে নিরন্তর।
২ শাণিত ক্ষুরের ন্যায় তোমার রসনা
কাপট্য সাধন করে, দুষ্টতা কল্পনা।
৩ সৎক্রিয়া হতে মন্দ কর্ম্মে তুমি প্রীত,
ধর্ম্ম বাক্যাপেক্ষা মিথ্যা বাক্যে হৃষ্টচিত।
৪ ওহে ছলপ্রিয় জিহ্বে, তুমি চিরকাল
যাবতীয় বিনাশক কথা বাস ভাল।
৫ ঈশ্বরো করিবা তোমা চির-উৎপাটন,
তোমাকে তুলিয়া তাম্বু-হতে নিষ্কাশন,
জীবিত লোকের দেশ-হতে উন্মূলন।
৬ তাহা দেখি ধার্ম্মিকেরা শঙ্কিত হইবে,
তার প্রতি উপহাস করিয়া বলিবে,
৭ "দেখ, ওই ব্যক্তি ঈশে নাহি করি বল
করিত প্রচুর ধনে নির্ভর কেবল;
দুষ্টতায় আপনারে করিত সবল।"

৮ আমি ঈশ-বাটীস্থিত জিতবৃক্ষ প্রায়,
হরিত বর্ণের পর্ণে যাহা শোভা পায় ;
সেই ঈশ্বরের মহা দয়ার উপর
হলাম বিশ্বাসী আমি যুগ যুগান্তর।
৯ করিয়াছ তুমি, নিজ কর্ত্তব্য সাধন,
তাই তব গুণ নিত্য করিব কীর্ত্তন ;
তোমার নামের, তব সাধুগণ ঠাঁই,
অপেক্ষা করিব আমি, উত্তম তাহাই।

---

৫৩ গীত।

১ "ঈশ নাই," মনে২ বলে মূঢ় জন।
তারা নষ্ট, ঘৃণ্য কর্ম্মে ব্যস্ত অনুক্ষণ ;
সৎকর্ম্ম কেহ নাহি করয়ে কখন।
২ জ্ঞানী, আর ঈশতত্ত্ব যারা চেষ্টা করে,
আছে কি না হেন লোক জানিবার তরে,
স্বর্গ হতে পরমেশ করেন দর্শন,
মনুষ্যসন্তান প্রতি ফিরান নয়ন।
৩ সকলে বিকারপ্রাপ্ত, বিপথেতে যায় ;
সৎকর্ম্ম কেহ নাহি করে এ ধরায়।
৪ এ সব অধর্ম্মাচারি এত কি অজ্ঞান ?
নাহিক কি ইহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান ?
মম লোকে করে গ্রাস অন্নের মতন,
প্রভুরে ডাকিয়া কভু না করে প্রার্থন।
৫ ও নির্ভয় স্থানে তারা পেল বড় ভয় ;
কেননা বিরুদ্ধে তব যেই লোকচয়
করেছিল ব্যূহ, অস্থি তাদের সবার
ফেলিলেন চারিদিগে ঈশ সর্ব্বাধার ;
পরমেশ তাহাদ্দিগে নিগ্রহ করিলে

সেই সব জনে তুমি বহু লজ্জা দিলে ।
৬ সিয়োন হইতে হোক্ ইস্রেলের ত্রাণ ;
প্রজারে দাসত্ব হতে দিলে মুক্তিদান
যাকোবের বংশ সবে হবে উল্লাসিত,
ইস্রেলের বংশ হবে অতি হৃষ্টচিত ।

---

৫৪ গীত ।

১ নামগুণে কর, ঈশ, আমারে উদ্ধার,
নিজ পরাক্রমে কর আমার বিচার ।
২ আমার প্রার্থনা, ঈশ, করহ শ্রবণ,
আমার মুখের বাক্যে পাতহ শ্রবণ ।
৩ উঠেছে বিপক্ষে মম অজ্ঞাত লোকেরা,
নাশিতে আমার প্রাণ ভীম বিক্রান্তেরা
করিতেছে চেষ্টা ; তারা আপন গোচরে
রাখে না, রাখে না, কভু রাখে না ঈশ্বরে ।
৪ আমার সাহায্য, দেখ, করেন ঈশ্বর ;
তিনি মম প্রাণরক্ষা-কারির ভিতর ।
৫ যারা ছিদ্র অন্বেষণ করয়ে আমার,
বর্ত্তিবে তাদের প্রতি ফল দুষ্টতার ;
তুমি নিজ সত্যে কর তাদিগে সংহার ।
৬ তোমার উদ্দেশে স্বেচ্ছা-দত্ত বলিদান
করিব, করিব আমি, করুণানিধান,
তোমার নামের আমি করিব কীর্ত্তন,
কেননা উত্তম তাহা জানি, সনাতন ।
৭ তাহাই সঙ্কটে করে আমার উদ্ধার,
বিপক্ষের দণ্ড দেখে নয়ন আমার ।

---

৫৫ গীত।

১ কর্ণপাত কর, ঈশ, আমার প্রার্থনে,
লুক্কায়িত হয়োনাক মম নিবেদনে।
২ মম প্রতি অবধান করিয়া, ঈশ্বর,
করুণা করিয়া দাও আমারে উত্তর;
শত্রুর হুঙ্কার আমি করিয়া শ্রবণ
দুর্জ্জনের উপদ্রব করিয়া দর্শন
ভাবনাতে ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া
করিতেছি শোক কত ব্যাকুল হইয়া।
৩ তারা পাপ-দোষারোপ করে মমোপরে,
ক্রোধ করি তারা মম বিপক্ষতা করে।
৪ অন্তরে হতেছে চিত্ত বড়ই ব্যথিত;
করিয়াছে মৃত্যুভয় মোরে আক্রমিত।
৫ আবেশ করিছে মোরে কম্প আর ভয়,
মহাত্রাসে হইতেছি আচ্ছন্নহৃদয়।
৬ বলি, কপোতের মত যদি পক্ষ পাই,
উড়িয়া বাসায় তবে আমি চলে যাই;
৭ ভ্রমণ করিয়া তবে সুদূরে যাইব,
প্রান্তর-অন্তরে আমি বসতি করিব।
৮ রক্ষা পেতে হতে ঝড়, উগ্র সমীরণ,
করিব ত্বরায় অতি আমি পলায়ন।
৯ উহাদিগে গ্রাস তুমি কর, সর্ব্বাধার,
অনৈক্য জন্মাও উহা-দের রসনার;
কেননা, হে পরমেশ, নগর মাঝারে
দৌরাত্ম্য, কলহ আমি পাই দেখিবারে।
১০ দিবস রজনী তাহা প্রাচীর উপরে
আপন নগর, দেখ, প্রদক্ষিণ করে,
অন্যায়, আয়াস, থাকে তাহার অন্তরে।

১১ তার মধ্যে অবস্থান করে দুরাচার ;
শঠতা, ছলনা চক ত্যজেনা তাহার।
১২ ধিক্কার দিতেছে কোন শত্রু তাহা নয়,
তাহা হলে করিতাম সহ্য, দয়াময় ;
করিলে বিপক্ষ দর্প আমার উপর
লুকাতাম আপনারে তা হতে, ঈশ্বর।
১৩ কিন্তু তুমি সমকক্ষ, আত্মীয় আমার,
করিতেছ তুমি মিত্র এই দুরাচার।
১৪ করিতাম এক সঙ্গে মিষ্ট আলাপন,
জনতার সঙ্গে ঈশ-মন্দিরে গমন।
১৫ মৃত্যু আসি তাহাদের সবারে ধরুক ;
জীবিত দশায় তারা পাতালে নামুক ;
কেননা দুষ্টতা থাকে তাদের অন্তরে,
করে বাস তাহাদের আবাস ভিতরে।
১৬ প্রার্থনা করিব ঈশে করিয়া আহ্বান,
তাহাতে আমারে তিনি করিবেন ত্রাণ।
১৭ সায়াহ্নে, মধ্যাহ্নে, প্রাতে, ধ্যানমগ্ন হব,
করিব বিলাপ, তিনি শুনিবেন রব।
১৮ দয়া করি মম প্রাণ হতে ঘোর রণ
করিলেন সেই জন কুশলে মোচন ;
আমার বিরোধী হয়ে-ছিল বহু জন।
১৯ শুনি তাহাদিগে ঈশ দিবেন উত্তর ;
নিরবধি বসি তিনি সিংহাসনোপর।
উহাদের হয় নাই কভু দশান্তর,
ঈশ্বরে তাহাই তারা নাহি করে ডর।
২০ করেছে সে মিত্রোপরে হস্ত উত্তোলন,
করিয়াছে আপনার নিয়ম লঙ্ঘন।
২১ মুখ তার নবনীত অপেক্ষা কোমল,

কিন্তু তার চিত্ত ব্যগ্র সমরে কেবল;
তৈলাপেক্ষা স্নিগ্ধ সব তাহার বচন,
তবু তাহা বিকোষিত খড়্গের মতন।
২২ ঈশ্বরে আপন ভাগ্য করহ অর্পণ;
করিবেন তিনি তব ভরণপোষণ;
ধার্ম্মিক লোকেরে কভু হতে বিচলিত,
দিবেন না তিনি, আমি জানি তা নিশ্চিত।
২৩ ক্ষয়কূপে নামাইবে তাদিগে, ঈশ্বর;
রক্তপাতি আর সব ছলপ্রিয় নর
অর্দ্ধেক আয়ুও নাহি পাইবে কখন;
তোমাতে নির্ভর কিন্তু করিবে এ জন।

---

৫৬ গীত।

১ ওহে পরমেশ, দয়া কর মোর প্রতি,
কেননা গ্রাসিতে মোরে নর ব্যগ্র অতি;
সেই জন সারাদিন করিয়া সমর
উপদ্রব করে বড় আমার উপর।
২ সারাদিন মোরে গ্রাস করিবার তরে
ব্যগ্র, যারা মম ছিদ্র অন্বেষণ করে;
হইয়া উন্নতশির বহুসংখ্য নর
আমার বিরুদ্ধে, ঈশ, করিছে সমর।
৩ যখন হৃদয়ে মম হয় বড় ভয়,
নির্ভর তোমাতে তবে করি, দয়াময়।
৪ ঈশের সাহায্যে আমি হইয়া সবল
প্রশংসা করিব তাঁর বচন সকল;
করেছি নির্ভর ঈশে, করিব না ভয়;
কি করিবে মোর যাহা মাংসপিণ্ডময়?
৫ সারাদিন সেই সব দুরাচার নরে

আমার বাক্যের কত ভিন্ন অর্থ করে,
তাদের সঙ্কল্প সব বিরুদ্ধে আমার,
করে স্থির করিবারে মম অপকার।
৬ সেই সব দুষ্ট জন হয়ে একত্রিত
আমার বিরুদ্ধে করে চর নিয়োজিত,
মম পদচিহ্ন তারা করয়ে দর্শন,
প্রতীক্ষায় আছে প্রাণ করিতে নিধন।
৭ এমত অধর্ম্মে তারা বাঁচিবে কেমনে ?
ক্রোধে নিপাতিত, ঈশ, কর জাতিগণে।
৮ করিছ গণনা তুমি আমার ভ্রমণ ;
রাখ মম নেত্রনীর কুপাতে আপন ;
তারা কি তোমার গ্রন্থে নাহিক লিখিত ?
লিখিত খাতায় তব আছেত নিশ্চিত।
৯ উচ্চৈঃস্বরে যবে আমি করিব প্রার্থন,
অবশ্য বিমুখ হবে মম শত্রুগণ ;
ভালরূপে জানি তাহা, জানি তা নিশ্চয়,
কেননা সপক্ষ মম ঈশ দয়াময়।
১০ ঈশ্বরের গুণে তাঁর বাক্য প্রশংসিব,
প্রভুর গুণেতে বাক্য প্রশংসা করিব।
১১ করেছি নির্ভর ঈশে, করিব না ভয় ;
কি করিতে পারে মম মানবনিচয় ?
১২ মমোপরে আছে, ঈশ, মানত তোমার,
দিব হে তোমারে স্তব-গান উপহার।
১৩ রক্ষিয়াছ মম প্রাণ হইতে মরণ ;
নাহি কি স্খলন হতে রক্ষিবে চরণ ?
যাহাতে জীবিত লোক-দিগের দীপ্তিতে
ঈশের সম্মুখে পাই সদাই চলিতে।

---

৫৭ গীত।

১ কৃপা কর মম প্রতি, কর কৃপাবান,
তোমার শরণাগত আমার এ প্রাণ;
যাবত ব্যাসন এই অতীত না হয়,
তব পক্ষছায়ে আমি লই হে আশ্রয়।
২ পরাৎপর পরমেশ, মম উপকারি,
আহ্বান করিব আমি উদ্দেশে তাঁহারি।
৩ পাঠাইয়া স্বর্গ হতে মোরে সর্ব্বাধার
রক্ষিবেন হতে গ্রাস-কারির ধিক্কার।
করিবেন আপনার করুণা প্রেরণ,
পাঠাবেন আপনার সত্য সেই জন।
৪ সিংহসনে মম প্রাণ রহে নিরন্তর,
সিংহদলমধ্যে বাস করিছে অন্তর;
মনুষ্যসন্তান, যারা অগ্নিশিখাপ্রায়,
তাহাদের সনে হয় শুয়িতে আমায়;
বড়শা শরের সম তাদের দশন,
তাহাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড্গের মতন।
৫ স্বর্গোপরে, পরমেশ, হও প্রতিষ্ঠিত,
ধরায় হউক তব মহিমা উদিত।
৬ মম পদতরে তারা জাল পেতেছিল,
তাহাতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল;
আমার সম্মুখে খাত করিল খোদিত,
আপনারা তার মধ্যে হইল পতিত।
৭ মম চিত্ত স্থির, ঈশ, সুস্থির অন্তর;
করিব সঙ্গীত আমি, গান নিরন্তর।
৮ জাগ হে নেবল, বীণে; জাগ, শ্রী আমার;
অরুণেরে জাগাইব, ত্যজি নিদ্রাভার।
৯ জাতিদের মধ্যে আমি, ওহে দয়াবান,

করিব সানন্দ মনে তব স্তব গান ;
জনগণমাঝে করি গান মনোহর
তোমার কীর্ত্তন আমি করিব ঈশ্বর ।
১০ আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চ করুণা তোমার,
তব সত্য মেঘমালা পর্য্যন্ত বিস্তার ।
১১ স্বর্গোপরে, পরমেশ, হও প্রতিষ্ঠিত,
ধরায় হউক তব মহিমা উদিত ।

---

৫৮ গীত ।

১ কেমন হে ? তোমাদের এ ভাব কেমন ?
ধর্ম্মনীতি কহিতে কি বোবার মতন ?
মনুষ্যসন্তানবর্গ, করি মুখ ভার,
এরূপে কি করিতেছ যথার্থ বিচার ?
২ সাধিছ দুষ্টতা সবে বরঞ্চ অন্তরে,
দেশে উপদ্রব তৌল করিছ স্বকরে,
৩ দুরাচার দুষ্টগণ গর্ভাশয়াবধি
দম্ভভাবে বিপথেতে চলে নিরবধি,
যদবধি হয় তারা ভূমিতে পতন,
তদবধি মিথ্যা কহি করে বিচরণ ।
৪ সর্পের বিষের সম তারা বিষ ধরে,
যেই কালসর্প নিজ কর্ণরোধ করে,
৫ মন্ত্রপাঠে পারদর্শি সর্প বৈদ্যরব
শুনে না যে সর্প, তারি মত তারা সব ।
৬ তাদের মুখের দন্ত ভাঙ্গ, সনাতন ;
সেই যুব সিংহদের কসের দশন
কর, পরমেশ, তুমি কর উৎপাটন ।
৭ স্রোতোজল সম তারা বিলীন হইয়া
জানি, পরমেশ, সবে যাইবে বহিয়া,

তাদের আকৃষ্ট বাণ হইবে বিফল,
ভগ্নাগ্র শরের সম হবে সে সকল।
৮ গলিত শম্বূকসম তারা গলে যাবে,
গর্ভস্রাবসম সূর্য্য দেখিতে না পাবে।
৯ তোমাদের স্থালী সব কন্টকের জ্বাল
টের নাহি পেতেং ঘটিবে জঞ্জাল,
কি বা পক্ক কি অপক্ক সকলি ঈশ্বর
দিবেন উড়ায়ে করি বাত্যা ভয়ঙ্কর।
১০ প্রতীকার দেখি হৃষ্ট হবে সাধুজন,
করিবে দুর্জ্জনরক্তে পাদ প্রক্ষালন।
১১ বলিবেক লোকে, 'সত্য সাধু ফল পায়,
বিচারক ঈশ এক আছেন ধরায়।'

---

৫৯ গীত।

১ শত্রুগণ হতে মোরে উদ্ধার, ঈশ্বর,
হইতে বিপক্ষগণ মোরে রক্ষা কর।
২ পাপাচারী হতে রক্ষা কর, দয়াবান,
রক্তপাতী নর হতে কর মোরে ত্রাণ।
৩ মম প্রাণতরে তারা আছে লুক্কায়িত,
বলিষ্ঠে বিরুদ্ধে মম হয় একত্রিত;
কিন্তু তুমি ভালমতে জান, দয়াময়,
আমার অধর্ম্ম কিম্বা পাপতরে নয়।
৪ অপরাধ মম কোন নাহিও পাইয়া
প্রস্তুত হতেছে তারা দৌড়িয়া আসিয়া;
করিতে সাক্ষাত মোরে, ঈশ সনাতন,
জাগ্রত হইয়া তুমি করহ দর্শন।
৫ ওহে প্রভো পরমেশ, ওহে সৈন্যেশ্বর,
ওহে ইস্রেয়েলের ঈশ, হে মহা ঈশ্বর,

জাগ প্রতিফল দিতে বিজাতীয়গণে,
করো না করুণা দুষ্ট অবিশ্বাস্য জনে।
৬ সায়াহ্নে ফিরিয়া আসি কুক্কুরের প্রায়
উচ্চ রব করি তারা নগরে বেড়ায়।
৭ তাহারা দেখহ মুখে উদ্গার করিছে,
তাহাদের মুখ হতে লালা পড়িতেছে;
তাদের ওষ্ঠেতে খড়্গ থাকে অনুক্ষণ,
কেননা তাহারা বলে, কে করে শ্রবণ?
৮ করিবে হে ঠাট্টা ঈশ, সেই সব জনে,
করিবে বিদ্রূপ তুমি বিজাতীয়গণে।
৯ তার শক্তি দেখি করি তব প্রতীক্ষণ;
ঈশ্বর আমার উচ্চ দুর্গের মতন।
১০ রবেন সম্মুখে মম দয়ালু ঈশ্বর,
হইবেন দয়াবান মম অগ্রসর;
যাহারা আমার ছিদ্র অন্বেষণ করে
তাহাদের দণ্ড তিনি দেখাবেন মোরে।
১১ তাহাদিগে নাহি তুমি করিও সংহার,
নতুবা ভুলিবে তাহা প্রজারা আমার;
তাদিগে আপন বলে করিয়া কম্পিত
হে প্রভো, মোদের ঢাল, কর নিপাতিত।
১২ তাদের ওষ্ঠের বাক্যে পাপ উপজয়;
নিজ অহঙ্কারে যেন সেই নরচয়
অভিশাপ আর মিথ্যা কথাবার্ত্তা তরে
সকলেতে পড়ে ধরা এ ধরা উপরে।
১৩ তাহাদিগে ক্রোধে তুমি করহ সংহার,
যেন সে সবারে দেখা নাহি যায় আর;
কর্ত্তৃত্ব করেন ঈশ যাকোব বংশেতে,
ধরাপ্রান্তাবধি জানা যাইবে তাহাতে।

১৪ সায়াহ্নে ফিরিয়া যেন কুক্কুরের প্রায়
উচ্চরব করি তারা নগরে বেড়ায়।
১৫ খাদ্যের চেষ্টাতে তারা করিবে ভ্রমণ,
তৃপ্ত নাহি হয়ে রাত্রি করিবে যাপন।
১৬ তুমি মম উচ্চদুর্গ হলে, দয়াময়,
সঙ্কটের দিনে হলে আমার আশ্রয়;
তাই তব শক্তি আমি সঙ্গীতে কীৰ্ত্তিব,
তব দয়াতরে প্রাতে আনন্দ করিব।
১৭ ওহে মম বলসম ঈশ সৰ্ব্বাধার,
সঙ্গীত করিব আমি উদ্দেশে তোমার;
তুমিই আমার উচ্চ দুর্গের মতন,
আমার দয়ালু ঈশ তুমি, সনাতন।

---

৬০ গীত।

১ আমাদিগে ত্যাগ তুমি করেছ, ঈশ্বর,
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ পৃথিবী উপর,
করিয়াছ ক্রোধ তুমি আমাদের প্রতি;
ফির, পরমেশ, তুমি ফিরহ সম্প্রতি।
২ করেছ বিদীর্ণ দেশে, করেছ কম্পিত,
ক্ষত সুস্থ কর, তাহা হয় বিচলিত।
৩ নিজ প্রজাগণে তুমি কষ্ট দেখায়েছ,
আমাদিগে মত্তকারী মদ পিয়ায়েছ।
৪ দিয়াছ পতাকা এক ভয়কারিগণে,
উঠায় তারা তা যেন সত্যের কারণে।
৫ ইথে তব প্রিয়লোক যেন, সৰ্ব্বাধার,
সকল বিপদ হতে পায় হে উদ্ধার;
নিজ ডানি হস্তে করি আমাদিগে ত্রাণ
প্রদান উত্তর তাই, করুণানিধান।

৬ কহিলেন পরমেশ নিজ সাধুতায়,
উল্লাস করিব আমি বিজয়ীর প্রায় ;
শিখিম স্বহস্তে আমি বিভাগ করিব,
সুক্কোতের তলভূমি সকলি মাপিব ।
৭ গিলিয়দ মম, আর মনঃশি আমার,
ইফ্রয়িম শিরস্ত্রাণ হয়েছে এবার ;
যিহুদা ব্যবস্থাপক হইয়াছে মম ;
৮ মোয়াব আমার প্রক্ষা-লন পাত্র সম ;
করিব ইদোমপরে পাদুকা বিস্তার,
পলেষ্টিয়া, জয়ধ্বনি করিবা আমার ।
৯ দুর্গম নগরে মোরে কে বা লয়ে যাবে ?
ইদোম পর্য্যন্ত পথ কেই বা দেখাবে ?
১০ ওহে পরমেশ, ওহে সর্ব্বশক্তিমান,
তুমি কি করিবে নাহি তাহা, দয়াবান ?
আমাদিগে ত্যাগ তুমি করেছ, ঈশ্বর,
আমাদের সৈন্যমধ্যে গমন না কর ।
১১ সাহায্য করহ তুমি সঙ্কটসময় ;
মনুষ্যের উপকার বৃথা, দয়াময় ।
১২ ঈশের সাহায্যে হব বীরের মতন ;
করিবেন অরিগণে তিনিই মর্দ্দন ।

---

৬১ গীত ।

১ আমার কাকুক্তিরব শুনহ, ঈশ্বর,
মম প্রার্থনায় তুমি অবধান কর ।
২ চিত্তের উদ্বেগে আমি ধরা-প্রান্ত হতে
প্রার্থনা তোমারে ডাকি করি বিধিমতে,
আমার দুর্গম্য কোন উচ্চ শৈলোপর
দয়া করি লয়ে যাও মোরে, সর্ব্বেশ্বর ।

৩ কেননা আশ্রয় মম তুমি, দয়াবান,
শত্রুনিবারক দৃঢ় দুর্গের সমান।
৪ যুগে২ বাস তব তাম্বুতে করিব,
তব পক্ষঅন্তরালে আশ্রয় লইব।
৫ কেননা শুনেছ, ঈশ, মানত আমার,
তব নামে ভয় যারা করে, সর্ব্বাধার,
দিয়াছ আমারে তাহা-দের অধিকার।
৬ নৃপতির আয়ু তুমি বাড়াইয়া দিবে,
পুরুষে২ বর্ষ তাহার থাকিবে।
৭ ঈশ ঠাঁই চিরতরে রবে সুখাসীন;
দয়া, সত্যদ্বারা তারে রক্ষ চিরদিন।
৮ তবে তব নাম নিত্য করিব কীর্ত্তন,
পুরাইব দিন২ মানত আপন।

---

৬২ গীত।

১ মম প্রাণ মৌনভরে, ঈশের অপেক্ষা করে,
তাঁহা হতে মোর ত্রাণ হয়।
২ তিনি মম ত্রাণধর, উচ্চ দুর্গ সে ঈশ্বর,
চলিত না হব অতিশয়॥
৩ তোমরা হে কত কাল, হইয়া বিষম কাল,
এক জনে বল আক্রমিবে?
হেলিত ভিত্তির প্রায়, ভঙ্গনীয় বেড়া ন্যায়,
সকলে তাহারে আঘাতিবে?
৪ উচ্চ পদ হতে তারে, নিপাতিত করিবারে,
মন্ত্রণা উহারা সবে করে।
মিথ্যা কহি থাকে সুখে, আশীর্ব্বাদ করে মুখে,
কিন্তু শাপ দেয় যে অন্তরে॥
৫ মৌন ভাবে, হে অন্তর, ঈশের অপেক্ষা কর,

তাঁহা হতে হই প্রত্যাশিত।
৬ তিনি মম ত্রাণধর, উচ্চ দুর্গ সে ঈশ্বর,
নাহি তাই হব বিচলিত॥
৭ এ দাসের পরিত্রাণ, করেন সে দয়াবান,
তাঁহা হতে প্রতাপ আমার।
তিনি শক্তিশিলা সম, তিনিই আশ্রয় মম,
আশাভূমি সেই সর্ব্বাধার॥
৮ ওহে পৃথিবীস্থ নর, তাঁহাতে নির্ভর কর,
রক্ষিবেন তবে দয়াময়।
যত কথা আছে মনে, ভেঙ্গে বল সেই জনে,
আমাদের তিনিই আশ্রয়॥
৯ অসার ইতরগণ, মিথ্যা যত মান্য জন,
ভদ্রাভদ্র সকলে অসার।
বসাইলে তুলাদণ্ডে, ঊর্দ্ধে উঠে সেই দণ্ডে,
বাষ্পাপেক্ষা তারা লঘুভার॥
১০ তোমরা হে সকলেতে, শ্লাঘা অপহরণেতে,
উপদ্রবে করো না নির্ভর।
হইলে বিপুল ধন, নাহি তাতে দিও মন,
দিও না হে তাহাতে অন্তর॥
১১ সেই ঈশ সর্ব্বাধার, বলেছেন একবার,
দুই বারো করেছি শ্রবণ।
পরমেশ বীর্য্যবান, পরাক্রান্ত শক্তিমান,
তাঁতে বল আছে অনুক্ষণ॥
১২ দয়ালুও তুমি প্রভু, দয়া ছাড়া নহ কভু,
তুমি, নাথ, করুণানিধান।
কেননা হে মহাবল, কর্ম্ম অনরূপ ফল,
তুমি সবে করহ প্রদান॥

---

৬৩ গীত।

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর ;
তব অন্বেষণ করি নিরন্তর ;
জলাভাবে শুষ্ক দেশ-অভ্যন্তরে,
মৃগতৃষ্ণাযুক্ত ভূমির ভিতরে,
তোমার নিমিত্তে তৃষিত অন্তর,
হয়েছে আতুর মম কলেবর।
২ পবিত্র স্থানেতে, যথা সর্ব্বক্ষণ
পেতাম, হে ঈশ, তোমার দর্শন,
তব পরাক্রম, প্রতাপ তোমার,
দেখিতে সেরূপ চাই হে আবার।
৩ প্রাণহতে তব দয়া শ্রেষ্ঠতর,
প্রশংসিত তোমা তাই ওষ্ঠাধর।
৪ সেই রূপে আমি, ওহে সনাতন,
তোমার প্রশংসা যাবত জীবন
তব ধন্যবাদ সতত করিব,
কৃতাঞ্জলি তব নামেতে হইব।
৫ তাহাতে মজ্জাতে, পুষ্টিতে যেমন,
তৃপ্ত মম প্রাণ হইবে তেমন ;
তবে হর্ষগান-কারি ওষ্ঠাধরে
করিবে এ মুখ প্রশংসা ঈশ্বরে।
৬ স্মরিলে তোমায় শয্যার উপরে
ধ্যান করি তোমা প্রহরে২।
৭ আমার সহায় হলে, দয়াবান ;
তব পক্ষছায়ে করি হর্ষগান।
৮ তব অনুরাগী আমার এ মন ;
ডানি হস্তে মোরে করিছ ধারণ।
৯ কিন্তু তারা নিজ বিনাশ কারণ

মম প্রাণ চায় করিতে নিধন ;
জানি ভালমতে তাহারা সকলে
নামিয়া যাইবে পৃথিবীর তলে ।
১০ খড়্গের হস্তে হবে সমর্পিত,
শৃগালের খাদ্য হইবে নিশ্চিত ।
১১ ঈশে হৃষ্ট কিন্তু হবেন রাজন ,
তাঁর নামে করে শপথ যে জন
সেই জন শ্লাঘা করিবে এ ভবে,
মিথ্যাবাদিদের মুখ রুদ্ধ হবে ।

---

৬৪ গীত ।

১ মম চিন্তনের রব শুনহ, ঈশ্বর,
শত্রু-ভয় হতে মম প্রাণ রক্ষা কর ।
২ হইতে দুষ্টের দ্বন্দ্ব, পাপির মন্ত্রণা,
কর মোরে সঙ্গোপন, এ মম প্রার্থনা ।
৩ করেছে রসনা তারা খড়্গের মতন,
কটুবাক্যরূপ তীর করেছে যোজন ।
৪ গোপনে সাধুর প্রতি যায় তা ছুড়িতে ;
অকস্মাৎ মারে বাণ, নাহি ভয় চিতে ।
৫ আপনাদিগের জন্যে হেন দুষ্ট নরে
অনিষ্টের পরামর্শ কত স্থির করে ।
কথাবার্ত্তা কহে ফাঁদ গোপনে পাতিতে,
বলে, আমাদিগে কে বা পাইবে দেখিতে ?
৬ কল্পিয়া দুষ্টতা বলে সেই দুষ্টচয়,
“আমরা প্রস্তুত আছি সকল সময়,
কল্পনাটী হলো পক্ক, হলো এবে স্থির,”
প্রত্যেকের অন্তর্ভাব, হৃদয় গভীর ।
৭ করিবেন তাহাদিগে ঈশ শরাঘাত,

তাহারাই হবে বিদ্ধ কিন্তু অকস্মাৎ।
৮ জিহ্বা তবে প্রতিকূল পাতকী হইবে,
তাহাদিগে হেরি লোকে পলায়ে যাইবে।
৯ সকল মনুষ্য তবে হইয়া শঙ্কিত
করিবেক ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রচারিত,
মনে মনে হয়ে ভীত তবে সর্ব্বজনা
করিবে সে ঈশ্বরের কার্য্য বিবেচনা।
১০ হৃষ্ট হয়ে ঈশে সাধু শরণ লইবে,
সরলমনারা সবে প্রশংসা করিবে।

---

৬৫ গীত।

১ প্রশংসা সিয়োনোপরে, হে ঈশ্বর, মৌনভরে,
থাকে সদা তব প্রতীক্ষায়।
তবোদ্দেশে, দয়াকর, সর্ব্বপতি সর্ব্বেশ্বর,
মানতাদি পূর্ণ করা যায়॥
২ ওহে সর্ব্ব অধিকারি, প্রার্থনা শ্রবণকারি,
তব কাছে সকলে আসিবে।
৩ পাপভার গুরুতর, মম পক্ষে সুদুস্তর,
অপরাধ তুমিই ক্ষমিবে॥
৪ মনোনীত করি যারে, রাখহ আপন ধারে,
ধরাধামে ধন্য সেই জন।
তোমার প্রাঙ্গণে বাস, করে যেই বারমাস,
সুখে সেই থাকে অনুক্ষণ॥
তব গৃহ-দ্রব্যচয়, মনোহর সমুদয়,
পেয়ে মোরা সন্তৃপ্ত হইব।
তব বাসঃশুচিতায়, প্রাসাদের শুদ্ধতায়,
কত সুখ সবে সম্ভোগিব॥

৫ ন্যায্যভাবে, ত্রাণেশ্বর, দিয়া ফল ভয়ঙ্কর,
সদুত্তর দিবে সবে তুমি ।
কি বা ধরা-প্রান্তবাসি, দূরসিন্ধুতীরবাসি,
সকলের তুমি আশাভূমি ॥
৬ তুমি নিজ শক্তিবলে, স্থাপিয়াছ সর্ব্বাচলে,
বলে কটি বেঁধেছ আপন ।
৭ জনতার কোলাহল, তরঙ্গের মহাবল,
শান্ত কর সাগর-গর্জ্জন ॥
৮ ধরা-প্রান্তবাসিগণ, তব চিহ্ন দরশন,
করি তাই পায় সবে ভয় ।
সূর্য্যের, হে দয়াবান, উদয় ও অস্তস্থান,
কর তুমি হর্ষগানময় ॥
৯ অবেক্ষণ করি ধরা, কর তুমি জলে ভরা,
ধনে পূর্ণ কর্য়ে থাক তায় ।
ঈশ্বরীয় স্রোতস্বতী, জলে পূর্ণ, রম্য অতি,
কভু তাহে বারি না শুকায় ॥
প্রস্তুত করিয়া ভূমি, এই রূপে শস্য তুমি,
নরগণে দেহ যোগাইয়া ।
তোমার করুণাবরে, এই রূপে সর্ব্ব নরে,
হয় সুখী সুখাদ্য লভিয়া ॥
১০ জলসিক্ত সীতা তার, করি তুমি বারবার,
আলি সব করিয়া সমান ।
করি বৃষ্টি বরষিত, করিয়া তা বিগলিত,
অঙ্কুরে করহ আশীর্দ্দান ॥
১১ তব পদে পুষ্টি ক্ষরে, কর তুমি সম্বৎসরে
মঙ্গলমুকুটে বিভূষিত ।
১২ প্রান্তর- বাথান পর, ক্ষরে তাহা নিরন্তর,
গিরিগণ হয় সুশোভিত ॥

১৩ ক্ষেত্র মেঘে ব্যাপ্ত হয়, তলভূমি শস্যময়,
ধনে পূর্ণ হয় সর্ব্ব স্থান।
তাই সবে আনন্দিত, হইয়া প্রফুল্লচিত,
জয়ধ্বনি করি করে গান॥

---

৬৬ গীত।

১ ধরণীমণ্ডলে বাস কর যত নর,
ঈশ্বরের উদ্দেশেতে জয়ধ্বনি কর।
২ করহ নামের তাঁর মহিমা কীর্ত্তন,
তাঁর প্রশংসার কর মহিমা ঘোষণ।
৩ বল পরমেশে, ওহে সর্ব্ব মূলাধার,
কেমন ভয়ার্হ তুমি কর্ম্মে আপনার!
তোমার শক্তির করি মহত্ত্ব দর্শন
করিবে তোমার স্তুতি তব শত্রুগণ।
৪ নিবসয়ে যত নর পৃথিবীমণ্ডলে,
তব কাছে প্রণিপাত করিবে সকলে;
তোমার উদ্দেশে সবে করিবে সঙ্গীত,
সঙ্গীতে তোমার নাম করিবে কীর্ত্তিত।
৫ এস, কর ঈশ্বরের কর্ম্ম দরশন,
নরোপরে কার্য্যে তিনি ভয়ার্হ কেমন!
৬ নিজ বলে সমুদ্রকে সর্ব্বশক্তিমান
করি শুষ্ক, করিলেন ভূমির সমান;
নদীমধ্যে পদব্রজে লোকে চলে যায়,
সেই স্থানে করিলাম মোরা হর্ষ তাঁয়।
৭ নিজ পরাক্রমে সেই পরম ঈশ্বর
করেন কর্ত্তৃত্ব নিত্য সবার উপর;
দেখিতেছে তাঁর চক্ষু বিজাতীয়গণে;
অবাধ্যেরা দর্প যেন নাহি করে মনে।

৮ ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর, জাতিগণ,
তাঁহার প্রশংসাধ্বনি করাও শ্রবণ।
৯ তিনিই মোদের প্রাণ রাখেন জীবিত।
চরণে নাহিক দেন হইতে স্খলিত।
১০ করেছ পরীক্ষা, ঈশ, আমাদের মন,
করিয়া দেখেছ তুমি রূপার মতন ;
১১ আমাদিগে করিয়াছ জালে প্রবেশিত,
বেদনায় কটিদেশ করেছ ব্যথিত।
১২ ক্রোধ করি আমাদের মস্তক উপর
চালায়েছ অশ্বারূঢ় মানবনিকর ;
অগ্নি, জল দিয়া মোরা করেছি গমন,
করিয়াছ সমৃদ্ধিতে তবু আনয়ন।
১৩ হোমবলি লয়ে তব গৃহে প্রবেশিব,
তোমার উদ্দেশে সব মানত পূর্ণিব।
১৪ বলিল যা ওষ্ঠাধর সঙ্কট সময়,
কহিল বদন যাহা, করিব নিশ্চয়।
১৫ তবোদ্দেশে মেদযুক্ত বলি উৎসর্গিব,
মেষদাহ-ধূপ তার সনে মিশাইব ;
করিতে, হে পরমেশ, তোমার সম্মান,
কত শত ছাগ বৃষ দিব বলিদান।
১৬ ঈশ্বরের ভয়কারি ওহে সাধুগণ,
তোমরা আসিয়া সবে করহ শ্রবণ ;
আমার আত্মার পক্ষে ঈশ সর্ব্বাধার,
করিলেন যাহা, তাহা করিব প্রচার।
১৭ করিনু প্রার্থনা ডাকি নিজ মুখে তাঁয়,
তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল মম রসনায়।
১৮ করিলে পাপের প্রতি চিত্তে দরশন,
শুনিতেন নাহি প্রভু আমার বচন।

১৯ শুনেছেন কিন্তু সত্য ঈশ দয়াবান;
করেছেন প্রার্থনার রবে অবধান।
২০ ধন্য ঈশ, করিলেন নাহি অস্বীকার
মম প্রতি নিজ দয়া, প্রার্থনা আমার।

---

৬৭ গীত।

১ আশীস করুণা করি করুন ঈশ্বর,
আমাদের প্রতি হোন প্রসন্নবদন;
২ জানুক এ রূপে তব পথ সর্ব্ব নর
তবকৃত পরিত্রাণ বিজাতীয়গণ।
৩ করিবে প্রশংসা তব লোকে, দয়াবান,
করিবে সকল জাতি তব স্তবগান।
৪ সবার করিবে তুমি সুন্যায্য বিচার,
পৃথিবীতে সকলেরে পথ দেখাইবে;
জনবৃন্দগণ লভি আনন্দ অপার
তাই হর্ষগান সুখে কতই করিবে!
৫ করিবে প্রশংসা তব লোকে, দয়াবান,
করিবে সকল জাতি তব স্তবগান।
৬ পৃথিবী আপন ফল করিবে প্রদান;
করিবেন আশীর্ব্বাদ মোদের ঈশ্বর।
৭ করিবেন আমাদিগে ঈশ আশীর্দ্দান,
তাঁহাকে করিবে ভয় সবে ধরাপর।

---

৬৮ গীত।

১ করিবেন গাত্রোত্থান ঈশ সনাতন,
ছিন্নভিন্ন হবে তাতে তাঁর শত্রুগণ;
যাহারা তাঁহারে ঘৃণা করে এই ভবে,
তাঁহারা সম্মুখ হতে পলাবে সে সবে।

২ বায়ুভরে ধূম যথা হয় বিচলিত,
তেমতি তাদিগে তুমি করিবে চালিত;
অগ্নির সম্মুখে যথা মোম দ্রব হয়,
ঈশের সদনে তথা দুষ্ট হবে লয়।
৩ আনন্দ করিবে কিন্তু ধার্ম্মিক সুজন,
উল্লাস করিবে তারা ঈশ্বরসদন;
আহ্লাদে হইবে পূর্ণ তাদের অন্তর,
আমোদ প্রমোদ তাই করিবে বিস্তর।
৪ ঈশের উদ্দেশে গান কর সর্ব্বজন,
সঙ্গীতে নামের তাঁর করহ কীর্ত্তন;
আসিছেন বাহনেতে যিনি মরু দিয়া,
রাখ তাঁর তরে পথ প্রস্তুত করিয়া;
তাঁর যাহ নাম সবে লইয়া বদনে
আনন্দ, উল্লাস কর তাঁহার সদনে।
৫ বিধবার বিচারক হইয়া ঈশ্বর
পিতৃহীনদের হয়ে পিতার শোসর
আপন পবিত্রাবাসে রন নিরন্তর।
৬ করুণা করিয়া ঈশ সঙ্গিহীনগণে
পরিবার মধ্যে বাস করান যতনে;
বন্দিগণে করি মুক্ত রাখেন কুশলে,
শুষ্ক স্থানে থাকে কিন্তু অবাধ্য সকলে।
৭ নিজ প্রজাদের অগ্রে, হে ঈশ, যখন
প্রান্তরের মাঝে করি-তেছিলে গমন,—
৮ তোমার সাক্ষাতে ধরা কাঁপিতে লাগিল,
জলবিন্দুময় উচ্চ আকাশ হইল;
ঈশ্বরের, ইস্রেলের ঈশের সদনে
সীনয় পর্ব্বত অই কাঁপে ঘনে ঘনে।
৯ বরধারা বর্ষাইলে, ঈশ সর্ব্বাধার,

করিলে সুস্থির নিজ ক্লান্ত অধিকার।
১০ তব প্রাণিবর্গ তবে পেল বাসস্থান,
করিলে কৃপায়, ঈশ, দুঃখির সংস্থান।
১১ দিলেন আপন বার্ত্তা সে মহা ঈশ্বর,
বার্ত্তাবাহিকার সংখ্যা হইল বিস্তর।
১২ বাহিনীগণের রাজা সবে পলাইল,
গৃহিণী সকল লুঠ ভাগ করি নিল।
১৩ তোমরা বাগান মধ্যে করিলে শয়ন,
হইবে শোভিত সেই কপোত মতন,—
রজতমণ্ডিত পক্ষ শোভে যার গায়
যার চারু পর্ণগুলি পীত স্বর্ণপ্রায়।
১৪ দেশে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ সনাতন
প্রজাগণে ছিন্নভিন্ন করেন যখন,
আছিল পর্ব্বত যেই অন্ধকারময়,
নীহার পতনে তাহা শুক্লবর্ণ হয়।
১৫ ঈশ্বরের যোগ্য গিরি বাশন ভূধর;
বহুশৃঙ্গ ধরে সেই পর্ব্বত সুন্দর।
১৬ পরমেশ আপনার নিবাসের তরে
করেছেন মনোনীত যেই মহীধরে,
বহুশৃঙ্গ গিরিগণ,—এ কেমন মতি!—
করিছ কুটিল দৃষ্টি কেন তার প্রতি?
নাহিক সন্দেহ ইথে, জেন মনে সার,
থাকিবেন নিত্য তথা ঈশ সর্ব্বাধার।
১৭ ঈশ্বরের লক্ষ লক্ষ রথ মনোহর,
আপনি থাকেন প্রভু তাদের ভিতর;
প্রান্তরের মাঝে ছিল সীনয় পর্ব্বত,
তাঁহার পবিত্র ধামে হলো পরিণত।
১৮ করিলে হে আরোহণ ঊর্দ্ধে, পরমেশ,

বন্দিগণে বন্দি তুমি করিলে বিশেষ;
মনুষ্যদিগের মধ্যে তুমি দান নিলে,
অবাধ্য জনেও তুমি গ্রহণ করিলে;
এইরূপে যেন সেই ঈশ সর্ব্বেশ্বর
হয়েন নিবাসপ্রাপ্ত তাদের ভিতর।
১৯ ধন্য হোন পরমেশ; যেই সর্ব্বাধার
দিনে২ আমাদিগে সম্বলের ভার
যোগাইয়া দেন, করি করুণা বিস্তর;
সেই ঈশ আমাদের ত্রাণের ঈশ্বর।
২০ আমাদের ত্রাতা সেই ঈশ গুণযুত;
মরণ-তরণ পথ তাঁর বশীভূত।
২১ আপন শত্রুর শির, ঈশ সনাতন
করিবেন চূর্ণ, হয়ে ক্রোধান্বিত-মন;
কুপথে যাইতে রত যারা চিরকাল,
চূর্ণিবেন তাহাদের সকেশ কপাল।
২২ আনিব বাশন হতে, কন সর্ব্বাধার,
সমুদ্রের তল হতে, আনিব আবার।
২৩ রক্তে তবে হবে তব চরণ শোভিত,
চাটিবে কুক্কুর তব শত্রুর শোণিত।
২৪ আমার ঈশ্বর যিনি, আমার রাজন্,
ধর্ম্মধামে লোকে তাঁর দেখেছে গমন।
২৫ অগ্রেতে গায়ক, পিছে বাদক সাজিয়া,
মাঝে চলে কুমারীরা ঢক্কা বাজাইয়া।
২৬ ঈশ্বরের ধন্যবাদ সভায় সভায়,
শ্রেণীং হয়ে কর হেথায় হোথায়;
ইস্রেলের বংশজাত তোমরা সকলে,
ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর কুতূহলে।
২৭ সেই স্থানে বিন্যামীন, নিয়ন্তা তাহার,

যিহূদার কর্ত্তৃপক্ষ, লোক আর আর,
সবূলূন, নপ্তালির অধ্যক্ষ সমাজ
একত্রিত হয় সবে সাধিবারে কাজ।
২৮ তোমার ঈশ্বর তব বলের বিধান
করেছেন, দিয়াছেন আজ্ঞা দয়াবান ;
আমাদের তরে যাহা করেছ সাধন,
সবল করহ তাহা, ঈশ সনাতন।
২৯ তব যিরূশালমস্থ মন্দিরের তরে
রাজগণ উপহার আনিবে স্বকরে।
৩০ অনুযোগ, পরমেশ, করহ এমনে,—
সে সব জন্তুরে, যারা থাকে নলবনে,
বৃষদলে, আর যেই জাতি সমুদায়
থাকে এ ধরণীমাঝে গোবৎসের প্রায়,—
সভয়ে প্রত্যেকে যেন তাহারা সকলে
রৌপ্যখণ্ড আনি আসে তব পদতলে ;
যে২ জাতি ভালবাসে করিবারে রণ,
তাহাদিগে ছিন্নভিন্ন কর, সনাতন।
৩১ আসিবে প্রধান লোক হইতে মিশর,
ঈশপ্রতি কূশ শীঘ্র বিস্তারিবে কর।
৩২ রাজ্য সব, ঈশ্বরের প্রতি গাও গীত,
তাঁহার উদ্দেশে সবে করহ সঙ্গীত,
৩৩ আছে আদ্যবধি যেই স্বর্গ উচ্চতর
গমন করেন যিনি তাহার উপর।
নিজ রবে, আপনার পরাক্রান্ত রবে
গর্জ্জন করেন ঈশ, দেখ সবে ভবে।
৩৪ ঈশ্বরের পরাক্রম করহ কীর্ত্তন,
তাঁহাতে করহ সবে বল আরোপণ ;
ইস্রেল-উপরে তাঁর মহিমা স্থাপিত,

আকাশমণ্ডলে তাঁর শক্তি অধিষ্ঠিত।
৩৫ নিজ ধর্ম্মধামে, ঈশ, তুমি ভয়ঙ্কর ;
আপনার প্রজাগণে ইস্রেল-ঈশ্বর
বল, শক্তি, পরাক্রম করেন প্রদান।
হোন ধন্য সেই ঈশ সর্ব্বশক্তিমান।

---

৬৯ গীত।

১ হে ঈশ্বর, মোরে করহ ত্রাণ,
জলে মগ্নপ্রায় আমার প্রাণ।
২ অগাধ পঙ্কেতে ডুবেছি আমি,
দাঁড়াবার স্থল নাহি, হে স্বামি ;
আসিয়াছি দেখ গভীর জলে,
তরঙ্গ আমার উপরে চলে।
৩ ডাকিতে ডাকিতে হয়েছি শ্রান্ত,
শুকায়েছে গলা হইয়া ক্লান্ত ;
আমার ঈশের আশায় থাকি
হয়েছে নিস্তেজ এ মম আঁখি।
৪ অকারণে বৈরী আমার যত,
মম শিরে কেশ নাহিক তত ;
যারা বৃথা প্রাণ নাশিতে চায়,
বলবান তারা, এ বড় দায় ;
কখন হরণ করিনে যাহা,
ফিরাইয়া দিতে হয় হে তাহা।
৫ মূঢ়তা মম জান, হে ঈশ্বর ;
মম দোষ সব তোমার গোচর।
৬ হে প্রভো, বাহিনী-গণের পতি,
ইস্রেলের ঈশ, সবার গতি,
যাহারা তোমার অপেক্ষা করে,

লজ্জিত না হোক আমার তরে ;
তব অন্বেষণ করয়ে যারা,
বিষণ্ণ না হোক মমার্থে তারা।
৭ সয়েছি ধিক্কার তোমার তরে,
ঢেকেছে এ মুখ লজ্জার ভরে।
৮ ভ্রাতৃদের পক্ষে হয়েছি পর,
বিজাতীয়প্রায় সোদরগোচর।
৯ কেননা আমারে করিল গ্রাস
অনুরাগ লাগি তোমার বাস ;
তোমারে ধিক্কার করয়ে নরে,
পড়িল সে সব এ দাসোপরে।
১০ উপবাস করি তাহার লাগি
করিলাম প্রাণে দুঃখের ভাগী,
কাঁদিনু বহু, কিন্তু দয়াময়,
দুর্নামের হেতু তাহাও হয়।
১১ চট পরিধান করিয়া রই,
কুদৃষ্টান্ত তবু তাদের হই।
১২ পুরদ্বারে বসে যে সব নরে,
বিরুদ্ধে মম পরামর্শ করে ;
সুরাপায়িগণ করিয়া পান
আমার বিষয়ে করয়ে গান।
১৩ কিন্তু আমি ঈশ, তোমারে স্মরি
তোমার নিকটে প্রার্থনা করি ;
তোমার দয়ার বাহুল্য অতি,
গ্রাহ্য কাল হোক, হে সর্ব্বপতি ;
তব ত্রাণপ্রদ সত্যের দ্বারা
আমারে উত্তর দাও হে ত্বরা।
১৪ পঙ্কহতে মোরে উদ্ধার কর,

ডুবিয়া যেতে দিও না, ঈশ্বর ;
হতে বৈরিগণ, গভীর জল,
আমারে উদ্ধার, হে মহাবল।
১৫ তরঙ্গ আমার উপর দিয়া
নাহি আর, ঈশ, যাক চলিয়া ;
কূপের কবল, জলের গ্রাস,
যেন নাহি করে আমারে নাশ।
১৬ উত্তর মোরে দেহ, সর্ব্বপতি,
তোমার করুণা উত্তম অতি ;
আপন কৃপার বাহুল্য-ভরে
দৃষ্টিপাত কর এ দাসোপরে।
১৭ তব দাসহতে আপন মুখ
ঢাকিও না, ঈশ, দিও না দুঃখ ;
এ দুঃখের কালে করুণা কোরে
দেহ হে উত্তর ত্বরায় মোরে।
১৮ নিকটে আসিয়া আমার প্রাণ
মুক্ত কর ত্বরা, হে দয়াবান ;
শত্রুগণ হতে, হে কৃপাকর,
নিজ হস্তে মোরে উদ্ধার কর।
১৯ তুমি হে আমার দুর্নাম জান,
জানহ মম লজ্জা, অপমান ;
মম বৈরী সব তোমার ঠাঁই,
সম্মুখে তব রয়েছে সদাই।
২০ ধিক্কারে আমার ভাঙ্গিল মন,
অবসন্ন হনু তার কারণ ;
প্রবোধ অপেক্ষা করিয়া তাই
রহিলাম, কিন্তু তাহা না পাই ;
সান্ত্বনাকারির অপেক্ষা করি,

না পাই উদ্দেশ, খুঁজিয়া মরি ।
২১ লোকে পিত্ত মোরে খাইতে বলে,
দেয় অম্লরস পিপাসা হলে ।
২২ হোক্ তাহাদের ভোজনাসন
তাদের ঠাঁই ফাঁদের মতন,
পাশ সম হোক্ নির্ভয়কালে ;
এরূপে তাহারা পড়ুক জালে ।
২৩ হউক অন্ধ তাদের নয়ন,
দেখিতে আর পারে না যেমন ;
তাহাদের কটি, হে সর্ব্বেশ্বর,
নিরন্তর তুমি কম্পিত কর ।
২৪ তাদের উপরে তোমার ক্রোধ
বর্ষাও, হে ঈশ, না করো রোধ ;
তোমার কোপাগ্নি, ক্রোধ-হুতাশ,
ধরুক তাদিগে, করুক গ্রাস ।
২৫ হউক শূন্য তাদের আলয়,
তাম্বুমাঝে যেন কেহ না রয় ।
২৬ করিয়াছ তুমি প্রহার যারে,
তাহারা তাড়না করয়ে তারে ;
তোমার আহত লোকের ব্যথা
বাড়ায় তারা বলি নানা কথা ।
২৭ তুমি তাহাদের পাপেরোপরে
আরো পাপ রাখ আপন করে ;
তব ধার্ম্মিকতা তাহারা সবে
যেন তোমাহতে পায় না ভবে ।
২৮ জীবন পুস্তক হতে, ঈশ্বর,
তাহাদের নাম বিলুপ্ত কর ;
তাহারা যেন সাধুর সহিত

হে ঈশ, কভু না হয় লিখিত।
২৯ আমি দীন, দুঃখী, ব্যথিত অতি,
তবু জানি ভাল, হে সর্ব্বপতি,
তবকৃত ত্রাণ আমারে ধরি
করিবে উন্নত, যতন করি।
৩০ গীতদ্বারা আমি ঈশের নাম
করিব প্রশংসা, এ মনস্কাম;
স্তবগান দ্বারা মহিমা তাঁর
করিব স্বীকার, ভেবেছি সার।
৩১ হইতে বৃষভ সুন্দরকায়,
শিরে শৃঙ্গ যার, খুর দুপায়,
বলদ হতে, ঈশের গোচর
হইবে তাহা বেশী তুষ্টিকর।
৩২ নম্র লোকে তাহা দর্শন করি
আনন্দ করিবে, সে ঈশে স্মরি;
হে ঈশ্বরের অন্বেষকগণ,
প্রফুল্ল হোক তোমাদের মন।
৩৩ কেননা ঈশ দীন হীন জনে
করিলেন দেখ আপনি মনে,
নিজ বন্দি প্রতি সে সর্ব্বাধার
করেন নাহি তুচ্ছ ব্যবহার।
৩৪ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নিধি, সমুদ্রচরে,
প্রশংসা করুক সে দয়াকরে।
৩৫ করিবেন ঈশ সিয়োনে ত্রাণ,
যিহূদার সব নগর নির্ম্মাণ;
লোকে তথা করি বসতি তবে
অধিকার পাবে, আনন্দে রবে।
৩৬ দাসদের বংশ তাহাতে তাঁর

নিশ্চয় পাবে তথা অধিকার ;
তাঁহার নাম ভালবাসে যারা,
বসতি করিবে তাহাতে তারা।

---

৭০ গীত।

১ মম উদ্ধারার্থে ত্বরা করহ, ঈশ্বর,
করিতে সাহায্য মম হও হে সত্বর।
২ যাহারা আমার প্রাণ-নাশ চেষ্টা করে,
লজ্জিত, হতাশ হোক সেই সব নরে ;
আমার বিপদে যারা আনন্দিত হয়,
বিমুখ, বিষণ্ণ হোক্ সেই নরচয়।
৩ হিহি করি উপহাস যারা মোরে করে,
হউক পরাস্ত তারা নিজ লজ্জাভরে।
৪ তব অন্বেষণকারি সকল জনাতে
আনন্দিত হোক্, হর্ষ করুক তোমাতে ;
তবকৃত পরিত্রাণ ভালবাসে যারা,
গৌরবিত হোন ঈশ, বলুক তাহারা।
৫ আমি তো দরিদ্র বড়, দুঃখী, অভাজন,
মম পক্ষে ত্বরা তুমি কর, সনাতন ;
তুমি মম উদ্ধারক, সহায় আমার,
বিলম্ব করো না, ওহে করুণা আধার ;

---

৭১ গীত।

১ লইয়াছি, পরমেশ, তোমার শরণ ;
লজ্জিত হইতে মোরে দিও না কথন।
২ নিজ গুণে মোরে রক্ষা কর, দয়াবান ;
মম প্রতি কর্ণপাতি কর মোরে ত্রাণ।
৩ আমার আশ্রয়ধর হও, দয়াকর,

প্রবেশিতে যথা আমি পারি নিরন্তর ;
আমাকে তারিতে তুমি করেছ আদেশ,
মম শৈল, মম দুর্গ, তুমি পরমেশ।
৪ হইতে দুষ্টের হস্ত, দুর্জ্জনের কর,
রক্ষ বৈরিহস্ত হতে, হে মম ঈশ্বর।
৫ তুমিই ভরসা মম, ঈশ দয়াবান,
বাল্যকালাবধি মম বিশ্বাসের স্থান।
৬ যদবধি হইয়াছি ভূমিতে পতিত,
তবোপরে মম ভার আছে সমর্পিত ;
গর্ভস্থ হওনাবধি তুমি মমাশ্রয় ;
তোমারি প্রশংসা নিত্য করি, দয়াময়।
৭ হইয়াছি অপরূপ অনেকের প্রতি,
কিন্তু মম দৃঢ়াশ্রয় তুমি, বিশ্বপতি।
৮ তব প্রশংসাতে পূর্ণ আমার বদন,
বর্ণিতে সৌন্দর্য্য তব ব্যস্ত অনুক্ষণ।
৯ ছেড় না বার্দ্ধক্যে মোরে, ঈশ দয়াময়,
করো না আমারে ত্যাগ বল হলে ক্ষয়।
১০ কেননা, হে পরমেশ, মম শত্রুগণ
আমার বিরুদ্ধে কথা কহে সর্ব্বক্ষণ ;
নাশিতে আমার প্রাণ যারা সচেষ্টিত,
মন্ত্রণা করয়ে তারা হয়ে একত্রিত।
১১ বলে তারা, ওরে ত্যাগ করিলা ঈশ্বর,
রক্ষাকর্ত্তা নাহি কেহ, ওরে তেড়ে ধর।
১২ আমা হতে পরমেশ, হয়ো না অন্তর,
করিতে সাহায্য মম হও হে সত্বর।
১৩ মম প্রাণ বধিবারে যারা সচেষ্টিত,
হউক তাহারা সবে উচ্ছিন্ন, লজ্জিত ;
যাহারা করয়ে চেষ্টা অশিব আমার,

অপমানে হোক পূর্ণ, লভুক ধিক্কার।
১৪ তাতে আমি নিত্য তব অপেক্ষা করিব,
তোমার প্রশংসা সব আরো বাড়াইব।
১৫ তব ধার্ম্মিকতা, তব-কৃত পরিত্রাণ,
বর্ণিবে সমস্ত দিন আমার বয়ান,
কেননা জানি না তার সংখ্যা, দয়াবান
১৬ ঈশের শক্তিতে আমি নির্ভয়ে চলিব ;
শুধু তব সাধুতার প্রসঙ্গ করিব।
১৭ বাল্যকালাবধি শিক্ষা দেছ, সর্ব্বাধার ;
তবাশ্চর্য্য ক্রিয়া করি এখনো প্রচার।
১৮ ছেড় না বার্দ্ধক্যে মোরে, ঈশ দয়াময়,
ত্যজ না পাকিবে যবে কেশ সমুদয় ;
বর্ত্তমান লোকগণ তব বাহুবল,
তব পরাক্রম ভাবি পুরুষ সকল,
এ দাস হইতে যেন পারে জানিবারে,
এই হেতু অবকাশ দাও হে আমারে।
১৯ অত্যুচ্চ সাধুতা তব ; তুমি দয়াবান,
সুমহৎ কর্ম্মকারী ; কে তব সমান ?
২০ দেখায়েছ বহু ক্লেশ, কষ্ট দুর্নিবার,
ফেলেছ সঙ্কটে বটে মোরে বারবার ;
কিন্তু পুনঃ সঞ্জীবিত আমারে করিবে,
পৃথিবীর অধঃস্থান হতে উঠাইবে।
২১ আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিবে, ঈশ্বর,
চতুর্দ্দিগে দিবে মোরে সান্ত্বনা বিস্তর।
২২ আমিও নেবল যন্ত্রে, হে ঈশ আমার,
করিব তোমার স্তব, সত্যের তোমার ;
ইস্রেল-পাবন ঈশ, হয়ে হৃষ্টচিত,
বীণাযন্ত্রে তবোদ্দেশে করিব সঙ্গীত।

২৩ এরূপে সঙ্গীত যবে করিব, ঈশ্বর,
করিবে আনন্দগান মম ওষ্ঠাধর ;
যে আত্মারে মুক্তি তুমি করিয়াছ দান,
সেও ওষ্ঠাধর সম গাবে হর্ষগান ।
২৪ রসনাও সারা দিন, সর্ব্ব মূলাধার,
তব ধার্ম্মিকতা সুখে করিবে প্রচার ;
সে হেতু অশিব মম যারা চেষ্টা করে,
লজ্জিত, হতাশ হয় সেই সব নরে ।

---

৭২ গীত

১ রাজাকে, হে ঈশ, দেহ আপন শাসন,
রাজার পুত্রকে দেহ যাথার্থ্য আপন ।
২ ধর্ম্মভাবে তিনি তবে তোমার প্রজার,
করিবেন ন্যায়ে দুঃখি লোকের বিচার ।
৩ যাথার্থ্য প্রভাবে গিরি, ক্ষুদ্রাচলগণ
করিবে লোকের জন্য শান্তি উৎপাদন ।
৪ যাহারা দরিদ্র প্রজা রাজ্যে আপনার,
তাহাদের করিবেন তিনি সুবিচার ;
করিবেন ত্রাণ তিনি দুঃখির নন্দনে,
করিবেন চূর্ণ কিন্তু উপদ্রবিগণে ।
৫ যদবধি চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদয়,
তোমাকে সকল লোকে করিবে হে ভয় ।
৬ আসিবেন তিনি ছিন্ন তৃণে বৃষ্টিপ্রায়,
সলিলসম্পাত যথা ভূমিরে ভিজায় ।
৭ তাঁহার সময়ে হৃষ্ট হবে সাধুদল,
যতদিন রবে চন্দ্র, হইবে মঙ্গল ।
৮ হইতে সাগর এক সমুদ্র অপর
রয়েছে বিস্তৃত যথা ধরণী উপর,

নদী থেকে পৃথিবীর দূর প্রান্তাবধি,
করিবেন আধিপত্য তিনি নিরবধি।
৯ তাঁর ঠাঁই হবে নত মরুবাসিগণ,
চাটিয়া খাইবে ধূলা তাঁর শত্রুগণ।
১০ তর্শীশ, দ্বীপের রাজা নৈবেদ্য আনিবে;
শিবার, সবার রাজা দর্শনীয় দিবে।
১১ করিবে সকল রাজা তাঁরে নমস্কার;
যাবতীয় জাতি দাস হইবে তাঁহার।
১২ আর্ত্তনাদকারি দুঃখী, দীন, দরিদ্রেরে,
উদ্ধার করিবা তিনি অনাথ জনেরে।
১৩ করিবেন দয়া তিনি দীনহীনগণে,
রক্ষিবেন দরিদ্রের প্রাণ সযতনে।
১৪ শঠতা, দৌরাত্ম্য হতে ঈশ দয়াবান
করিবেন মুক্ত সদা তাহাদের প্রাণ;
যেই রক্ত তাহাদের দেহে করে গতি,
তাঁহার দৃষ্টিতে হবে মূল্যবান অতি।
১৫ জীবিত থাকিয়া তারা হয়ে যত্নবান
শিবার স্মবর্ণ তাঁরে করিবে প্রদান,
তাঁহার নিমিত্তে নিত্য প্রার্থনা করিবে,
সারা দিন সবে মিলি তাঁরে প্রশংসিবে।
১৬ দেশমধ্যে, পর্ব্বতের শিখর উপরে,
হইবে প্রচুর শস্য বিস্তৃত প্রান্তরে;
করিবেক শব্দ তার স্মফল সকল,
মড়মড় করে যথা লিবানোনাচল;
নগরনিবাসিগণ হয়ে প্রফুল্লিত
ভূমিস্থ তৃণের ন্যায় হবে বিকসিত।
১৭ থাকিবে অনন্তকাল স্মনাম তাঁহার;
রহিবে যাবত সূর্য্য, তেজ রবে তার;

নরকুল তাঁহাতেই আশীস পাইবে ;
সর্ব্ব জাতি ধন্য২ তাঁহারে বলিবে।
১৮ ধন্য পরমেশ, ধন্য ইস্রেলের বল ;
তিনিই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন কেবল।
১৯ তাঁহার মহিমান্বিত নাম মনোহর
সবার নিকটে ধন্য হোক নিরন্তর ;
পুরুক সমস্ত ধরা প্রতাপে তাঁহার।
আমেন্ আমেন্, এই প্রার্থনা আমার।
২০ যিশয়ের পুত্র, নাম দায়ূদ ধরায়,
প্রার্থনা সমাপ্ত তার হইল হেথায়।

---

৭৩ গীত।

১ ইস্রেলের পক্ষে ঈশ তুষ্ট নিরন্তর,
শুদ্ধচিত্ত লোকদের পক্ষে শুভকর।
২ কিন্তু মম পদ প্রায় হলো বিচলিত ;
চরণবিক্ষেপ প্রায় হইল স্খলিত।
৩ গর্ব্বিতের প্রতি ঈর্ষ্যা জন্মিল আমার ;
দুষ্টের কল্যাণ আমি দেখি, সর্ব্বাধার।
৪ মৃত্যুর কারণ তারা ব্যথিত না হয়,
হৃষ্টপুষ্ট তাহাদের দেহ অতিশয়।
৫ না পায় অন্যের ন্যায় ক্লেশ পদে২,
অপরের মত তারা না পড়ে বিপদে।
৬ তাহাদের হারসম তাই অহঙ্কার,
আবরক বস্ত্রসম হয় অত্যাচার।
৭ মেদেতে ঠেলিয়া উঠে তাদের নয়ন,
মনের সঙ্কল্প কে বা করয়ে গণন ?
৮ তাহারা বিদ্রূপ করে, বলে দর্পকথা,
দৌরাত্ম্যের কুবচন কহে যথাতথা।

৯ নিজ২ মুখ তারা স্বর্গেতে উঠায়,
তাহাদের জিহ্বা করে বিহার ধরায়।
১০ এ কুপথে ফেরে তাই তাঁর প্রজাগণ,
প্রচুর সলিল তারা করে নিষ্পীড়ন।
১১ তারা বলে, জানিবেন কিরূপে ঈশ্বর ?
আছে কি তাঁহার জ্ঞান, যিনি সর্ব্বোপর ?
১২ দেখহ সকলে তারা কেমন দুর্জ্জন;
তবু নিত্য থাকি সুখে বাড়ায়েছে ধন।
১৩ বৃথা তবে পরিষ্কার করিনু অন্তর,
শুদ্ধতায় বৃথা আমি ধুইলাম কর।
১৪ হইতেছি সারা দিন কেননা আহত,
শাস্তি প্রাপ্ত হই প্রতি প্রভাতে নিয়ত।
১৫ যদি বলি, হেন কথা করিব প্রচার,
তব পুত্রদের বংশ-প্রতি, সর্ব্বাধার,
বিশ্বাসঘাতক হই, করি অত্যাচার।
১৬ করিলাম চিন্তা ইহা বুঝিবার তরে,
হলো তাহা ক্লেশপ্রদ আমার গোচরে।
১৭ ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে শেষে প্রবেশিয়া
তাহাদের শেষগতি দেখিনু ভাবিয়া।
১৮ নিতান্ত পিচ্ছিল স্থানে রাখিছ সবায়,
ধ্বংসমধ্যে ফেলিতেছ দুষ্ট সমুদায়।
১৯ নিমিষের মধ্যে তারা হয় বিনাশিত,
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে হয় নিঃশেষিত।
২০ জাগরিত মনুষ্যের স্বপ্নের মতন,
হে প্রভো, করিবে তুমি যবে জাগরণ,
তাহাদের প্রতিমাকে তাচ্ছল্য করিবে,
তাদের বিগ্রহ সব ঘৃণিত হইবে।
২১ তথাপি আমার মন দুঃখিত হইল,

হৃদয়ের গ্রন্থি দুঃখে তথাপি বিঁধিল।

২২ ইহাতে ছিলাম আমি মূর্খ ও অজ্ঞান,
তোমার সাক্ষাতে ছিনু পশুর সমান।
২৩ আমি তো তোমার সঙ্গে থাকি নিরন্তর ;
রাখিতেছ মোরে, ধরি মম ডানি কর।
২৪ নিজ মন্ত্রণায় মোরে করাবে গমন,
মহিমায় অবশেষে করিবে গ্রহণ।
২৫ তোমা বিনা স্বর্গে, ঈশ, কে আছে আমার ?
ধরায়ও নাহি সুখ পেয়ে কিছু আর।
২৬ যদ্যপি আমার দেহ, চিত্ত ক্ষীণ হয়,
তথাপি ঈশ্বর মম সুদৃঢ় আশ্রয় ;
অন্তরের ধর মম সেই দয়াবান,
আমার সুচিরস্থায়ি দায়াংশ সমান।
২৭ তোমা হতে যত লোক থাকয়ে অন্তরে,
বিনষ্ট হইবে তারা ত্বরা ধরাপরে ;
তোমারে ত্যজিয়া যারা করে ব্যভিচার,
সে সবারে তুমি, ঈশ, করিবে সংহার।
২৮ মম পক্ষে শ্রেয়ঃ থাকা ঈশের সদন ;
লইলাম আমি সেই প্রভুর শরণ ;
তোমার সমস্ত ক্রিয়া করিব প্রচার,
করেছি মনস্থ এই, ঈশ সর্ব্বাধার।

---

৭৪ গীত।

১ চিরকাল তরে ত্যাগ, ঈশ সনাতন,
করিয়াছ আমাদিগে কিসের কারণ ?
আপনার চরাণীর মেষের উপর
ধুমায় ক্রোধাগ্নি তব কেন, হে ঈশ্বর ?
২ যে মণ্ডলী পুরাকালে করিয়াছ ক্রয়,

উদ্ধারেছ, যেন নিজ অধিকার হয়
তব বাসস্থান এই সিয়োন অচল,
স্মরণ, হে পরমেশ, কর এ সকল।
৩ চিরোচ্ছিন্ন স্থান-কাছে কর পদার্পণ;
নাশিয়াছে ধর্ম্মধামে সব শত্রুগণ।
৪ মণ্ডলীতে তব বৈরী গর্জ্জে অনিবার;
অভিজ্ঞান তরে রাখে চিহ্ন আপনার।
৫ নিবিড় বিপিনে যেই কুঠার উঠায়
ছেদিবারে কাষ্ঠ, তারা সেরূপ দেখায়।
৬ তাহারা হাতুড়ি দিয়া, কুঠারের ধারে,
মন্দিরের শিল্পকর্ম্ম ভাঙ্গে একেবারে।
৭ তব ধর্ম্মধামে তারা অগ্নি নিক্ষেপিল,
তোমার নামের বাস অশুচি করিল।
৮ মনে২ বলে সেই দুষ্ট সমুদয়,—
"তাহাদিগে একেবারে নাশিব নিশ্চয়;"—
দেশমধ্যে তারা সবে করি কোলাহল
দগ্ধ করে ঈশ্বরের সমাজ সকল।
৯ আমাদের চিহ্ন মোরা দেখিতে না পাই।
আর কোন ভাববাদী, প্রবাচক নাই;
এই রূপ কত দিন থাকিবে এখানে,
আমাদের মধ্যে কেহ তাহাও না জানে।
১০ ধিক্কারিবে বৈরী, ঈশ, কতকাল আর?
চিরকাল শত্রু নাম তুচ্ছিবে তোমার?
১১ তব ডানি হস্ত কেন রাখ সঙ্কুচিত?
বাহির করিয়া কর শত্রু বিনাশিত।
১২ মম রাজা পূর্ব্বাবধি তুমি, সনাতন,
পৃথিবীর মাঝে কর ত্রাণের সাধন।
১৩ নিজ বলে সমুদ্রকে ভাগ করেছিলে,

জলস্থ নাগের শির তুমিই ভাঙ্গিলে।
১৪ মহাকুম্ভীরের শির চূর্ণিয়া প্রহারে
মরুবাসিগণে তাহা দিলে খাইবারে,
১৫ তুমিই উনুই আর বন্যা বহাইলে,
নিত্যবাহি নদী শুষ্ক তুমি করেছিলে।
১৬ দিবস তোমার, ঈশ, রাত্রি মনোহর
প্রস্তুত করেছ তুমি জ্যোতিঃ, দিবাকর।
১৭ পৃথিবীর সীমা সব করেছ স্থাপন;
স্থজিয়াছ শীত, গ্রীষ্ম, তুমি সনাতন।
১৮ করিতেছে তব নাম তুচ্ছ মূঢ় জন,
ধিক্কারিছে ঈশে, শত্রু, করহ স্মরণ।
১৯ তোমার ঘুঘুর প্রাণে, হয়ে ক্রোধান্বিত,
হিংস্রক জন্তুর হস্তে করো না অর্পিত;
তোমার দুঃখির প্রাণে, হে মহা ঈশ্বর,
থেক না বিস্মৃত হয়ে তুমি নিরন্তর।
২০ তব কাছে, পরমেশ, এ মম মিনতি,
দৃষ্টি রাখ আপনার নিয়মের প্রতি;
কেননা ধরার সব তমোময় স্থান
ক্রূরতার বসতিতে পূর্ণ, ভগবান।
২১ সন্তাপিত, ক্লিষ্ট জনে বিষণ্ণ হইয়া
দিও না, হে পরমেশ, যাইতে চলিয়া;
দুঃখী ও দরিদ্র আর দীনহীনগণে
প্রশংসা নামের তব করুক যতনে।
২২ উঠ, পরমেশ, উঠ, সর্ব্ব মূলাধার,
বিবাদ নিষ্পন্ন তুমি কর আপনার;
সারা দিন মূঢ়গণ-দ্বারা, সনাতন,
হতেছে ধিক্কার তব, কর তা স্মরণ।

২৩ বিপক্ষের কলহের বৃদ্ধি নিরন্তর,
তব বৈরিদের রব ভুলো না, ঈশ্বর।

—০—

৭৫ গীত।

১ করিতেছি মোরা, ঈশ, তব স্তবগান,
তব ধন্যবাদ মোরা করি, দয়াবান;
নিকটস্থ তব নাম; লোকে অনিবার
তোমারি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করয়ে প্রচার।
২ করিব নির্দ্দিষ্ট কাল আমি উপস্থিত,
আমিই বিচার ন্যায্য করিব নিশ্চিত।
৩ হইতেছে ক্ষয় ধরা, তন্নিবাসিগণ;
আমিই তাহার স্তম্ভ করিব স্থাপন।
৪ করিও না গর্ব্ব, আমি কহি গর্ব্বিতেরে;
তুলিও না শৃঙ্গ, বলি দুর্ব্বৃত্ত দুষ্টেরে।
৫ করো না তোমরা শৃঙ্গ উচ্চে উত্তোলন;
শক্তগ্রীব হয়ে কথা বলো না কখন।
৬ পূর্ব্ব কি পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ হইতে
কেহ না কখন পারে উন্নতি লভিতে।
৭ কিন্তু বিচারক ঈশ নিজ ইচ্ছামত,
কাহাকে করেন নত, কাকে বা উন্নত।
৮ আছে এক পানপাত্র ঈশ্বরের করে,
রক্তবর্ণ দ্রাক্ষারস তাহে শোভা করে;
বিমিশ্রিত মদ্যে পূর্ণ সে পাত্র সুন্দর,
ঢালিছেন তাহা হতে তিনি নিরন্তর;
পৃথিবীর দুষ্টগণ হয়ে আগুয়ান
তলানিও চাটি তার করে সুখে পান।

৯ কিন্তু আমি যাকোবের ঈশ্বরের নামে
করি গান, তাঁর গুণ গাব ধরাধামে।
১০ দুষ্টের সমস্ত শৃঙ্গ করিব ছেদিত,
ধার্ম্মিকের শৃঙ্গ কিন্তু হবে উচ্চীকৃত।

প্রথম ভাগ

সমাপ্ত।

PRINTED BY B. M. BOSE, FOR THE CALCUTTA TRACT AND BOOK SOCIETY, AT THE BHOWANIPORE SAPTAHIK SAMBAD PRESS, 1875.